উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৯,৮৫৭.৭৯ (-৭৬৫.৪৭)

নিফটি : ২৪,৩৬৩.৩০ (-২৩২.৮৫)

মোদি-পুতিন কথা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।’ » ৭

রান্নার গ্যাসে ভরতুকি!
এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি রুখতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। রান্নার গ্যাসের দাম স্থিতিশীল রাখতে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩০°	২৯°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৭°	২৬°

কবে সাসপেনশন, ফের চিঠি
৪ সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ কবে কার্যকর হবে জানতে চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। » ৫

২৩ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 9 August 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 83

তরুণকে জলে নামিয়ে মার প্রধানের দেওরের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : মাদক কারবার নিয়ে গণ্ডগোল। আর তার জেরে রতন দাস নামে এক তরুণকে জলে নামিয়ে পেটাচ্ছেন তৃণমূলের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দেওর তপন বর্মন ও তাঁর সঙ্গীরা। গাঁজা ও পিস্তল ধরা পড়ায় ক্ষোভে রতনকে মারধর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিকেলের দিকে মারধরের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই ঝড়ের গতিতে সেই ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়ে যায়। মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ঘটনায় তৃণমূলের নেতারা জড়িয়ে পড়ায় দলের অন্দরে শোরগোল পড়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।

নেপথ্যে মাদক কারবার

শুভেন্দু সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘শাসকের আইন কীভাবে বলবৎ হয় তার প্রদর্শন চলছে কোচবিহার জেলায়। জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান স্বপ্না বর্মনের কীর্তিমান দেওর তপন বর্মন তার সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে একটা নিরীহ সাধারণ মানুষকে মেরেই চলেছে। ঘটনাটি মাদক পাচারকে কেন্দ্র করে। কোচবিহারে তৃণমূলের জঙ্গলরাজ চলছে, আইন বলতে কিছু নেই। পুরো পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত।’

ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলছেন, ‘ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। সেটি যদি সত্যি হয় তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন আইনের পথে চলবে।’ বিষয়টি পুলিশেরও নজরে এসেছে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই নিগৃহীত তরুণের সঙ্গে কথা বলেছে। তবে এখবর লেখা পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তপন বর্মনের বিরুদ্ধে এর আগেও নানা অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে

এরপর বারোর পাতায়

আলোর খোঁজে ‘অর্ধেক আকাশ’

দেবী নই, নই আমি সামান্যা রমণী…

আধাসেনার বুটের শব্দে নিশ্চিন্ত আরজি কর

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : সদ্য নাইট ডিউটি শেষ করে ওয়ার্ড থেকে বেরোলেন জুনিয়ার চিকিৎসক মহুয়া পাটি। দিনটা আরজি কর মেডিকেল কলেজে হবু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঠিক এক বছর পর। এখনও কি রাত নামলে আতঙ্ক গ্রাস করে? একরাশ ক্লান্তি নিয়ে মহুয়া বলেন, ‘না, ওয়ার্ডের বাইরে রাতে সিআইএসএফ বারবার টহল দেয়।’ কথাটার সত্যতা বোঝা গেল মূল প্রবেশদ্বার থেকে ভিতরে ঢুকে ইতিউতি তাকিয়ে। সর্বত্র রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ঘোরাঘুরি। বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ সহ প্রতিটি বিল্ডিংয়ের বাইরে অন্তত ৪ থেকে ৫ জন জওয়ান মোতায়েন।

বেলা পড়তে বহির্বিভাগে রোগীর চাপ কমেছে। কিন্তু টহলদারিতে খামতি নেই। সরু গলির মধ্যে হস্টেল, রাত্রিনিবাস সহ হাসপাতালের সব কোনায় দেখা গেল তাঁদের। এই জওয়ানদের ভারী বুটের শব্দ এখন যেন মহিলা চিকিৎসক ও নার্সদের ভরসা, আস্থা। বছর খানেক আগে কলকাতার এই খ্যাতনামা হাসপাতালের ছবিটা এমন ছিল না বলেই তো ধর্ষণের পর খুন হয়েছিলেন এক তরুণী।

২০২৪ সালের ৮ অগাস্ট ওই রাতের সেই ঘটনার পর হাইকোর্টের নির্দেশে দীর্ঘদিন মোতায়েন রয়েছে সিআইএসএফ। পুলিশি নজরদারিও কম নয়। কারও কার্যকলাপই তাঁদের নজর এড়ায় না। স্বস্তি ফুটে ওঠে মহিলা চিকিৎসক ও নার্সদের কথায়। নার্সিং পড়ুয়া রিমি মোহান্তি যেমন বললেন, ‘যেখানেই ডিউটি পড়ুক, এখন আর ভয় লাগে না।’ রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেখা যায়? একটুও সময় না নিয়ে জবাব, ‘হ্যাঁ, সন্ধের পর থেকে ওঁরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে দেখেন।’

এক বছরে আরজি কর অনেক বদলে গেলেও দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা ‘জাস্টিস

ফর আরজি কর’, ‘অভয়ার বিচার চাই’ ইত্যাদি স্লোগান এখনও ওই রাতের বিভীষিকাকে মুছতে দেয়নি। অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ের পাশে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে মোবাইল দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসক (পিজিটি) কৃতিকা সাহা। এক বছরে কী বদল দেখলেন? অদূরে বসে থাকা ৬ জন জওয়ানকে দেখিয়ে কৃতিকা বললেন, ‘দেখছেন না, ওঁরা সারাদিন থাকেন। ভয় কী। ওঁদের শিফট বদল হয়। তবে দফায় দফায় নজরদারি চালিয়ে যান। পান থেকে চুন খসলেই প্রশ্ন করেন।’

এরপর বারোর পাতায়

আরও পুলিশি নজরদারি চায় কোচবিহার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : দেখতে দেখতেই আরজি করের ন্যক্কারজনক ঘটনার এক বছর কেটে গেল। সেই ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা জোরদার করার দাবিতে মহিলারা রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি সেই আন্দোলনের আঁচ কোচবিহারেও এসে লেগেছিল। কিন্তু সময় গড়ানোর ফাঁকে সেই আন্দোলন স্তব্ধ হয়েছে। এই এক বছরে কোচবিহার কতটা বদলেছে? রাতের কোচবিহার মেয়েদের জন্য কতটা নিরাপদ সেটা খুঁজে দেখতে গিয়ে মিশ্র উপলব্ধি সামনে এল।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ সাগরদিঘির চারপাশের ফুটপাথ দিয়ে নানা বয়সি মেয়েরা হাঁটছিল। কলেজ পড়ুয়া গোলবাগানের ঋতিকা হালদার ও ঋষিতা সরকার প্রায়ই সন্ধ্যায় সাগরদিঘির পাড়ে আসেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা ইভটিজিং জাতীয় কোনও সমস্যায় পড়েননি বলে জানালেন। বছর ৬৯-এর নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা সরকাররা জানালেন, অনেক রাত পর্যন্ত অল্পবয়সিরা এখানে ঘোরাফেরা করে। তবে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার মতো কিছু ঘটেনি। নার্সিং পড়ুয়া হৈমন্তী রায় তাঁদের বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন। শিখা সূত্রধর ঠ্যালায় খাবারের দোকান চালান। তিনি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়েননি বলে জানালেন। সাইতা খাতুন নার্সিংহোমে চাকরি করেন। রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে কোচবিহার বাস টার্মিনাসে বাসের অপেক্ষায় ছিলেন, ‘তুফানগঞ্জ থেকে যাওয়া-আসা করতে আজ পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি।’ পোস্ট অফিসে চাকরি করতে গিয়ে সহকর্মীদের কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও অভাব বোধ করেননি বলে চন্দ্রাণী দত্ত তরফদার জানালেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের

কর্মী রেলগেটের মল্লিকা বর্মন রাত ১০টায় খাবার কিনে ফিরছিলেন। কাজের জায়গা থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মোটামুটি সবকিছুই নিরাপদ রয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য। পঞ্চরঙ্গির মোড়ের গীতা চন্দ, ভবানীগঞ্জ বাজারের মিঠু পাল বা হাজরাপাড়া মোড়ের শালিনী একা হাতে ব্যবসা করে সংসার সামলাচ্ছেন।

এরপর বারোর পাতায়

হড়পায় মুছে যাওয়া ধারালি গ্রাম। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি। ইনসেটে, গ্রামটি আগে যেমন ছিল।

তৃণমূলের রোষে পদ্ম নেতারা

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার দিনহাটার নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালমারা গ্রামে বিজেপির চার নেতা-নেত্রীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার আক্রান্ত ওই কর্মীদের বাড়িতে যাওয়ার পথে বিজেপির প্রতিনিধিদলকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

দু’দিন আগেই কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর ওপর আক্রমণের পর ফের দিনহাটার নাজিরহাটে ভাঙচুর করা হয় বিজেপির নেতা-নেত্রীদের বাড়িঘর। সেই আক্রান্ত বিজেপির কর্মীদের বাড়িঘর দেখতে ও ঘটনার বিবরণ শুনতে ফালাকাটার বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপকচন্দ্র বর্মন, তিন বিধায়ক সুশীলচন্দ্র বর্মন, মালতী রাভা, বরেনচন্দ্র বর্মন ও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল নাজিরহাটে পৌঁছায়। সেখানে করে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের ভাঙচুর হওয়া বাড়ি পরিদর্শনের সময় বিজেপি কর্মী জিতেন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়ি যায় প্রতিনিধিদলটি। অভিযোগ, ওইদিন জিতেন্দ্রর অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে পূরবীকেও গতকাল তৃণমূল কর্মীরা মারধর করে।

শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে পূরবী কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। শিশুটির অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে নিকু-তে রাখা হয়েছে। এদিকে ওই শিশুর জন্মের পরই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তর্জা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের তরফে পোস্ট করা হয়, পূরবী ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। শিশুটির কোনও আঘাত লাগেনি। এদিকে বিজেপি তরফে পোস্ট করা হয়, পূরবীর গর্ভস্থ সন্তানকে ‘খুন’ করেছে তৃণমূল।

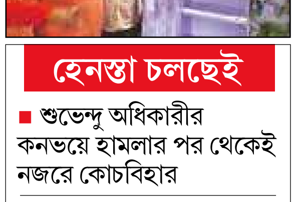

হেনস্তা চলছেই

- শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার পর থেকেই নজরে কোচবিহার
- দিনহাটার নাজিরহাটে বিজেপির নেতা-নেত্রীদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ছিল
- সেই বাড়িতে যাওয়ার পথে হেনস্তা বিজেপির প্রতিনিধিদলকে

এদিন বিজেপির প্রতিনিধিরা জিতেন্দ্রর বাড়িতে ঢোকার আগে তৃণমূলের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের নেতৃত্ব তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা পথ আটকান। যদিও বিজেপির প্রতিনিধিরা বাধা পেরিয়ে আক্রান্ত কর্মীর বাড়িতে ঢোকেন। এরপরই শুরু হয় দুই পক্ষের বিক্ষোভ এবং হাতাহাতি। বাঁশ হাতে একে-অপরকে শাসাতে থাকে। সবটাই চলে পুলিশের সামনে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠায় পুলিশ এসে বিজেপির প্রতিনিধিদলকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

এই ঘটনায় আবার সরগরম হয়ে উঠেছে দিনহাটার রাজনীতি। বিজেপির প্রতিনিধিদলকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ‘সেখানে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তো কেউ ছিল না। ওখানে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা সকলেই গ্রামের সাধারণ মহিলা। তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে কারণ বিজেপি শাসিত ভিনরাজ্যে তাদের পরিজনরা আক্রান্ত।

এরপর বারোর পাতায়

» নয়ের পাতায়

রূপান্তরকামীদের নিরাপত্তায় নজর পুলিশের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : কয়েক বছর আগের ঘটনা। কোচবিহারের ঘেঘিরঘাটের শুভ দাস তখন স্কুল পড়ুয়া। পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারেন, শুভ ছেলে হলেও তার আচরণ মেয়েদের মতো। বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টিপ্পনী যেমন উড়ে আসছিল, তেমনভাবেই হেনস্তার মুখে পড়তে হওয়ায় একসময় বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয় শুভ। একই ঘটনা ঘটছে ঘুঘুমারির ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও। ছেলে হলেও তার মধ্যে মেয়েলি আচরণ দেখতে পেয়ে নিয়মিত তাকে কটূক্তি করত প্রতিবেশীরা। পারিপার্শ্বিক চাপে একসময় সে-ও বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

বর্তমান সময়ে শুভ এবং ঈশ্বর শুধু উদাহরণ। রূপান্তরকামীদের কী ধরনের অত্যাচারের মুখে প্রতিনিয়ত পড়তে হচ্ছে, তা কুমার রাজা তুলে ধরেছিলেন ‘শিল্পার গল্প’-তে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ পর্যন্ত অভিযোগ পৌঁছায় না। তবে পুলিশের কানে যে কিছু পৌঁছায় না, তা নয়। যে কারণে এবার রূপান্তরকামীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা পুলিশ। শুক্রবার রূপান্তরকামীদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালা হয়। উপস্থিত ছিলেন খোদ জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। পুলিশ লাইনে আয়োজিত

> ছোটবেলা থেকেই ট্রান্সজেন্ডারদের একটি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। যে কারণে পারিপার্শ্বিক কটূক্তি ও নিরাপত্তার অভাবের জন্য পড়াশোনা কিংবা স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে আসার উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। শুধু পুলিশই নয়, সাধারণ মানুষকেও এবিষয়ে সচেতন হতে হবে।
>
> **সুমি দাস**
> সদস্য, মৈত্রী সংযোগ

কর্মশালায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে রূপান্তরকামীদের নিরাপত্তা ও তাঁদের অধিকার।

দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারে রূপান্তরকামীদের নিয়ে কাজ

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে দলে, সমাজে বড় দুঃসময়

গৌতম সরকার

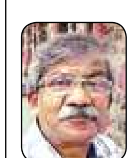

‘অ-এ অজগর আসছে তেড়ে।’ ছোটবেলায় বর্ণ শেখানোর কবিতার ছন্দটা একটু পালটে নেওয়া যাক। অ-এ অভিষেক দেবেন কড়কে। কথাটা বলছি তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বের একখানা নির্দেশ জেনে। কী আছে তাতে? নেতা-কর্মীদের বলা হয়েছে, বেগরবাই করেছ কী মরেছ। সোজা রিপোর্ট যাবে ‘এবি’ অফিসে। ‘এবি’ মানে অভিষেক। কালীঘাটের পাশাপাশি তৃণমূলের মহাতীর্থ ক্যামাক স্ট্রিট। তৃণমূলের সর্বস্তরে ‘সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।’

তৃণমূলে অনেক ঘর। ঘরের মধ্যে ঘর। কোনও ঘর ছোট। খুপরির মতো। কোনও ঘর আবার বিরাট হলঘর যেন। সব ঘরের আলাদা মালিক। যাঁর ঘর যত বড় বা যিনি যত বেশি মমতা বা অভিষেক-ঘনিষ্ঠ, দলে তাঁর কদর তত বেশি। তাতে খেসারত দিতে হলেও পরোয়া নেই। ঘরের মধ্যে ঘর মালদা জেলায় ফি নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি ঘটায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতবার যে প্রকাশ্যে আক্ষেপ করলেন। কতবার যে সতর্ক করলেন।

তাতে কি ঘর ভেঙেছে? না। উলটে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্র, মৌসম নুর, সমর মুখোপাধ্যায়, আব্দুর রহিম বক্সীদের এক ঘাটে জল খাওয়ায়, কার বাপের সাধ্যি! অভিষেক সদ্য ক্যামাক স্ট্রিটে মালদার নেতাদের ডেকে কড়কেছেন, আমি-তুমির রাজনীতি আর নয়। আলিপুরদুয়ারে সৌরভ চক্রবর্তীর এক ঘর, মৃদুল গোস্বামীর আলাদা ঘর। আরেক বড় ঘরের মালিক প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর ঘরে আবার ছোট ছোট খোপ।

কোচবিহারে এক হলঘরে উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, পরেশ অধিকারী, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। ওই হলঘরে আবার আলাদা আলাদা চেম্বার। নিজেদের আলাদা রাজত্ব। এক গিরীন্দ্রনাথ ছাড়া এই তালিকায় বাকি সবাই তৃণমূলে নব্য। তবে তাঁদের ঠেলায় আপাতত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের দুই ঘর এক হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় খোপের শেষ নেই। মহুয়া গোপ, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ দাস, দুলাল দেবনাথ, খগেশ্বর দাস-খোপের অনেক জায়গিরদার।

শিলিগুড়িতে এত ঘর সামলাতে না পেরে দলের রাজ্য নেতৃত্ব জেলা সভাপতি মনোনীত না করে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছে। যে কমিটিতে আপাতত হরেদরে এক মূল্য এখন গৌতম দেব, পাপিয়া ঘোষ, রঞ্জন সরকার প্রমুখ গোষ্ঠীপতিদের। আচ্ছা, বলুন তো, যাঁরা নিজেরা মিলেমিশে থাকতে পারেন না, তাঁরা রাজ্যবাসীকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন? জানি, লেখাটা পড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা হাসছেন। ভাবছেন, বেশ দিলাম তৃণমূলকে।

সবিনয়ে বলি, ঘরের মধ্যে ঘরের কালচার কি বিজেপিতে কিছু কম? সেই কালচারের ঠেলায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ পর্যন্ত এখন না ঘরকা না ঘাটকা। এরপর বারোর পাতায়

দাসত্ব স্বীকার করে কেন থাকব বাগানে?

বছর পঁচিশের একমাত্র মেয়ে বছরখানেক আগে এক এজেন্টের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছেন। কাজ পেয়েছেন কি না তা জানেন না সুন্দরী। কী করছেন, কোথায় আছেন তারও খোঁজ নেই।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ৮ অগাস্ট : জরাজীর্ণ ইটের গাঁথুনিতে কোথাও প্লাস্টারের চিহ্নমাত্র নেই। শ্যাওলার পুরু আস্তরণ পরিষ্কারের পরও টিনের ফুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল দেওয়ালজুড়ে নীল-সবুজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। বারান্দার বাঁশের খুঁটিগুলো যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। সেখানেই প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা রান্নাঘরে মাটির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তিনটি স্টিলের থালা ও দুটি বাটি। ওভেনযুক্ত ছোট্ট সিলিন্ডারের গা জুড়ে তরকারির চিহ্ন। তার সামনেই একটা চটের বস্তা পেতে বসলেন সুন্দরী গুরুং। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই চরম দারিদ্র্যে মেয়েকে বড় করে তোলার লড়াইয়ের কথা শোনাচ্ছিলেন।

বস্তায় বসেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘দশাই কো বেলা নানী লাই নয়া লুগা কিন দিনু কো লাগি ভনেকো থিও। সকিনা। উলাই ঘর মা রোকেরো রাখনে কো অধিকার পানি ছয়না।’ (পুজোর সময় মেয়েটা একটা নতুন জামা চেয়েছিল। দিতে পারিনি। ওকে বাড়িতে আটকে রাখার কোনও অধিকার আমাদের নেই) বন্ধ পানিঘাটা চা বাগানের পরিত্যক্ত একটি কোয়ার্টারেই এখন মাথা গোঁজার ঠাঁই সুন্দরী ও তাঁর স্বামীর। অসুস্থ স্বামী কর্মক্ষমতা প্রায় হারিয়েছেন। বছর পঁচিশের একমাত্র মেয়ে বছর খানেক আগে এক এজেন্টের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছেন। কাজ পেয়েছেন কি না তা জানেন না সুন্দরী। কী করছেন, কোথায় আছেন তারও খোঁজ নেই। তবে মেয়ে মাঝেমধ্যে ফোন করে সেটাই ভরসা।

সুন্দরী ও তাঁর স্বামী দুজনেই চা শ্রমিক ছিলেন। বাগান বন্ধ হওয়ায় কিছুদিন পাথর ভাঙার কাজ করেছিলেন। এখন কাজ জুটলে কোনওদিন অন্য বাগানে যান সুন্দরী, না জুটলে জঙ্গলে যান কাঠ কুড়োতে। মা হিসাবে মেয়েকে একটা জামা কিনে দিতে না পারার ব্যর্থতা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কুরে-কুরে খাচ্ছে সুন্দরীকে। লজ্জা লুকোতে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর চোখের জল মুছে অতিথি আপ্যায়নে চা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আকাশে তখন মেঘ আরও গাঢ় হতে শুরু করেছিল। খানিক বাদে আঝোরে বৃষ্টি নামল। যেন সুন্দরীর কান্না। পাহাড়ের চা বাগান থেকে তরুণ, তরুণীরা কেন ভিনরাজ্যে বা শহরে চলে যাচ্ছে, কেন ফাঁকা হচ্ছে বাগান সুন্দরীর চোখের দু’ফোঁটা জলেই লুকিয়ে ছিল তাঁর উত্তর।

ফুগুরি চা বাগান পেরোতেই গোটা মিরিকের আকাশ ঢেকে গেল ঘন কুয়াশায়।

এরপর বারোর পাতায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for Construction & Fabrication of Green House, Seed Storage Chamber and wall. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Registrar (Actg.)

যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ, কমিশনিং কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-২৬-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৫-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৭১০ টি এলএইচবি কোচে আইপি আধারিত ভিডিও' নিরীক্ষণ সিস্টেমের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ, কমিশনিং এবং সিএএমসি (আরএসপি পি.বি. নং. ৩২৩/২০২৫-২৬)। টেন্ডার রাশিঃ ১,২৬,৩৩,১৩,৯০০/- টাকা @১৮% জিএসটি সহিত। বায়না রাশিঃ ৬৪,৬৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৪-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৩৪ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ০৬-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৭-২০২৫; কাজের নাম ঃ কামাখ্যা - কামাখ্যা কোচিং ডিপো এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলির জন্য পরিকাঠামোগত কাজের উন্নয়ন (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অংশ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৭৪,৭৫,৩৪৪.৭৭/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,৩৭,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৫০-২০২৫; কাজের নাম ঃ পান্ডুতে - এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট/পান্ডু এবং এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/পান্ডু -এর আওতাধীন পান্ডু কলোনিতে কাসৃজন এবং ল্যান্ডস্কেপিং সহ রেস্ট ক্যাম্প কলোনি, কামাখ্যা কলোনি এবং বিবিসি কলোনিতে শিশু পার্কের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪২,২৬,৬২৯.২৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৮৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৫১-২০২৫; কাজের নাম ঃ (A) গুয়াহাটিতে -(ক) গুয়াহাটি - ২ বছরের জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ নিউ গুয়াহাটি অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য উজানবাজার ঘাটে ২টি বার্জের রক্ষণাবেক্ষণ, গুয়াহাটির জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ (উজানবাজার কেমিক্যাল হাউস কমপ্লেক্স, হিল টপ ফিল্টার হাউস, গুয়াহাটি স্টেশন এবং কলোনি)। (খ) উজানবাজারে ল্যামেলা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ। (B) নিউ গুয়াহাটিতে: ০২ (দুই) বছরের জন্য এসএসই/ডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটির এখতিয়ারের অধীনে পরিষেবা ভবন এবং কর্মীদের আবাসন সহ সমগ্র নিউ গুয়াহাটি এলাকার ভালভ অপারেশন রক্ষণাবেক্ষণ সহ, জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৪০,৩২,৩৪৩.২০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৭০,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিইএন/গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/360071 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 01-08-25, E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Bhadu Miya এবং Bhadu Hosen এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। রাজপুর, বৈরাতী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। - Abul Hosen. (C/117147)

●

আমি Muklesur Rahman F/o Mosrafi Rahman, Vill : Nurpur Pathanpara, P.O. Nurpur, P.S : Manikchak, Dt: Malda, Pin : 732203 (WB) গত 19/7/2025 1st. ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মালদা, অ্যাফিডেভিট নং 36AA993437 দ্বারা Musrafi Rahaman নামে পরিচিত হল। এখন থেকে Mosrafi Rahman ও Musrafi Rahman একই ব্যক্তি। C/117580)

●

আমি Azahar Ali পিতা Late Matlab SK, গ্রাম+পোঃ মাধাইপুর, থানা+জেলা-মালদা, পিন-732142. আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং B-2017 : 19-90030-000702, Dt-20/04/2017) আমার, স্ত্রী ও মেয়ের নাম ভুল থাকায়, গত 19/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Md Azahar Ali থেকে Azahar Ali ও স্ত্রী Mst. Safika Khatun থেকে Safika Khatun ও মেয়ে Mst. Subra Khatun থেকে Subra Khatun করা হইল। (C/117787)

●

আমি আব্দুল ছামাদ, পিতা- সহিদার রহমান, খারীজা ফুলেশ্বরী, পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোচবিহার, আমার ভোটার কার্ড নং - TSX1195718, সেখানে ভুলবশত সাদ্দাম হোসেন হওয়ায় গত 07-08-2025 J.M. 1st কোর্ট সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আব্দুল ছামাদ হলাম। আব্দুল ছামাদ ও সাদ্দাম হোসেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

●

I Dakru Debsharma S/o. Nakuleshwar Debsharma, Vill + P.O.- Tungoilbillpara, P.S.- Kaliyaganj, Dist- Uttar Dinajpur do hereby declare that my name as per Madhyamik Registration Card, Admit, Marksheet has been Recorded Dakru Devsarma S/o. Mukleswar Devsarma. I swear & declare that the actual name is Dakru Debsharma S/o. Nakuleshwar Debsharma one identical person verified by the court of LD. Judicial/ Executive 1st Class Magistrate at Raiganj, Dist- Uttar Dinajpur, Affidavit on 01.08.2025. (C/117791)

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট্রি/২০৫, তারিখ ঃ ০৫-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম নং.-১; টেন্ডার নং ঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০৫; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে টিভিইউ-৪০০০০ -এর বেশি ০৫টি এলসি গেটের ইন্টারলকিংয়ের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (টিআরডি) কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৪,৭১,৫৭৫.০৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪৯,৪০০/- টাকা; ক্রম নং.-২; টেন্ডার নং ঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ডিগবৈ ইয়ার্ডে ক্রটিপূর্ণ লেআউট সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (টিআরডি) কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮৪,৬৭,৬০৭.৮৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৬৯,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধ করার তারিখ এবং সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ইলেক্ট্রি.), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

নং. এইচ/২৪৭/২/এইচভিএস/২৫-২৬ তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৫

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল-এর জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক ডাক্তার যারা নিম্নে উল্লেখিত যোগ্যতা/যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে পারবেন তারা উপরোক্ত নিযুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এই নিযুক্তি এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক, যা বছর ভিত্তিক নতুন চুক্তি হিসাবে পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে অথবা স্কিমের শেষ পর্যন্ত, যেটা আগে হয়।

ক্র. নং.	স্থান	নিযুক্ত এইচভিএস-এর সংখ্যা	নিযুক্ত করা হবে এইচভিএস-এর বিশেষজ্ঞ	এইচভিএস-এর প্রস্তাবিত কর্তব্য ঘন্টা
০১	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, নিউ জলপাইগুড়ি	০১	১. ডেন্টাল সার্জন	সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘন্টা
মোট		০১		

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিশেষজ্ঞঃ 1. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পি.জি. ডিগ্রি লাভের পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ বছর অভিজ্ঞতা। **2.** পি.জি. ডিপ্লোমা লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।

বয়সের প্রোফাইলঃ ● প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। ● অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধ সীমা হলো ৬৫ বছর।

কর্তব্যের সময়	বিশেষজ্ঞ
সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘন্টা	৭৮,০০০ টাকা

কাজের মেয়াদঃ ● এইচভিএস-এর নিযুক্তির সময়সীমা এক বছর অথবা স্কিম থাকা পর্যন্ত, যেটা আগে হয়। ● এক বছরের মেয়াদ অতিক্রম করার পর, প্রয়োজনীয়তা, কার্যক্ষমতা এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বছর ভিত্তিতে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ● এছাড়াও, জরুরি প্রয়োজনে ডাকা হলে তাদের রবিবার এবং ছুটির দিন (সপ্তাহে ৬ দিন) সহ যেকোনো দিন এবং দিনের যেকোনো সময় হাসপাতাল/পলিক্লিনিকে আসতে হবে।

আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখঃ ২২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘন্টা।

এইচভিএস-এর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আবেদনপত্রের ফর্ম্যাট সহ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

স্থান: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সরকারি বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের জাতীয় সড়ক প্রকল্প NH-31D (Pkg 2B) জেলা- আলিপুরদুয়ার, ব্লক- ফালাকাটা, মৌজা- জয়চাঁদপুর (JL. No. 18), ভুটনিরঘাট (JL. No.- 19), বড়ডোবা (JL. No-20), রায়চেঙ্গা (JL. No-63)

নিম্ন তালিকাভুক্ত

যাহা জানানো যাইতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় সড়ক আইন 1956 অনুযায়ী প্রকাশিত 3D Notification No. S.O. 652(E) dt. 13-02-2018 অনুযায়ী যে সকল ভূমি অধিগ্রহণ হইয়াছে, উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত 3D Beneficiary যাঁরা পূর্বে নির্ধারিত শুনানিতে উপস্থিত হন নাই, তাঁহাদের জানানো যাইতেছে যে, ক্ষতিপূরণের দাবির স্বার্থে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্থান ও তারিখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

তারিখ : ১১.০৮.২০২৫ অবধি (শনিবার, রবিবার এবং ১৫ই অগাস্ট ব্যতীত)
সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা।
স্থান : ডুয়ার্স কন্যা। রুম নং- ৪১৬

যে নথিগুলি আনতে হইবে-
1. জমির পর্চা/খতিয়ান
2. আধার কার্ড/ভোটার কার্ড
3. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস
4. PAN কার্ড
5. যে কোনও পূর্ববর্তী জমি মালিকানার দলিল
6. কোনো মামলা সংক্রান্ত নথি

যাঁরা উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইবেন না, তাঁদের ক্ষতিপূরণের দাবির প্রক্রিয়া বিলম্বিত/বাতিল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অতএব, সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/উত্তরাধিকারীগণকে নির্দিষ্ট তারিখে উল্লেখিত নথিসমূহ সহ উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

বিঃদ্রঃ- এছাড়াও যদি কোনও Beneficiary/উত্তরাধিকারীর জাতীয় সড়ক অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা থাকে তাঁহারাও শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

Sd/-
District Magistrate & CALA
Alipurduar

Mouza- Raichega, Jl.No. 63

Slno.	Plot/Survey No. (L.R.)	Area (In Acre)	Name Of 3d Beneficiary
1	478	0.25	Habibar Rahaman S/O- Lt. Rahamat Ali Jachiar Rahaman S/O- Ajibulla Md.
2	479	0.5197	Baitharam Gope S/O- Suklal Gope
3	481	0.55	Jachiar Rahaman S/O- Ajibulla Md.
4	482	0.0299	Aminar Rahaman S/O- Ajibulla Md.
5	483	0.02	
6	484	0.1899	
7	485	0.4248	Aminar Rahaman S/O- Ajibulla Md.
8	486	0.27	
9	487	0.5249	Aminar Rahaman S/O- Ajibulla Md.
10	488/3042	0.12	Niranjan Das S/O- Subhash Das
11	488/3043	0.1499	Panchananda Saha S/O- Jagat Ch. Saha
12	491	0.1749	
13	492	0.16	
14	493	0.0099	
15	495	0.0099	
16	535	0.0099	Khusi Mohan S/O- Ramoni Mohan Gajen Barman Siben Barman S/O- Amal Barman Dukulla Md. S/O - Pelka Md. Pradip Barman Sudip Barman S/O - Siben Barman Amiruddin S/O- Hakimuddin Govt. Of W.B
17	535/3041	0.06	Dulal Sutradhar S/O- Gopilala Sutradhar
18	542	0.5797	Paresh Chandra Gope S/O- Umesh Chandra Gope
19	724	0.7697	Debrata Dutta S/O Prodip Dutta
20	724/3111	0.7697	Chandra Mohan Gope Paritosh Madhusydhan Gope Manindra Ch Gope Radha Mohan Gope Santi Kumar Gope S/O Parimohan Gope
21	727/3118	0.29	Sotni Barman D/O Hariprsad Barman
22	727/3120	0.0099	Sotni Barman D/O Hariprsad Barman
23	728	0.5997	Sukur Chand Barman S/O Kali Prasad Barman
24	730/3237	0.04	Satish Ch Roy S/O Mahim Ch Roy Barun Saha S/O Sudhir Saha
25	730/3239	0.4898	Maheswar Barman S/O Indra Mohan Barman
26	730/3240	0.1299	Maheswar Barman S/O Indra Mohan Barman
27	737/3179	0.02	Ram Prasad Ray S/O Susan Ray
28	739/3173	0.1149	Ajida Katun W/O Ajebullya Md.
29	740	0.3297	Sukumar Ch Barman S/O Kaliprosad Sushil Barman S/O Sarbananda Barman Rankit Barman S/O Tarani Barman Nalan Barman S/O Porbananda
30	741	0.06	Sukur Chand Barman S/O Kali Prasad Barman
31	742/1247	0.25	Sutani Barmani W/O Hariprasad Barman
32	744/3139	0.1899	Govt. Of India
33	774/3141	0.2398	Fago Barman S/O- Bagal Barman
34	788	0.6098	Ajijar Rahaman Atiyar Rahaman Safiyar Rahaman S/O- Ajibulla Manmohan Saha S/O- Manik Saha
35	789	0.2549	Tarapada Roy S/O- Amatlal Roy
36	789/3147	0.27	Nitai Saha S/O- Monmohan Saha
37	792	0.3799	Sristi Ghosh Purna Ch. Ghosh S/O- Kala Chand Ghosh Sopal Ghosh Mallk Ghosh Bidisha Ghosh S/O & D/O- Meghla Ghosh Madhusudan Ghosh S/O- Parimohan Ghosh
38	792/3150	0.12	Aliar Rahaman S/O- Ajibulla
39	793/3156	0.1299	Bholanath Sutradhar S/O- Ratan Sutradhar Ajibulla Md. S/O- Kit Md.
40	794	0.0099	Dokoliya Md. S/O- Palka Md. Samser Ali Miya S/O- Mahim Miya
41	797/3154	0.0151	Golen Barman S/O- Sibash Barman
42	830/3138	0.7598	Govt. Of India
43	1247/3131	0.06	Naresh Das S/O Suresh Das
44	3140	0.1	Govt. Of India

Mouza- Bhutanirghat, Jl.No. 19

Sl No	Plot No	Area	3d Beneficiary
1	1046	0.0299	Fulbar Mia S/O Mohar Ali Nurul Islam S/O Karimulla Md
2	1048	0.1299	Babli Khatun D/O Kachiruddin
3	1049	0.3297	
4	1051	0.3999	Manirul Islam S/O Karimuddin Mia
5	1050	0.3297	Lavli Khatun D/O Kachriuddin Mia
6	1052	0.16	Jamiran Beowa W/O Kacgariddin
7	1053	0.5797	Amcher Ali S/O Amir
9	1061	0.15	Jakir Hossin S/O Kachiruddin
10	1062	0.0299	
11	1064	0.12	Rahamat Ali S/O Jafar Ali
12	1065	0.1998	
13	1066	0.25	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad & Others
14	1067	0.8796	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad & Others
15	1068	0.21	Satish Ch Singha S/O Tarani Prasad
16	1070	0.02	Nurul Islam S/O Karimulla Md Bantu Md S/O Hudu
18	1135	0.04	Tarani Prasad Singha S/O Pagli
19	1136	0.08	Hiralal Singha S/O Tarani Prasad
20	1137	0.01	Mohar Ali S/O Miaulla
21	1148	0.0299	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad & Others
23	1151	0.06	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad
24	1152	0.4399	Nirmal Ch Mandal S/O Nadirim & Others
25	1153	0.6397	Nirmal Ch Mandal S/O Nadirim Pranaswari Barmani W/O Kailash Ch Gopal Ch Sarkars/O Ganesh Ch
26	1154	0.4399	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad & Others
27	1155	0.7798	Amulya Kr Singha S/O Hari Prasad & Others
30	1260	0.02	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad Hirala Singha S/O Tarani
31	1265	0.8796	Pranaswari Barmani W/O Kailash Chandra
32	1266	0.4799	Satish Ch Singha S/O Tarani Prasad
33	1267	0.9596	Amulya Kr Singha S/O Hari Prasad & Others
35	1269	0.6397	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad & Others
37	1271	0.0299	Kshitish Ch Singha S/O Tarani Prasad Satish Ch Singha S/O Tarani
38	1292	0.8996	Kshitish Ch Singha,Hirala Singha S/O Tarani
40	1294	0.3599	Satish Ch Singha S/O Tarani Prasad
41	1295	0.3199	Satish Ch Singha S/O Tarani Prasad
44	1309	0.04	Jogesh Ch Sarkars/O Baikuntha
45	1310	0.7598	Baktar Ali S/O Dhanuddin Dhamuddin Md S/O Tayra
46	1311	0.27	
47	1312	0.0099	Ahammad Ali S/O Mahar Uddin
49	1315	0.3599	Ahammad Ali S/O Mahar Uddin
52	1318	0.16	Jahar Md S/O Sahammat
54	11418	0.016	Asar Md S/O -
55	1321	0.1699	Nendu Mandal S/O Mahim
56	1322	0.0699	Dhanuddin Md S/O Toyra
57	1324	0.02	Pushpajit Barman S/O Bindeshwar
58	1347	0.0699	Ajijar Rahaman S/O Hasor Md & Others
59	1348	0.21	Gopal Mostufa S/O Abdul Sagar & Others
60	1349	0.0948	Rahul Amin S/O Achhar Mamud Abdul Khalek S/O Ali Ahmed
64	1353	0.1998	Achya Khatun W/O Aajgar Ali Baktar Ali S/O Dhamuddin & Others
65	1354	0.04	Jafar Ahammad S/O Gengla
66	1355	0.64	
68	1357	0.1899	Achya Khatun W/O Aajgar Ali Baktar Ali S/O Dhamuddin
71	1362	0.1798	Baktar Ali S/O Dhanuddin Dhamuddin Md S/O Tayra
72	1364	0.23	Adiya Bibiw/O Chamiruddin
74	1367	0.1998	Maminul Islams/O Ruhul Amin
75	1368	0.1299	
76	1380	0.04	Ajijan Bibi W/O Samtullajal Md
77	1382	0.0899	Baktar Ali S/O Dhanuddin Dhamuddin Md S/O Tayra
78	1383	0.6797	Ajijar Rahaman S/O Hasor Md
79	1384	0.4997	
81	1392	0.25	Fajle Rahaman S/O Hasor Md & Others
82	1393	0.1499	Baktar Ali S/O Dhanuddin Dhamuddin Md S/O Tayra
83	1394	0.02	Netai Ch Mondal S/O Shyan Charan
84	1467	0.145	Abdul Khalek S/O Ali Md
85	1468	0.2798	Lutfar Rahaman S/O Hasar Md Abdul Khalek S/O Ali Md
86	1471	0.02	Samatulla Md S/O Sebetulla Md
87	1485	0.2398	Ajijan Bibi W/O Samtullajal Md
88	1486	0.2799	Johar Md S/O Sahammat
89	1489	0.2398	Baktar Ali S/O Dhanuddin Dhanuddin Md S/O Tayra
90	1490	0.02002	
91	1491	0.12	Ajijar Rahaman S/O Haso Md
92	1492	0.2398	Baktar Ali S/O Hashim Ali
94	1497	0.3199	Ajijar Rahaman S/O Haso Md
95	1498	0.12	Golam Mustafa S/O Abdur Sattar Nikhil Ch Mandal
96	1499	0.04	Haliman Bibi W/O Johar Uddin Kheli Bibi, Dhanuddin
97	1500	0.02	Maminul Islam , S/O Rahul Amin & Others
99	1503	0.04	Samatulla Md , S/O Sebetulla Md

Mouza- Borodoba, Jl.No. 20

Sl No	Plot No	Area	Owner Of The Land
1	17	0.5997	Harendra Kr Barman S/O- Rasshbihari Barman
2	18	0.3399	
3	21	0.3199	Majetullya & Ors, S/O- Badamaddin Monirul Islam S/O- Karimuddin
4	22	0.5597	Majetullya & Ors, S/O- Badamaddin Monirul Islam S/O- Karimuddin
5	25	0.23	
6	30	0.2799	
7	33	0.41	Kariya Md. S/O Dikal Md.
8	34	0.8697	Hamiran Bibi
9	82	0.9097	Nur Islam S/O-Md. Karimullya
10	83	1.1495	Abumotaleb S/O- Majetullya
11	95	0.8097	Taira Barman, S/O- Gora Barman Harakanta Barman & Ors S/O- Rabi Barman
12	96	0.1798	Haris Ch Barman & Ors S/O- Choyapatu Barman
13	97	0.06	Haris Ch Barman & Ors S/O- Choyapatu Barman
14	98	0.0699	Mahsh Barman & Ors. S/O- Manik Chand Barman. Karneswari Barman & Ors. S/O- Ramnath Barman
15	99	0.1798	
16	101	0.1499	Bodheswar Barman &Ors , S/O- Dipchand Barman
17	102	0.08	Ganga Prasad Barman & Ors, S/O- Guru Prasad Barman
18	103	0.0899	Sarbeswar Barman & Ors, Lalchand Barman
19	104	0.1899	
20	106	0.3799	Ganga Prasad Barman & Ors, S/O- Guru Prasad Barman
21	107	0.2398	
22	108	0.2198	Harendra Kr Barman S/O- Rasshbihari Barman
23	109	0.1	Rashbihari Barman , S/O- Guru Prasad Barman
24	110	0.06	
25	111	0.1299	
26	113	0.25	Harendra Kr Barman, S/O Rashbihari Barman
27	151	0.2	Bhol Mohan Barman, Bhagirath Barman, Debendra Nath Barman, S/O Bhabaniprasad Barman
28	175	1.1197	Ram Lal Roy & Ors S/O- Chanmohan Roy
29	176	1.0895	Khuka Barman, S/O Hari Mohan Barman
30	193	0.4399	Saradini Barman, W/O Debeswar Barman
31	230	0.12	Ramchandra Barman, S/O Chhital Barman
32	231	0.2999	
33	240	0.0099	
34	242	2.199	
35	248	0.04	Parimal Sarkar & Others, S/O Nityagopal Sarkar
36	250	0.3898	Ramchandra Barman, S/O Chhital Barman
37	256	0.0099	Kshitish Ch Saha, S/O Upendra Saha
38	830	0.3898	Chan Mohan Roy, S/O Genedra Nath Roy
39	831	0.06	Chan Mohan Roy, S/O Genedra Nath Roy
40	832	0.23	
41	833	0.2198	
42	834	0.1998	Gopal Ch Mandal, S/O Mangal Ch Mandal, Santijiban Sarkar, S/O Mukunda Sarkar, Mangal Ch Mandal, S/O Lt. Bhajan Mandal
43	835	0.2	Gopal Ch Mandal, S/O Mangal Ch Mandal, Gobinda Mandal & Others, S/O Khuka Mandal
44	837	0.1499	Gopal Ch Mandal, S/O Mangal Ch Mandal, Santijiban Sarkar, S/O Mukunda Sarkar, Mangal Ch Mandal, S/O Lt. Bhajan Mandal
45	838		
46	839	0.4599	Gopal Ch Mandal, S/O Mangal Ch Mandal, Santijiban Sarkar, S/O Mukunda Sarkar, Mangal Ch Mandal, S/O Lt. Bhajan Mandal
47	843	0.4298	Santosh Barman, S/O Debeswar Barman
48	854	0.0899	Kamal Barman & Others, S/O Mukunda Barman, Khuka Barman & Others, S/O Harimohan Barman
49	855	0.1499	Kamal Barman, S/O Mukunda Barman
50	856	0.1099	
51	857	1.2194	

Mouza- Jaichandpur, JL.No. 18

SlNo.	Plot/Survey No. (L.R.)	Area (in Acre)	Owner of the Land
1	2	0.1601208	Sunil Burman, S/o Buroda Burman, Anil Barman, Sushil Barman, Subodh Barman, Subash Barman, Lolita Barman (Das), S/o Baroda Barman.
2	4	0.2799643	Kandu Barman S/o Gangadhar Barman.
3	10	0.0200151	Chitta Ranjan Modak S/o Madhusudhan Modak & Others.
4	36	0.3899238	Gopal Modak S/o Kalidas Modak.
5	41	0.2599492	Nani Gopal Barman S/o Nobin Barman
6	42	0.2500652	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
7	58	0.0800604	Tapash Bhowmik Aroti Bhowmik Binay Bhowmik S/o Mohan Basi Bhowmik
8	61	0.2999794	Shyamlal Ray S/o Sridam Roy
9	69	0.0800604	Jitendra Bahik S/o Mathura Banik Prodip Banik
10	73	0.0800604	Nagendra Harman S/o Joy Chund Barman
11	75	0.1000755	Dulal Ch. Das S/o Priya Nath Das
12	89	0.1798888	Durlay Barman
13	90	0.0499142	Paritosh Dutta S/o Sotish Dutta
14	92	0.0200151	Paritosh Dutta S/o Sotish Dutta
15	104	0.0800604	Priyonath Das S/o Rakumar Das.
16	105	0.0600453	Gopal Modak S/o Kalidas Modak.
17	108	0.0499142	Ajit Kumar Das Jiban Kumar Das Dilip Kumar Das S/o Paresh Ch. Das Prodip Kr. Das Ranjit Kr. Das S/o Paresh Ch. Das Narayan Ch. Das Nirobala Das.
18	111	0.0600453	Sushila Biswakarma, S/o Sochin Biswakarma
19	112	0.0499142	Prodip Barman, S/O Digendra Barman
20	115	0.0600453	Horibal Burman, S/o Dinesh Barman
21	117	0.0600453	Priyonath Das, S/o Rajkumar Das
22	119	0.0499142	Shyamal Ray S/o Sridam Roy
23	122	0.0600453	Narayan Ch. Das Porimal Ch. Das S/o Sukh Ranjan Das Sadhan Biswakarma Haradhan Biswakarma S/o Jogendra Hiswakarma
24	132	0.0499142	Sushila Biswakarma S/o Sochin Biswakarma
25	134	0.0899444	Abani Biswakarina S/o Kalachand Biswakarma & Others
26	136	0.0200151	Abani Biswakarma S/o Kalachand Biswakarma & Others
27	138	0.0800604	Abani Biswakarma, S/o Kalachand Biswakarma Lal Chand Biswakarma S/o Manik Biswakarma Jotindra Nath Biswakarma S/o Harendra Nath
28	170	0.009884	Gora Chand Barman S/o Chandra Kanta. Barman & others
29	173	0.0499142	Ganesh Ray S/O Sarbeswar Ray
30	174	0.0400302	Mandal Ray S/O Dolbar Ray Lal Chand Biswakarma S/o Manik Chand Biswakarma
31	186	0.0400302	Debchan Barman S/o Chandra Kanta Barman
32	188	0.0400302	Debchan Barman S/o Chandra Kanta Barman
33	189	0.1099595	Debchan Barman S/o Chandra Kanta Barman Sujit Banik S/O Madhusudhan Banik
34	192	0.1900199	Harakanta Barman S/o Srikanta Barman
35	195	0.1401057	Chandra Kanta Barman S/o Probir Barman
36	198	0.1401057	Horibala Barman S/o Krishna Kanta Barman
37	199	0.0699293	Raj Bala Barman S/o Monteswar Barman
38	204	0.1099595	Chand Mohan Burman S/o Durlav Barman
39	209	0.004942	Kalachan Biswakarma S/o Manik Chand Biswakarma Narendra Nath Sarkar S/o Harendra Nath Sarkar & Others
40	215	0.0298991	Abani Biswakarma S/o Kalachand Biswakarma
41	247	0.009884	Anil Banik S/o Prodip Banik
42	250	0.0400302	Nani Gopal Barman S/o Nobin Barman
43	251	0.0499142	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
44	252	0.1000755	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
45	253	0.3600247	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
46	254	0.0600453	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
47	256	0.2500652	Shyamlal Ray S/o Sridam Roy
48	257	0.1000755	Brojendra Burman S/o Nabin Chandra Barman
49	454	0.0600453	Gojendra Barman S/o Tila Barman & Others
50	456	0.0800604	Gojendra Barman": Dhajendra Barman S/o Sridam Barman. Amal Barman Bimal Barman Kamal Barman Nila Barman S/o Naresh Barman
51	459	0.0899444	Krishan Kamal, Barman S/o-Chandra Kanta Dalla Barman S/o Jotia Barman & Others
52	463	0.1200906	Krishna Kamal Barman S/o Chandra Kunta Burman Gour Pada Ray: Nital Pada Ray S/o Subul Ray & Others
53	465	0.0298991	Man Mohan Barman Harimohan Barman Rajendra Barman Raj Mohan Barman
54	587	0.004942	Shyamal Barman Dili Barman

এরপর তিনের পাতা

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা সাফিক খান - কে 26.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73H 55571 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অনেক মানুষকে কোটিপতি করে তাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এখন আমি তাদের মতো একজন কোটিপতি হতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পথে মারণগর্ত

নয়ারহাট, ৮ অগাস্ট : বছর দেড়েক হল পাকা রাস্তার ধারে তৈরি হয়েছে বিরাট বড়সড়ো গর্ত। কিন্তু সংস্কার করার কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। দিনকে দিন আড়েবহরে বাড়ছে সেই গর্ত। সমান তালে বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও হেলদোল না থাকায় এলাকায় ক্ষোভের পারদ চড়ছে। দ্রুত গর্ত বোজানোর দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নবীনেরদোলার কাছে চলভোলার পুল থেকে দুয়াইসুয়াইমুখী পাকা রাস্তার এই ভয়াবহ হাল। তবে পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় নুর ইসলামের বক্তব্য, 'যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারে। গর্তটি দ্রুত সারানো উচিত প্রশাসনের।'

কোচবিহার-২ ব্লকে তোর্ষা গিলছে কৃষিজমি, ভিটেমাটি

ভয়ে আগেই পাট কাটার হিড়িক

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৮ অগাস্ট : চোখের সামনে তোর্ষা গিলে খাচ্ছে পাটখেত। ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী! সেই পরিমাণ কিছুটা কমুক! তাই সময়ের আগেই পাট কেটে নিচ্ছেন বজলে রহমান, নজরুল ইসলাম, জমিরুদ্দিন মিয়াঁর মতো চাষিরা। তোর্ষার গ্রাসে শয়ে-শয়ে বিঘা আবাদি জমি চলে যাওয়ায় দিশেহারা সকলে। সকলের গলাতেই আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। তাঁদের আক্ষেপ, দিনের পর দিন আবাদি জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। অথচ প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরের ৪ নম্বর কালপানি এবং বলদিহাটিতে নদীভাঙন অব্যাহত। সম্প্রতি সেচ দপ্তরের কর্তারা ভাঙন পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার বদিরুদ্দিন শেখ আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তাঁর কথায়, 'তোর্ষার ভাঙন আমাদের নজরে রয়েছে। আধিকারিকরা সবটা খতিয়ে দেখছেন। বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

তোর্ষার ভাঙনে আবাদি জমি। ৪ নম্বর কালপানিতে।

নীরব দর্শক

স্থায়ী পাড়বাঁধ না থাকায়
তোর্ষার ভাঙন ক্রমশ বাড়ছে
নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে বিঘার পর
বিঘা কৃষিজমি, বসতজমি
প্রশাসন সবটা জেনেও নীরব থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

ভরা বর্ষায় তোর্ষা অন্যরকমের রূপ নেয়। সেসময় নদীর ভয়াবহ ভাঙনে কৃষিজমি ভাঙতে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না বজলেদের কাছে। বছর তিনেক আগে তোর্ষার ভাঙনে একাধিক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কৃষিজমি যেন গিলে খেয়েছিল তোর্ষা। সেই দৃশ্য আজও ভুলতে পারেননি এলাকাবাসী। ৪ নম্বর কালপানির ওই জায়গায় গতবছর সাময়িকভাবে নদীপাড়ে বস্তা ফেলে ভাঙন রোধে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ফের ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা।

এরই মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ কমাতে এখনই পাট কেটে নিচ্ছেন চাষিরা। মাসখানেক বাদে পাট কাটার কথা ছিল। কিন্তু যেভাবে রোজ তোর্ষা এগিয়ে আসছে, তাতে পাট কেটে নেওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করছেন তাঁরা। সবটা জানার পরেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ভাঙনদুর্গতরা।

স্থানীয় নজরুল ইসলামের কথায়, 'প্রায় প্রত্যেক বছর তোর্ষার ভাঙনে ভিটেমাটি থেকে কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ভাঙন রোধ করতে দীর্ঘদিন ধরে আমরা স্থায়ী পাড়বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছি। একাধিকবার লিখিত আকারে সমস্যার কথা সেচ দপ্তরকে জানিয়েও লাভ হয়নি। যার ফল পোহাতে হচ্ছে আমাদের।' ক্ষোভ উগরে দিলেন আরেক স্থানীয় সাহের আলিও। তাঁর বক্তব্য, 'অভিযোগ জানালে আধিকারিকরা এসে শুধু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যায়। কাজের কাজ আর হয় না।' অবিলম্বে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে আন্দোলনে নামতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন এলাকাবাসী। ভাঙনে ক্ষতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবানী রায়। তিনি বললেন, 'তোর্ষার ভাঙন রোধে সেচ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফের জানাব।'

দুইয়ের পাতার পর

55	591	0.0699293	Krishna Kamal Barman Nikunja Barman Hara Kumar Barman S/o Chandra Kanta Barman,Dalla Barman S/o Jotia Barman
56	599	1.1999176	Krishna Kamal Barman Hara Kumar Barman S/O Chandra Kanta Barman
57	603	0.5100144	Datta Barman S/o Jotia Barman Gopal Ch. Sarkar S/o Brajabasi Sarkar & Others
58	607	1.9501132	Jogesh Ch. Barman S/o Tuni Barman Brojendra Nath Barman S/o Sridam Barman Dhajendra Nath Barman Shyamal Barman Dilip Barman S/o Sridam Barman Amal Ch. Barman Kamal Ch. Barman Bimal Ch. Barman Nila Ch. Barman S/o Naresh Ch. Barman
59	610	0.1798888	Man Mohan Barman Rajendra Barman S/o Kamal Ch. Barman
60	621	0.1401057	Gour Pada Sarkar Jugal Pada Sarkar S/o Akhil Ch. Sarkar Debasish Ray S/o Tarini Ray
61	624	0.1299746	Banaimali Sarkar,Rosika Sarkar
62	675	0.1601208	Kalidas Tarafdar Dipak Tarafdar S/o Gobinda Tarurdur &Others
63	676	0.0298991	Debasis Ray. Bharoti Ray.. Ram Chandra Ray Suraji Ray S/o Tarini Ray
64	687	0.1798888	Thakur Das Sarkar S/o Bhuban Sarkar Sunil Ray Sarkar S/o RAm chandra Sarkar & Others
65	688	0.4801153	Prodip Sarkar Montu Sarkar S/o Sahadeb Sarkar Susil Ray S/o Ram Chandra Ray Thakur das Sarkar S/o Bhupan Sarkar
66	698	0.4400851	Ram Chandra Ray Hara Chandra Ray & Others
67	699	0.3199945	Upen Barman S/o Gour Kanta Barman Ram Chandra Ray Hara Chandra Ray &. Others
68	700	0.0298991	Kalidas Tarafdar Dipak Tarafdar S/o Gobinda Tarafdar & Others
69	709	0.630105	Dilla Barman S/o Jyotish Barman-
70	964	0.0200151	Ramesh Ch. Ray S/o Kamala Kanta Ray Satish Ch. Kha Surendra Nath Kha Pabitra Kr. Biswas S/o Rista Biswas & Others
71	965	0.1299746	Bhupendra Nath Barman S/o Ham Patu Barman Sachindra Nath Sarkar Hara Mohan Surya Kr Biswas S/O Meghlal
72	968	0.1401057	Balaram Barman S/o Sribash Ch. Barman & Others
73	970	0.2599492	Sushil Kr. Sarkar S/o Santosh Sarkar
74	977	0.4099389	Badal Kr. Das S/o Krishnapada Das & Others
75	980	0.1401057	Ramesh Ch. Ray S/o Kamala Kanta Ray & Others
76	981	0.2599492	Nripendra Ray S/o Kasinath Ray
77	982	0.0699293	Upen Ray S/o Dhaola Ray
78	984	0.2599492	Arul Ch. Ray S/o Ranjan Ray Chitta Ranjan Ray S/o Sudhan Ray & Others
79	985	0.1700048	Jaynarayan Sarkar S/o Jogen Sarkar Sumit Sarkar Sudhir Sarkar S/o Budhiswar Barman & Others
80	987	0.1601208	Anil Ray S/o Boikuntha Ray
81	988	0.1900199	Upendra Ray Dhaola Ray Hira Ray Sukumar Ray Binodini Ray D/o Akhil Ray Sumitra Barman Khagen Barman
82	989	0.1601208	Upendra Ray Dhaola Ray & Others
83	992	0.3101105	Rupeswari Barmani D/o Bang Barmani Indra Mohan Pal Sosi Mohan Pal & Others
84	993	0.2999794	Indra Mohan Pal Sosi Mohan Pal & Others
85	994	0.3199945	Shyamal Ray S/o Prafullya Ray & Others
86	995	0.3498936	Dulal Ch. Sarkar S/o Jadab Sarkar Shyamal Ray S/o Prafullya Ray & Others
87	998	0.2399341	Giribala Roy S/o Pare Mohan Ray Kumudini Ray & Others
88	1000	0.1000755	Giribala Roy S/o Pare Mohan Ray Kumudini Ray & Others
89	1001	0.1200906	Sushil Kr. Sarkar S/o Santosh Sarkar
90	1002	0.1401057	Kartick Ch. Bhowmik S/o Ramesh Bhowmik Subodh Ch. Pal Rajendra Pal
91	1096	0.1401057	Dhawala RayS/o. Nadia Ray Bhakta Sarkar S/o Jatin Sarkar & Other
92	1107	0.3199945	Niranjan Barman S/o Jiban Barman
93	1113	0.1401057	Haridas Sikdar S/o Hemanta Kr. Sikdar Niranjan Sikdar Jitendra Nath. Sikdar & Others
94	1114	0.0400302	Sachindra Mohan Sarkar S/o Hara Mohan & Others
95	1116	0.009884	Sachindra Mohan Sarkar S/o Hara Mohan Milan Barman Prasenjit Barman S/o Jatindra Nath Barman
96	1130	0.2700803	Juran Ch. Sarkar S/o Surendra Nath Sarkar
97	1131	0.3199945	Jitendra Nath Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Ram Roy Debendra Nath Barman S/o Baldya Nath Barman & Others
98	1132	0.5100144	Jamini Kr. Roy S/o Dinaram Roy Namita Roy Kayet W/o Sanjib Roy
99	1133	0.1200906	Jagadish Sarkar S/o Madhab Sarkar Yadab Sarkar S/o Bandhulal Sarkar
100	1135	0.0298991	Jitendra Nath Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Ram Roy Debendra Nath Barman S/o Baldya Nath Barman& Others
101	1138	0.0200151	Gobindra Ch. Dey Sarkar S/o Bhubash Ch. Dey Sarkar
102	1150	0.210035	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
103	1151	0.219919	Jamini Kr. Roy S/o Dinaram Roy
104	1152	0.1401057	Ananta Sarkar S/o Purna Ch. Sarkar Rajbala Barman W/o Debendra Nath Barman
105	1155	0.009884	Matilal Barman S/o Bajru Barman Rajbala Barman W/o Debendra Nath Barman
106	1156	0.630105	Debendra Nath Barman S/o Baidya Nath Barman Jamini Kr. Roy S/o Dinaram Roy Subash Ch. Roy S/o Jitendra Nath Roy & Others
107	1175	0.429954	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
108	1176	0.0800604	Fanibhushan Roy S/o Indra Mohan Roy
109	1177	0.0600453	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
110	1188	0.2999794	Jitendra Nath Roy Dinesh Ch. Roy & Others
111	1193	0.2799643	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
112	1292	0.1200906	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
113	1294	0.0499142	Fanibhushan Roy S/o Indra Mohan Roy
114	1295	0.4601002	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
115	1340	0.2999794	Dinesh Ch. Barman Paresh Ch. Barman S/o Sirish Ch. Barman Harish Ch. Barman S/o Parbananda Barman & Others
116	1345	0.3600247	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
117	1348	0.0200151	Satananda Barman Sarbananda Barman S/o Sanatan Barman
118	1350	0.3600247	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
119	1351	0.1700048	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
120	1352	0.4899993	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
121	1353	0.0499142	Nitai Roy S/o Dinaram Roy
122	1354	0.1900199	Dinesh Roy S/o Dinaram Roy
123	1355	0.0699293	Jitendra Ray S/o Dinaram Ray
124	1362	0.009884	Dinesh Ch. Barman Paresh Ch. Barman S/o Sirish Ch. Barman Harish Ch. Barman S/o Parbananda Barman & Others
125	1365	0.0699293	Sita Nath Barman S/o Krishna Barman
126	1366	0.0400302	Dinesh Ch. Barman Paresh Ch. Barman Bulaswari Barman S/o W/o Sirish Ch. Barman
127	1368	0.1601208	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
128	1369	0.1401057	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
129	1370	0.0699293	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
130	1372	0.0600453	Sita Nath Barman S/o Krishna Barman
131	1373	0.0600453	Sita Nath Barman S/o Krishna Barman
132	1374	0.2900954	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
133	1376	0.1601208	Jitendra Nath. Roy Dinesh Ch. Roy S/o Dina Rim Roy Nitai Ch. Roy S/o Dina Ram Roy & Others
134	1426	0.0600453	Digendra Nath Barman Debendra Nath Barman S/o Jogendra Nath Barman Nripendra Nath Roy S/o Kashinath Roy & Others
135	1427	0.3699087	Ganesh Ch. Sikdar S/o Kamini Kr. Sikdar

সাহায্যের আর্জি

নয়ারহাট, ৮ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দুগুড়ির বাসিন্দা রতন বর্মন বিগত কয়েক মাস ধরে প্যানক্রিয়াসের সমস্যায় ভুগছেন। বছর ১৯-এর রতন বর্তমানে শয্যাশায়ী।

চিকিৎসকরা অপারেশন করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশনের খরচ কী করে জোগাড় হবে তা নিয়ে রতনের বাবা-মা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। রতনের মা জ্যোৎস্না বর্মন ছেলের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর আশা নিশ্চয়ই কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। পরিবারের যোগাযোগ নম্বর : ৯০৪৬৬২০৯৮৯।

রতন জানান, মাস সাতেক আগে হঠাৎ একদিন তাঁর পেটে ব্যথা ও গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয়। নয়ারহাটের এক চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় এরপর তাঁকে শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখানো হয়। সেখানেই তাঁর প্যানক্রিয়াসে পাথর ধরা পড়ে।

রতন পানিগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র। সেই স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্য সঞ্জয়কুমার বর্মন বলেন, 'স্কুলের তরফে সাধ্যমতো রতনকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। অন্যদেরও এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত।'

রতনের বাবা সামান্য প্রান্তিক চাষি। অপারেশনের জন্য এত টাকা খরচ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা করবেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

অসুস্থ রতন বর্মন।

> স্কুলের তরফে সাধ্যমতো রতনকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। অন্যদেরও এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত।
>
> **সঞ্জয়কুমার বর্মন** *সদস্য, পানিগ্রাম হাইস্কুল পরিচালন কমিটি*

পচাগড়ে উচ্ছেদ অভিযানের বিজ্ঞপ্তি

কৃষক বাজারে দালালচক্র ভাঙার উদ্যোগ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৮ অগাস্ট : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক বাজারে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ জারি করল কোচবিহার জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি (আরএমসি)। আরএমসি সচিব দেবনাথ মণ্ডলের স্বাক্ষরিত এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনুমতি ছাড়া কৃষক বাজারের স্টলগুলি ১৯ অগাস্টের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। নির্দেশ না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহকুমা শাসক নভনীত মিত্তাল বলেন, 'অবৈধ দোকানগুলো নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করা হবে। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আরএমসি-র এই সতর্কবার্তা।'

পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মোড়ের কাছে কৃষি ফার্মের এই জমিতে ২০১১ সালে আধুনিক ব্যবস্থা সহ একটি বাজার তৈরি করা হয়। তৈরি হয় ধান, মাছমাংস বিক্রির শেড, ২২টি সরকারি স্টল, নিরাপত্তারক্ষীর ঘর এবং ওয়েব্রিজ। কিন্তু উদ্বোধনের পরও দীর্ঘদিন বাজার কার্যত অচল ছিল। করোনা অতিমারির সময় শহরের সবজি বাজার এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকেই ছবিটা বদলায়। অভিযোগ, সেই সময় থেকেই আরএমসি-র অনুমতি ছাড়াই একের পর এক দোকান তৈরি শুরু হয়। বর্তমানে গোটা বাজার চত্বর ও রাস্তার ধারে তৈরি হয়েছে ১১৫টি বেআইনি স্টল। এই দোকানগুলো তৈরির অনুমতি দিতে একটি দালালচক্র টাকাপয়সার লেনদেন করে বলে অভিযোগ।

কৃষক বাজারে আরএমসি'র অনুমতি ছাড়া বিকিকিনি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মন বলেন, 'কৃষক বাজার আরএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে কোনও বেআইনি নির্মাণ হলে তা দেখার দায়িত্ব আরএমসিরই।'

এই অবৈধ দখলের জেরে সমস্যায় পড়েছেন কৃষিপণ্য বিক্রি করতে আসা কৃষকরা। জোরপাটকির অনিল বর্মন ও কুর্শামারির রমজান আলি জানান, বাজারে অবৈধ দোকানপাটে ভরে যাওয়ায় বসার জায়গা নেই। শেডের অভাবে রোদ-বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নীচে পণ্য বিক্রি করতে হয়। সম্প্রতি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা রমেন প্রামাণিক সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে সরব হন। অভিযোগের জেরে প্রশাসন বাজার পরিদর্শন করে।

Notice Inviting e-Tender

Name of the work : Civil Work in under Tufanganj Municipality area. NIT No. TUFANGANJ/04/2025-26 ID : 2025_MAD_889154 _1, 2025_MAD_889154_ 2, Memo No-712, dt. 08.08.2025. Start date of dropping tender-05.00 P.M. on 11.08.2025 to last date of dropping tender 05.00 P.M. on 26.08.2025. Tender opening date at 12.00 noon on 29.08.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal **http://wbetenders.gov.in**

**Sd/- Chairman,
Tufanganj Municipality
PO-Tufanganj, Dist-Cooch Behar**

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৫৩ অফ ২০২৫, তারিখ: ০৪-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এডিইএন/ডিমাপুরের আওতাধীন রাস্তা এবং ড্রেন মেরামত সহ এলসি গেটের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ২,৪৫,৩৬,৮২২.২৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৮-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাসি দিয়ে গ্রাহকের সেবায়

Tender Notice for Handling Contractor

Sealed e-tenders are invited for the engagement of Handling Contractor at Govt. Food Storage Godown, Cooch Behar. Interested bidders may submit their bids online at **http://wbtender.gov.in.** For detailed information, please visit our office at Debi Bari, Ward : 19, 1st floor of Khadya Bhavan, Cooch Behar.

**Sd/- District Controller
Food & Supplies, Cooch Behar**

হাওড়া ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য পূর্বের নিয়ন্ত্রিত ট্রেনগুলি পুনর্বহাল

হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে উক্ত কাজটি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত **স্থগিত** করা হয়েছে। তদনুযায়ী, পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে ট্রেনগুলি বাতিল/পথ পরিবর্তন/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/পুনর্নির্ধারণ/নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল সেগুলি **পুনর্বহাল করা হয়েছে** ও ঐ ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
(A UGC Recognized Public University founded in 2012)

Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar - 736101, West Bengal, India
Website : www.cbpbu.ac.in, Email ID : admission@cbpbu.ac.in

ADMISSION NOTIFICATION
M.A./M.Sc./M.Com./BLIS/LL.M/M.A. Courses (Self-Finance) for the Year 2025-26

Commencement of Online Application	08.08.2025
Last date of Online Application	20.08.2025

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Ref. No.: F194.VI/REG/1168-25
Date : 07.08.2025

For online application click on : https://admission.cbpbu.ac.in/

ক্রেতা সেজে টোটো চোর পাকড়াও

বক্সিরহাট, ৮ অগাস্ট : টোটো চুরি করে তা বিক্রি করতে এসে বিপাকে চোর। ক্রেতা সেজে চোরাই টোটো উদ্ধারের পাশাপাশি চোরকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বক্সিরহাট বাজারে। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, নুর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে অসমের ছোট গুমার বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বক্সিরহাটের শিলঘাগরির বাসিন্দা ধনেশ্বর বর্মন পেশায় একজন টোটোচালক। মঙ্গলবার রাতে বাড়িতেই টোটো চার্জে বসিয়ে সকলে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে উঠতেই টোটো চুরির বিষয়টি আবিষ্কার করেন। বুধবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্তে নেমে চোরের সন্ধান পায় পুলিশ। প্রমাণ জোগাড় করতে এদিন ক্রেতা সেজে বক্সিরহাট বাজারে সাদা পোশাকে ওঁত পেতে থাকে পুলিশ। নুর বাজারে এসে টোটোর দরদাম করার সময় টোটো সমেত হাতেনাতে তাঁকে পাকড়াও করা হয়।

টোটো পাওয়া গিয়েছে শুনে এদিন থানায় যান ধনেশ্বর। তাঁর কথায়, 'টোটোর উপার্জনের টাকায় গোটা পরিবার চলে। উপার্জনের একমাত্র উৎস চুরি যাওয়ায় ঋণের কিস্তি, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। পুলিশকে ধন্যবাদ।'

শ্মশানের বেহাল দশা খারুভাঁজে

সাহেবগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের খারুভাঁজ এলাকার শ্মশানটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খারুভাঁজ মৌজার অন্তর্গত তিনটি গ্রামের বাসিন্দার ভরসা এই শ্মশানটি। সেই শ্মশানের দুটি চুল্লি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। চুল্লি দুটির ওপর নেই কোনও শেড। ফলে বর্ষা-বাদলের দিনে ভোগান্তি হয় শ্মশানযাত্রীদের। শ্মশানযাত্রীদের জন্য একটি প্রতীক্ষালয় থাকলেও, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা।

এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'শ্মশান নিয়ে বাসিন্দাদের অভিযোগের কথা শুনেছি। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা শ্মশানটি পরিদর্শন করে এসেছেন। খুব দ্রুত এই শ্মশান সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে।'

খারুভাঁজ এলাকার বাসিন্দাদের এই শ্মশান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। শ্মশানের দুটি চুল্লিরই বেহাল দশা। ফলে সৎকারের কাজে অসুবিধা হয়। শেড না থাকায় বৃষ্টি হলে ভিজে যায় কাঠ। এই অবস্থাতেই এলাকার বাসিন্দাদের দিনের পর দিন দেহ সৎকার করতে হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা সুবলচন্দ্র মোদক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই শ্মশানের এই অবস্থা। চুল্লি ভাঙা, শ্মশানের আশপাশও পরিষ্কার করা নেই। প্রতীক্ষালয় থাকলেও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।' তিনি অবিলম্বে শ্মশান সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন।

জলঢাকায় দেহ উদ্ধার

গোপালপুর, ৮ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাখাওয়া এলাকায় জলঢাকা নদী থেকে শুক্রবার এক তরুণের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম অমিত মণ্ডল (২৫)। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব দুরামারি গ্রামে। স্থানীয়রা নদীতে দেহ ভেসে আসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তি।। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

প্রতিবাদে বিক্ষোভ নাগরিক কমিটির

রেলের আন্ডারপাস যেন মৃত্যুকূপ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : একদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে হাঁটুসমান জল। সবমিলিয়ে চরম দুর্ভোগ। আর প্রতিদিন তুফানগঞ্জ-দিনহাটা রাজ্য সড়কে আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়ার সময় ওই দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান চেয়ে শুক্রবার প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখায় দক্ষিণ ঘোঘারকুঠি নাগরিক কমিটি।

নাগরিক কমিটির সম্পাদক অশ্বিনীকুমার বর্মনের কথায়, 'অপরিকল্পিতভাবে টিনের ছাউনি দিয়ে আন্ডারপাস তৈরি করে রেল কর্তৃপক্ষ। আন্ডারপাসের ভেতরের রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সারা বছর সেখানে হাঁটুসমান জল জমে থাকছে। সমস্যা সমাধানের দাবিতে আমরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছি।'

এদিকে তুফানগঞ্জ-১ বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং বলেন, 'আমার কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ এলে আমি বিষয়টি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

তুফানগঞ্জ দেওচড়াই মোড় থেকে দিনহাটা সংযোগকারী পাকা রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে তুফানগঞ্জ থেকে কোচবিহার যাওয়ার রেলপথ। প্রথমদিকে, রেলগেট পার হয়ে যাতায়াত করতে হত নিত্যযাত্রীদের। পরবর্তীতে সেখানে আন্ডারপাস তৈরি করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। সেই আন্ডারপাস নিয়ে সমস্যা ছিল আগে থেকেই। আন্ডারপাসটি তৈরির সময় থেকেই বারবার স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানান। কিন্তু স্থানীয়দের বিক্ষোভে পাত্তা দেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। এখন সামান্য বৃষ্টিতেই আন্ডারপাসে প্রায় চার ফুট জল জমছে। সমস্যা মেটাতে বছর তিনেক আগে রাজ্য সড়ক থেকে শুরু করে রেল অবরোধেও শামিল হয়েছিলেন বাসিন্দারা।

সেই আন্দোলনের পর রেল কর্তৃপক্ষের তরফে টিনের শেড তৈরি করে দেওয়া হয়। তবে তাতেও জল জমার সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, বর্তমানে সারা বছর আন্ডারপাসে জমে থাকছে হাঁটুসমান জল। আর টিনের শেডের জন্য দিনেরবেলাতেও অন্ধকার থাকছে আন্ডারপাসের রাস্তায়।

জমা জল ও অন্ধকারে প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন নিত্য পথযাত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে আন্ডারপাসের রাস্তা সংস্কার ও পর্যাপ্ত আলোর দাবিতে এদিন আন্ডারপাসের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ওই কমিটির সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'তুফানগঞ্জ-দিনহাটার রাস্তায় আন্ডারপাসটি মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনও আলো নেই, রাস্তার অবস্থা বেহাল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহন যাতায়াত করে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

হস্তক্ষেপ দাবি

- আন্ডারপাস নিয়ে সমস্যা ছিল আগে থেকেই
- আন্ডারপাসটি তৈরির সময় থেকেই বারবার স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানান
- স্থানীয়দের বিক্ষোভে পাত্তা দেয়নি রেল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ
- এখন সামান্য বৃষ্টিতেই আন্ডারপাসে প্রায় চার ফুট জল জমছে
- টিনের শেডের জন্য দিনেরবেলাতেও অন্ধকার থাকছে আন্ডারপাসের রাস্তায়

হলদিবাড়িতে অসন্তোষ শহর লাগোয়া গ্রামের

পুর এলাকা বাড়ল না

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৮ অগাস্ট : পুর এলাকা সম্প্রসারণের দাবি পূরণ করতে শাসকদলের পুর বোর্ড ব্যর্থ। প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে পুর নাগরিক হওয়ার আশায় প্রস্তাবিত গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের দিন কাটছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, 'প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পুর কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। প্রস্তাবিত গ্রামীণ এলাকার এলআর খতিয়ান সহ জমির কাগজপত্র জোগাড় করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া বেশ কয়েকটি এলাকার জমির দাগ নম্বর নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এর জেরে এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হয়েছে। তবে শীঘ্রই এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসন এবং রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে।'

তৃণমূলের পুর বোর্ড গঠনের পর পুর প্রশাসন কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি শহর সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেয়। এজন্য বর্তমান পুর বোর্ড ২০২২ সালের জুন মাসে শহরের উপকণ্ঠে থাকা বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। তাতে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন ১২৭, ১২৬ ও ১২৯ নম্বর বুথ, বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৫ ও ১০৬ নম্বর বুথ এবং দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫০ ও ১৪৮ নম্বর বুথ এলাকা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেবিষয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সম্মতিও আদায় করা হয়। কিন্তু তারপরেও কাজ এগোয়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাসের কথায়, 'পুর এলাকা বাড়লে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। পাশাপাশি আয়তন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে পুরসভার মানোন্নয়নে সরকারি আর্থিক বরাদ্দ বাড়বে, যা পুরবাসীকে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার পুরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম হলদিবাড়ি পুরসভা। এটি ১৯৮৪ সালের ২৬ নভেম্বর গঠিত হয়। হলদিবাড়ি ব্লকের ৩.৬১ বর্গকিমি এলাকা নিয়ে পুরসভাটি গঠিত। বর্তমানে ১১টি ওয়ার্ডবিশিষ্ট এই পুরসভার জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এর মধ্যে ১৩ হাজার ৬০০ জন ভোটার আছেন। প্রস্তাবিত নতুন এলাকা সংযুক্ত হলে ছয়টি নতুন ওয়ার্ড বৃদ্ধি পাবে। তখন ওয়ার্ড সংখ্যা হবে ১৭টি। সেইসঙ্গে আরও প্রায় পাঁচ হাজার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পুর এলাকার আয়তনও প্রায় দ্বিগুণ হবে।

এদিকে পুর এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রস্তাবিত পুর বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রভাব দেখা দিয়েছে। বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশান্ত সরকারের মতে, বর্তমান পুর বোর্ড উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এলাকা বৃদ্ধি পেলে নাগরিক পরিষেবা বিপর্যস্ত হবে। এছাড়া পুর বাসিন্দা হলে বাড়ি তৈরির জন্য যেমন বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করতে হয়, তেমনি বিভিন্ন রকমের ট্যাক্স দিতে হবে।

অন্যদিকে, উত্তর বড় হলদিবাড়ির প্রস্তাবিত এলাকার বাসিন্দা বুবাই সরকারের বক্তব্য, 'এলাকাটি পুরসভার সঙ্গে সংযুক্ত হলে রাতারাতি জমির দাম বৃদ্ধি পাবে। নিকাশিনালা সহ পথবাতি লাগানো হবে। সরকারি আবাসের ছাদ পেটানো ঘর তৈরির টাকা মিলবে। এছাড়া বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে।'

সর্দারপাড়ার এই এলাকাটি পুর এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়।

> প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পুর কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। বেশ কয়েকটি এলাকার জমির দাগ নম্বর নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে শীঘ্রই এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসন এবং রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে।
>
> **অমিতাভ বিশ্বাস**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভা*

সেরার শিরোপা

সাহেবগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : কোচবিহার জেলায় প্রথম আবর্জনামুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হল দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। শুক্রবার বাসন্তীরহাট কুমুদিনী উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ঘোষণাটি হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিত্রা বর্মন প্রমুখ।

বৃক্ষরোপণ

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ অগাস্ট : বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল ঘোকসাডাঙ্গা ক্লাব। শুক্রবার ক্লাবের পক্ষে সোমনাথ দত্ত জানান, সদ্য প্রয়াত সৌভিক ভৌমিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুইদিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ৩১ অগাস্ট ক্লাব প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির হবে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চামটা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সোনাই দাস পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তি ও নৃত্যে পারদর্শী।

আজকের অমল।। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন স্মরন্যা দাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফালাকাটা শহরে ফের হাতি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৮ অগাস্ট : লাগাতার হাতির হানায় অতিষ্ঠ ফালাকাটা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার রাতেও একদল হাতি শহরের আশুতোষপল্লি, চুয়াখোলা এবং গোপনগর এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। এদিন হাতির হানায় গোপনগরে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। এলাকার জমির ফসল, গোয়ালের ক্ষতি করেছে হাতি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে প্রতি সপ্তাহেই শহরে হাতি আসছে। ফসলের পাশাপাশি ঘরবাড়িও ভেঙে দিচ্ছে। আর বন দপ্তর কোনও ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

বন দপ্তরের জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'কুঞ্জনগর থেকে হাতি যে বের হতে পারে আমরা আগাম তা জানিয়ে দিচ্ছি। এমনকি হাতি যাতে ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য আমাদের টিমও নিয়মিত টহল দিচ্ছে।' সেইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, যদি কারও ক্ষতি হয়ে থাকে বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করলে অবশ্যই তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। ফালাকাটা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিনুরানি গোপ বলেন, 'কয়েক মাস ধরেই কুঞ্জনগর থেকে হাতির দল একেবারে আমার ওয়ার্ডে চলে আসছে। ফসল সহ ঘরবাড়িরও ক্ষতি করছে। আমরা বন দপ্তরকে অনুরোধ করেছি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হাতি না আসার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ করতে। সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে চুয়াখোলা-আশুতোষপল্লি দিয়ে একদল হাতি শহরে প্রবেশ করে। কুঞ্জনগর থেকে ৫ থেকে ৭টি হাতি আশুতোষপল্লি দিয়ে সোজা গোপনগর এলাকায় ঢুকে পড়ে। ওই এলাকার বাসিন্দা সুবোধ গোপ এবং পরিমল গোপের বাড়ির গোয়ালে রাখা গোরুর খাবার খেয়ে নেয়। গোয়ালের ক্ষতিও করেছে। ওই এলাকারই একটি পাকা বাড়ির দেওয়ালেও হাতি আঘাত করে। এর পরেই দলটি জমিতে লাগানো ধান সাবাড় করতে শুরু করে। স্থানীয়রা বন দপ্তরে খবর দেওয়ার আগেই অবশ্য বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে চলে আসেন বলে জানা গিয়েছে। পরে বনকর্মীদের উদ্যোগেই হাতিগুলিকে কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনের পথ বেহাল

জলভর্তি খানাখন্দে ভোগান্তি

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ অগাস্ট : দিনদুয়েক আগে পদাতিক এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা থেকে নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে নামেন উছলপুকুরির বাসিন্দা অনিমেষ রায়। স্টেশনে নেমে দাদার সঙ্গে তিনি বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় রাস্তার বড় বড় জল জমা গর্তে বাইক কাত হয়ে লাগেজ নিয়ে দুজনই পড়ে যান। ভেজা গায়ে কাদামাখা অবস্থায় ২৫ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হয় তাঁদের। সেই থেকে ধুম জ্বর। নিউ চ্যাংরাবান্ধার নাম শুনলেই এখন শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের চোরাস্রোত বয়ে যাচ্ছে অনিমেষের।

এশিয়ান হাইওয়ে থেকে নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশনে প্রবেশের রাস্তাটির দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে কার্যত পুকুরের রূপ নিয়েছে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়দের দাবি জোরালো হচ্ছে।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'সমস্যার কথা জানি। আমি রেলমন্ত্রকের কাছে রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। তবে আজ পর্যন্ত পদক্ষেপ করা হয়নি। পুনরায় আবেদন জানাব।' ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা রায়ের কথায়, 'পঞ্চায়েতের একার পক্ষ থেকে এই কাজ করা অসম্ভব। এলাকাবাসীকে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে রাস্তার কাজের জন্য অভিযোগ জমা করতে বলেছি। চেষ্টা করব সমস্যার সমাধানের।'

নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনটি মেখলিগঞ্জ ব্লকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোজ প্রচুর সংখ্যক মানুষ ট্রেন ধরতে আসেন। এলাকাটিও যথেষ্ট ঘনবসতিপূর্ণ। স্টেশন সংলগ্ন জায়গায় রেলের তরফে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ওই ৫০০ মিটার রাস্তায় দুর্ভোগের অন্ত নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা আমিনা খাতুনের কথায়, 'ছোটদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি। রাস্তার গর্তগুলো দিন-দিন বড় হয়ে যাচ্ছে। কখন জলে পড়ে যাবে ভেবে ভয় পাই।'

ব্যবসায়ী গোপাল সাহা বলেন, 'ব্যবসার কাজে প্রায়ই আমাকে বাইরে যাতায়াত করতে হয়। ব্লকের বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য বাইরে যান। সবাইকেই স্টেশনে আসতে হয় এই রাস্তা দিয়ে। দ্রত রাস্তাটি মেরামত করা প্রয়োজন।'

গর্তে ভরা নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশনের প্রবেশপথ আতঙ্কের অপর নাম।

> সমস্যার কথা জানি। আমি রেলমন্ত্রকের কাছে রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। তবে আজ পর্যন্ত পদক্ষেপ করা হয়নি। পুনরায় আবেদন জানাব।
>
> **পরেশচন্দ্র অধিকারী**
> *মেখলিগঞ্জের বিধায়ক*

কৃষক বাজারে হাট বসানোর দাবি কৃষকদের

মেখলিগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উদ্বোধন হওয়া কৃষক বাজারে হাট বসানোর দাবি তুললেন কৃষকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, কৃষক বাজারে হাট হলে বেশিরভাগ কৃষক উৎপাদিত ফসল নিয়ে বিক্রি করতে এখানে আসবে। কৃষকরা কিছুটা বেশি দামে নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার সুযোগ পাবেন। মেখলিগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'এই বিষয়ে ব্লকের কৃষি অধিকর্তা ও আমাকে কৃষকরা লিখিতভাবে জানালে বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।'

মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা সড়কের পাশে প্রায় ১১ বছর আগে অত্যাধুনিক কৃষক বাজারের উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনের একবছর পর বাজার চালু হয়। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের তরফে সপ্তাহে দু'দিন পাট, তামাকের হাট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সেই হাট। বছরের অধিকাংশ সময় রীতিমতো শুনসান পড়ে থাকে এই কৃষক বাজার। কোচবিহার জেলার সীমান্ত ঘেঁষা মহকুমা মেখলিগঞ্জ মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা। এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপক পরিমাণে পাট, তামাক চাষ করা হয়। এই চাষ কৃষকদের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এর ওপর কৃষকদের পরবর্তী চাষ অনেকাংশেই নির্ভর করে। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও শহরের বিচ্ছিন্নভাবে পাট, তামাক হাট বসে। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে হওয়ার ফলে বাইরের পাইকাররা সব হাটে উপস্থিত হতে পারেন না। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েন কৃষকরা।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক মকসেদুল হক বলেন, 'কৃষক বাজারে পাট, তামাক হাট বসলে স্বাভাবিকভাবেই বাইরের পাইকাররা আসবে। চাহিদা বাড়বে। ফলে কৃষকরা কিছু বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে।' একই সুর শোনা গিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক রতন রায়ের গলাতেও। তিনি বলেন, 'ভোটবাড়িতে কৃষকদের সুবিধার্থেই কৃষক বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। সেটা কৃষকদের কাজে আরও বেশি করে আসা উচিত। কৃষক বাজারের পরিকাঠামোগত দিকের জন্য অনেকটা জায়গা থাকায় কৃষকদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে গিয়ে সমস্যাতেও পড়তে হবে না।'

> এই বিষয়ে ব্লকের কৃষি অধিকর্তা ও আমাকে কৃষকরা লিখিতভাবে জানালে বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।
>
> **অরিন্দম মণ্ডল**
> *বিডিও, মেখলিগঞ্জ ব্লক*

রাখিতে বাঁধা হাতি-মাহুতের ভালোবাসা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৮ অগাস্ট : এ যেন নিখাদ ভালোবাসার গল্প। গরুমারার মেদলা পিলখানার মাহুত বাবলু রায় অসুস্থ থাকায় দিনকয়েক কাজে আসেননি। তাই তাঁর দেখভালে থাকা কুনকি হাতি অরণ্য সেই ক'দিন খাবার তো দূরের কথা, জল পর্যন্ত নাকি ছোঁয়নি। গরুমারার আরেক কুনকি হাতি ডায়না বছর দুয়েক আগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার মাহুত রামবাহাদুর ভুজেল তো চারদিন ধরে পিলখানাতেই পড়ে ছিলেন বাড়িঘর ভুলে। হাতি-মানুষের এমন সম্পর্কের স্বীকৃতি দিতেই মেদলার পিলখানায় হাতিদের রাখি পরালেন তাদের মাহুতরাও। শুক্রবার রাখিপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পরিবেশপ্রেমীদের উদ্যোগে এই রাখিবন্ধনের আয়োজন করা হয়েছিল মেদলার পিলখানায়। সেখানেই হাতিদের রাখি পরিয়ে দিয়ে তাদের প্রিয় খাবার খাওয়ানো হয়। হাতিদের পাশাপাশি রাখি পরানো হয় তাদের মাহুতদেরও।

ডুয়ার্সের জলদাপাড়া বা গরুমারায় কুনকি হাতির হামলায় মাহুত বা পাতাওয়ালার মৃত্যুর একাধিক ঘটনা রয়েছে। তবু, হাতি ও তার মাহুতের মধ্যে যে অকৃত্রিম বন্ধন রয়েছে, তা মাহুতদের কেউই অস্বীকার করেন না। গরুমারায় থাকা ২৮টি কুনকি হাতির দায়িত্বে থাকা মাহুত ও পাতাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের হাতিদের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার প্রমাণ বারবার মিলেছে।

২০১৩ সালে ঝাড়গ্রাম থেকে রাজা নামের একটি হাতিকে গরুমারায় আনা হয়েছিল। সেই থেকে রাজার মাহুতের দায়িত্বে রয়েছেন দিলীপ বর্মন। মাঝে দিলীপ অসুস্থ হওয়ায় তাঁর জায়গায় সেলিম ওরাওঁকে রাজার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজের মাহুতকে সামনে না পেয়ে বেজায় চটে গিয়েছিল রাজা। তাকে শান্ত করতে অসুস্থ অবস্থায় আসতে হয়েছিল দিলীপকে।

বিশিষ্ট হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া বলেন, 'হাতিরা অত্যন্ত সংবেদনশীল। কারও সঙ্গে একবার সম্পর্ক তৈরি করলে তা কোনওভাবেই তারা ভাঙতে রাজি হয় না।' মাহুত ও হাতিদের এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে বছর কয়েক ধরেই পরিবেশপ্রেমীদের তরফে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে গরুমারায়। শুক্রবার বিকেলেও এমনই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় মেদলার পিলখানায়। অনুষ্ঠানের আয়োজক অভিযান সাহা, মানবেন্দ্র দে সরকার, মোহাম্মদ কালামরা এদিন যে শুধু হাতি ও মাহুতদের রাখি পরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, হাতিদের জন্য ছিল তাদের প্রিয় খাবার কলা ও আখ। মাহুতদেরও রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক অনির্বাণ মজুমদার জানান, তাঁরা বিগত সাত বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করে আসছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মাহুত শ্যামল বর্মন, দিলীপ বর্মনরা জানান, তাঁদের দায়িত্বে থাকা হাতিরা তাঁদের পরিবারেরই সদস্য। এদিকে, রাখি পরে শুঁড় নাড়তে নাড়তে গরুমারার আমোনা, ডায়না, অরণ্যরা যেন জানিয়ে দিল, এই উৎসবে তারাও বেজায় খুশি।

রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে গরুমারার কুনকিদের। শুক্রবার।

মেট্রোর প্ল্যান

শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে ট্র্যাক পরিবর্তনের জন্য রিভার্সাল পয়েন্ট তৈরির পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজও শুরু হবে শীঘ্রই।

চন্দ্রের বিচার

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য ইডিকে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ইতিমধ্যেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছে।

গাড়ির রুট

পুজোর আগে পণ্যবাহী গাড়ির জন্য নতুন রুটম্যাপ তৈরি করল কলকাতা পুলিশ। দুপুরে বম্বে হাইরোডের দিকে ছোট, বড় পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে প্রবেশ আপাতত করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আটক যাত্রী

ভুয়ো নথি নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আটক হলেন এক যাত্রী। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের পাসপোর্ট। জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

কবে সাসপেনশন, চিঠি মুখ্যসচিবকে

আলোচনায় মীমাংসার বার্তা রাজ্যপালের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে ৪ সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ কবে কার্যকর হবে এবং তা নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান কী, তা জানতে চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এদিকে সাসপেনশন নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই রাজ্যপাল বিষয়টি সহমতের ভিত্তিতে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করলেন। যদিও কমিশনের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা ও এসআইআরের জন্য এদিনও তোপ দেগেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে রাহুল গান্ধির দাবিকে সমর্থন করে অভিষেক বলেছেন, 'কমিশন নিশ্চয়ই কিছু লুকোতে চাইছে। তাই যে কাজ করতে দু'বছর লাগে, সেটা আপনি এক-দুমাসে কীভাবে করবেন?'

মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটার তালিকা থেকে একজনেরও নাম কাটা যাবে না। সুর চড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, 'একজন বাঙালির নাম কাটা গেলে একলক্ষ বাঙালিকে নিয়ে কমিশন ঘেরাও করব।'

রাজ্যে এসআইআর শুরুর আগেই কমিশন বনাম তৃণমূলের সংঘাতে রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। এরই মধ্যে এসআইআর নিয়ে আজ রাজ্যপাল সহমতের বার্তা দিলেন।

রাজ্যপাল বলেছেন, 'রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশন দু-পক্ষই যথেষ্ট পরিণত। এসআইআর নিয়ে কারও ভিন্নমত থাকতেই পারে। সহমতের ভিত্তিতে তার নিরসন হওয়া দরকার।' শুধু এসআইআরের ক্ষেত্রেই নয়, ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে কমিশনের কোপে পড়া সরকারি আধিকারিকদের শাস্তির বিষয়েও এদিন সহমতেরই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল বলেছেন, 'সুষ্ঠুভাবে এসআইআর করতেই হবে। বিষয়টি সহমতের ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত।' রাজ্যপাল যখন বিষয়টি আপসে মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন, তখন জাতীয় নির্বাচন কমিশন কিন্তু যথেষ্ট কড়া মনোভাবই দেখাচ্ছে। শুক্রবার সাসপেন্ড হওয়া দুই ইআরও ও দুই সহকারী এইআরও-র বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কেন পদক্ষেপ করেনি, চিঠি দিয়ে কার্যত তার কৈফিয়ত তলব করেছে কমিশন। বারুইপুর পূর্ব ও ময়নার চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

পরের দিনই ঝাড়গ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, কমিশনের নির্দেশমতো তিনি কোনও কাজ করবেন না। এরপরই বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনে পালটা অভিযোগ জানায় বিজেপি। এরপরই এদিন চিঠি পাঠিয়ে ১১ অগাস্টের মধ্যে রাজ্যের অবস্থান কমিশনকে জানানোর নির্দেশ দিল।

ভোটকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : নির্বাচন কর্মীদের গণ হারে ভাতা বাড়াল কমিশন। এদিন কমিশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, কাউন্টিং সুপারভাইজার, মাইক্রো অবজারভার সহ সর্বস্তরের নির্বাচন কর্মী ও নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের ভাতা বাড়ানো হল। সর্বশেষ ভাতা বৃদ্ধি হয়েছিল ২০১৪ সালে। অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর বাদে কমিশন এক ধাপে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত আধিকারিক, সাধারণ নির্বাচন কর্মী ও বাহিনীর ভাতা বাড়াল।

নবান্ন অভিযান করা নিষেধ

তবে ফের রাত দখল

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : নবান্ন ও কালীঘাট অভিযান নৈব নৈব চ। শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। তার পরিবর্তে দুটি বিকল্প জায়গা পুলিশের তরফে ঠিক করে দেওয়া হল। নিয়ম না মানলে বা বিধিনিষেধ অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেই জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই অভিযানের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের কাছে কোনও লিখিত আবেদন আসেনি। পুলিশ সমাজমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যম থেকে যা জানতে পেরেছে তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করেছে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হলে তাঁদের বাধা দেওয়ার কিছু নেই কিন্তু আন্দোলন হিংসাত্মক হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার। এদিনই রাত দখলের ডাক দেয় অভয়া মঞ্চ। দিনভর বিভিন্ন সংগঠনের তরফে কর্মসূচি রাখা হয়েছে।

এদিন হাইকোর্টের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'আদালতের পর্যবেক্ষণে রয়েছে, প্রতিবাদ করা মৌলিক অধিকার। কিন্তু নবান্ন স্পর্শকাতর এলাকা। সেখানে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি থাকে। তাই কোনওভাবেই জমায়েত করতে দেওয়া যাবে না।'

হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠীর বক্তব্য, 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের জন্য আবেদন করুন। কোথা থেকে কত লোক কীভাবে আসবেন তা আগে থেকে জানান।' শনিবার পুলিশি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকছে। ইতিমধ্যেই নবান্নমুখী বিভিন্ন রাস্তায় কড়া পুলিশি প্রহরা ও ব্যারিকেড বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাঁতরাগাছি ফোরশোর রোড, জিটি রোড লাগোয়া হাওড়া ময়দান সহ একাধিক জায়গায় লোহার বিম ঢালাই করে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। সাঁতরাগাছিতে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম।

বছর ঘুরে গেলেও বিচার প্রক্রিয়ার টানাপোড়েনের মধ্যেই রয়েছে আরজি কর মামলা। এই আবহে ফের পথে নামছে জুনিয়ার চিকিৎসকরা সহ বিভিন্ন সংগঠন। শুক্রবার রাত ৯টায় কলেজস্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল মিছিলের কর্মসূচি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের। শ্যামবাজারে ভোর চারটে পর্যন্ত রাত জাগার কর্মসূচি রয়েছে। শনিবার আরজি করে ক্রাই অফ দ্য আওয়ার প্রাঙ্গণ, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিবাদী জমায়েতও ডাকা হয়েছে। এদিন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের তরফে কলেজস্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করা হয়।

শুক্রবার আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রতিবাদ মিছিল। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান অভয়ার বাবা-মায়ের

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার দেওয়া 'নারীশক্তি' পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে কলকাতায় ফিরেছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র দেখা পাননি তাঁরা। ফলে সিবিআই অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ফিরতে হয়েছে। শনিবার তাঁদের ডাকে নবান্ন অভিযান রয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেই কর্মসূচিতে 'না' জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে এই পরিবার। নির্যাতিতার বাবা জানিয়ে দিয়েছেন, যতই ব্যারিকেড দেওয়া হোক তাঁরা নবান্নে পৌঁছোবেন। দিল্লি থেকে ফিরে এসে সিবিআই ও রাজ্য প্রশাসনকে ফের দুষেছেন তাঁরা।

নির্যাতিতার বাবার দাবি, সিবিআইয়ের অধিকর্তা নিজেই বলেছেন এই মামলা ছেড়ে দেবেন। ওরা বোগাস। সিবিআইয়ের কাছে কোনও প্রশ্নের উত্তর নেই। আদালতের নির্দেশে যে সংস্থা তদন্ত করছে তাদের এই অবস্থান মেনে নেওয়া যায় না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ যাদের ওপর ভরসা করছে তারা কতটা বোগাস তা নিজের চোখে দেখলাম।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হওয়া নিয়ে তাঁরা দাবি করেন, 'সোমবার পর্যন্ত থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শনিবার আমাদের নবান্ন অভিযান রয়েছে। তাই সম্ভব হয়নি। অমিত শা পরে সময় দিলে অবশ্য আবার যাব।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন অভয়ার মা। তাঁর বক্তব্য, 'ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত কিছু নেব না।'

বৈঠক করে নির্দেশ বক্সির

বিধায়ক, সাংসদদের টাকা জলপ্রকল্পে

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের লক্ষ্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি করে জোর দেওয়া। তারই ফলশ্রুতি 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' এর মতো প্রকল্প। এবার পানীয় জলের সমাধানেও এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হল দলের বিধায়ক, সাংসদ ও জেলা পরিষদগুলিকে। শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নির্দেশ, জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের তহবিল থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ীই এই নির্দেশিকা এদিন জারি করলেন বক্সী।

সাংসদদের তহবিল থেকে ১ কোটি টাকা, বিধায়ক তহবিল থেকে ১০ লক্ষ ও জেলা পরিষদগুলিকে বার্ষিক বাজেটের ৫ শতাংশ পানীয় জল প্রকল্পের কাজে বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বিকাল ৪টে নাগাদ দলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, নেতা সমীর চক্রবর্তী ও বক্সীর তত্ত্বাবধানে এই ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগদান করেন দলের সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

দলের দাবি, কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার ফলে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই কারণেই সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের তহবিল ব্যবহার করে জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিতে উন্নয়ন আনতে চাইছে তারা। এদিনের বৈঠক থেকে আরও নির্দেশ, রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিয়ে বিধায়ক, সাংসদদের প্রচার চালাতে হবে। পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্পের জন্য নিয়মিত আবেদনপত্র গ্রহণ করতে হবে। ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

দলীয় বৈঠক থেকে অভিষেক আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের বাসিন্দাদের পাশে থাকার বার্তা তুলে ধরতে হবে দলকে। প্রমাণ করতে হবে, রাজ্যবাসীর বিপদে একমাত্র সাহারা জোড়াফুল। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন, দলের নির্দেশ মেনে জনমুখী প্রকল্পে কাজ করব। অবশ্য এই বিষয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'একদিকে রাজ্য সরকার ৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করছে, আবার অন্যদিকে পানীয় জল প্রকল্পে টাকা নেই বলে জনপ্রতিনিধিদের থেকে টাকা তুলছে। ওদেরকে বোঝা ভগবানের পক্ষেও সম্ভব নয়।'

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৩০ আমানত, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.১৫ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১১.০০ কুরুক্ষেত্র

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বস্তির মেয়ে রাধা, দুপুর ১.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৪৫ মেজ দিদি, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৪৫ রাখী পূর্ণিমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.০০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৯.৩৫ অভিমান, ১২.৩০ জানবাজ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালবাসা ভালবাসা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.১৫ স্পাইডার, ২.৪৪ খিলাড়ি ৭৮৬, বিকেল ৫.০৩ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ গীতা গোবিন্দম, রাত ৯.৫৯ ২.০

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৫ আদালত, বিকেল ৩.৪১ দোস্ত, সন্ধে ৭.০০ ববি

রাখী পূর্ণিমা রাত ১০.৪৫ জলসা মুভিজ

ভালবাসা ভালবাসা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

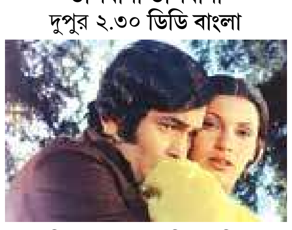

ববি সন্ধে ৭.০০ জি ক্লাসিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫৪ অগ্নি, বিকেল ৩.৫৭ ঘুমর, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৫ গুডবাই

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সন্ধে ৬.২৬ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভায় মহম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিশ্র ও বিমান বসু। শুক্রবার।

বুদ্ধ স্মরণে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণের এক বছর পূর্ণ হল। কিন্তু দলের তরফে এখনও তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কোনও উদ্যোগ নজরে না আসায় দুঃখিত বহু বামপন্থীই। তাঁর স্মৃতিতে কোনও পদক্ষেপই চূড়ান্ত করতে পারেনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তবে এ প্রসঙ্গে পরিবারের বক্তব্য, সবটাই দলীয় সিদ্ধান্ত। তাঁদের কাছে দলই ঊর্ধ্বে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুধুমাত্র রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা নয়, তাঁর বিচরণ ছিল সাহিত্য জগতেও। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাই তাঁর স্মৃতিতে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নিয়ে ওঠা হয়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা দলীয় সিদ্ধান্ত। দল কিছু ভেবে থাকলেও এখনও তা জানায়নি।' এদিন আড়ালেই তাঁর প্রয়াণ দিবস বাড়িতে পালিত হয়েছে।

সকাল থেকে দলীয় নেতারা বাড়িতে এসেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য বলেন, 'দলের তরফে অনেকে এসেছিলেন। তাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন।' এদিন সিপিএমের তরফেও তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

জয়েন্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবে রাজ্য

ফলপ্রকাশের দেরিতে হতাশ পড়ুয়ারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : ফের জটিলতা। ফের প্রশ্নের মুখে ৩ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরই জটিলতা তৈরি হয়েছিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই কথা জানিয়ে শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'হাইকোর্ট এমন রায় দেবে তা ভাবিনি। আজই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানো হবে।' রাজ্য আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলেও অনিশ্চয়তায় রাজ্যের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামনের সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নাম লেখাবার আশায় যে সমস্ত পড়ুয়া দিন গুনছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে।

শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাস, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর হাইকোর্টের অন্য ভাবনা যে হতে পারে, সেই ধারণা ছিল না। আশা করি, এই জটিলতার দ্রুত সমাধান হবে।' শীর্ষ আদালতের দিকে তাকিয়েই এখন দিন গুনছেন রাজ্যের পড়ুয়ারা। রাজ্য জয়েন্ট পরীক্ষার্থী স্পর্শা সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা ছিল। তবে সেই ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজিতে কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিচ্ছি।

গত এপ্রিলেই প্রকাশ পেয়েছিল জয়েন্ট মেইনস-এর ফলাফল। ইতিমধ্যেই স্পর্শার মতো অপেক্ষারত পড়ুয়াদের একাংশ রাজ্যের প্রতি আশা ছেড়ে দিয়ে অনেক বেশি অর্থের বিনিময়ে পাড়ি জমাচ্ছেন ভিনরাজ্যে।

আবার কিছু অংশ রাজ্যের ফলাফল বেরোনোর আশায় সামনের সারির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলেছেন। তাঁদের মধ্যেই একজন অর্চিস্মিতা চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য জয়েন্টের উত্তরপত্র প্রকাশের পর আমার নম্বর যোগ করে বুঝেছিলাম আমি যাদবপুরে ভর্তির সুযোগ পেলেও পেতে পারি।

তাই বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের মতো শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছি। রাজ্যের ব্যবস্থার ওপর এখন আর আমার ভরসা নেই। চলতি বছর বাদ দিয়ে আগামী বছর জয়েন্ট মেইনস-এর প্রস্তুতি নেওয়ার কথাই ভাবছি। এখন উচ্চশিক্ষা দপ্তর, রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ও আদালতের দিকে তাকিয়েই দিন গুনছেন রাজ্যের হতাশ পড়ুয়ারা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা (এনএফকে) ও কহলগাঁও (সিএলজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পে-ইউজ-০৮-২০২৫। **অকশন শুরু :** ২২.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন : (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-এনএফকে-টিওআই-৩-২৫-১; নিউ ফরাক্কা (এনএফকে)। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৫-১; কহলগাঁও (সিএলজি)। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-138/2025-26) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মাল্টি পার্পাস স্টল-এর জন্য চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মাল্টি পার্পাস স্টল-এর চুক্তি প্রদান কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। • **অকশন ক্যাটালগ নং :** এমপিএস-এমএলডিটি-৩১-২৫। • **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ২২.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। সিকোয়েন্স নং; লট নং./ক্যাটিগরি; স্টেশন : এএ/১; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-৮-২৫-১; ভাগলপুর। এএ/২; এমপিএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমপিএস-২৯-২৫-১; বারহারওয়া। এএ/৩; এমপিএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৯-২৫-১; সুলতানগঞ্জ। এএ/৪; এমপিএস-এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১; মুঙ্গের। এএ/৫; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-৯-২৫-১; ভাগলপুর। এএ/৬; এমপিএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমপিএস-১৩-২৫-১; মালদা টাউন। এএ/৭; এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩২-২৫-১; জঙ্গীপুর রোড। এএ/৮; এমপিএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমপিএস-১৫-২৫-১; নিউ ফারাক্কা। এএ/৯; এমপিএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমপিএস-১৬-২৫-১; জামালপুর। এএ/১০; এমপিএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমপিএস-২৪-২৫-১; সাহেবগঞ্জ। এএ/১১; এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস-২৭-২৫-১; হাঁসডিহা। এএ/১২; এমপিএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমপিএস-১৪-২৫-১; নিউ ফারাক্কা। এএ/১৩; এমপিএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৮-২৫-১; সুলতানগঞ্জ। এএ/১৪; এমপিএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-২০-২৫-১; সুলতানগঞ্জ। এএ/১৫; এমপিএস-এমএলডিটি-এসভিআরপি-এমপিএস-২৬-২৫-১; শিবনারায়ণপুর। এএ/১৬; এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস-২৮-২৫-১; হাঁসডিহা। এএ/১৭; এমপিএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমপিএস-৩০-২৫-১; নিমতিতা। এএ/১৮; এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩১-২৫-১; জঙ্গীপুর রোড। এএ/১৯; এমপিএস-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমপিএস-৩৩-২৫-১; ধুলিয়ান গঙ্গা। এএ/২০; এমপিএস-এমএলডিটি-এসএক্সপি-এমপিএস-৩৪-২৫-১; সাঁকোপাড়া। এএ/২১; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-৫-২৫-২; ভাগলপুর। এএ/২২; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-১০-২৫-১; ভাগলপুর। এএ/২৩; এমপিএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২২-২৫-১; বারিয়ারপুর। এএ/২৪; এমপিএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমপিএস-১২-২৫-১; মালদা টাউন। এএ/২৫; এমপিএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমপিএস-২৩-২৫-১; সাহেবগঞ্জ। এএ/২৬; এমপিএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমপিএস-২৫-২৫-১; পিরপৈঁতি। এএ/২৭; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-৬-২৫-২; ভাগলপুর। এএ/২৮; এমপিএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমপিএস-৭-২৫-২; ভাগলপুর। এএ/২৯; এমপিএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমপিএস-১১-২৫-১; মালদা টাউন। এএ/৩০; এমপিএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২১-২৫-১; বারিয়ারপুর। এএ/৩১; এমপিএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমপিএস-১৭-২৫-১; জামালপুর। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-139/2025-26) সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও বিকল্প উপার্জনের পরিকল্পনায় সফল হতে পারেন। অংশীদারী ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। **বৃষ** : শ্রম ও বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। পড়াশোনায় সাফল্য। **মিথুন** : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **কর্কট** : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় টাকাপয়সার বাধা কাটবে। **সিংহ** : কর্মপ্রার্থীদের নতুন চাকরির সুযোগ আসবে। শরীর ভালোমন্দ মিশিয়ে চলবে। **কন্যা** : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের শত্রুতা সত্ত্বেও পদোন্নতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। **তুলা** : যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক** : পৈত্রিক ব্যবসা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ বাড়বে। সড়কপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। **ধনু** : খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িতদের সাফল্য ও যশ বৃদ্ধি পাবে। চোখের অসুখে ব্যয় বাড়বে। **মকর** : খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **কুম্ভ** : উপার্জন বাড়লে খরচের বহর বাড়বে। পুরোনো কোনও ঘটনার জেরে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। **মীন** : উত্তেজনার বশে কাউকে কোনও কটুকথা বলে অনুশোচনা। জমিজমায় বিনিয়োগে লাভবান হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ শ্রাবণ, ৯ অগাস্ট ২০২৫, ২৩ শাওন, সংবৎ ১৫ শ্রাবণ সুদি, ১৪ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৪, অঃ ৬।১২। শনিবার, পূর্ণিমা দিবা ১।৪১। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৪৩। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৬।১০ পরে সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৪।৪০। ববকরণ দিবা ১। ৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।১৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৩।৪১ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১।৪১ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৬।৫১ মধ্যে ও ১।২০ গতে ২।৫৮ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৬।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।৫৮ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ১।৪১ মধ্যে দীক্ষা। বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে কুম্ভ ও মীনলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১।২১ গতে ৩।৩৫ মধ্যে মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্ব্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট এবং প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩১ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৫৯ গতে ১।৩২ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৮৩ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২

বল কমিশনের কোর্টে

ভোট চুরি সংক্রান্ত একাধিক তথ্যপ্রমাণ হাজির করে নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি এবং কমিশনের মধ্যে আঁতাতের গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন। নিজের দাবির সমর্থনে তিনি এমন বহু নথিপত্র পেশ করেছেন, যা এককথায় উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। রাহুলের দাবি, তাঁর পেশ করা তথ্যপ্রমাণ নির্বাচন কমিশনের নথি থেকেই পাওয়া। কমিশন সেই তথ্যসূত্র অস্বীকার না করলেও অভিযোগ মেনে নেয়নি।

সাংবাদিক বৈঠকে রাহুলের পেশ করা সমস্ত নথিপত্র হলফনামা আকারে জমা দিতে বলে কমিশন জানিয়েছে, নয়তো ভিত্তিহীন অভিযোগে মানুষকে বিভ্রান্ত করা বন্ধ করতে হবে বিরোধী দলনেতাকে। বিজেপিও একসুরে বলছে, রাহুলের দল যেখানে জয়ী হয়, সেসব রাজ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেসের পরাজয়ের জায়গাগুলিতে রাহুল সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন। বিবৃতি দিয়ে এসব বললেও ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রশ্ন এড়াতে পারছে না।

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে এমনিতেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ কমিশন। সাফাই যাই দিক না কেন, এসআইআর নিয়ে কমিশনের তৎপরতা নিয়ে মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন জাগছে। উদ্বেগও আছে। এনআরসি করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু ভোটার তালিকা এবং ভোটার কার্ডে গরমিল ও অনিয়ম হলে তার দায় কমিশনেরই। কিছু জানি না বলে কমিশন হাত তুলে দিতে পারে না।

ফলে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের মহাদেবপুরা বিধানসভা আসনে রাহুল যে ১,০০,২৫০ ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছেন, তার জবাব দেওয়ার দায় নিশ্চয়ই কমিশনের। নির্বাচন কমিশন আর গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে আগ্রহী নয়, বরং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে চায় বলে রাহুলের অভিযোগকে কমিশন এড়িয়ে যেতে পারে না।

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে ইদানীংকালে এসব প্রশ্ন নজিরবিহীন। কাঙ্ক্ষিতও নয়। কেননা, নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা। ফলে তাদের কাজকর্ম সন্দেহের চোখে দেখা হলে অবাধ ভোটের ধারণাটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতন্ত্রের জন্য অবাধ এবং নিরপেক্ষ ভোট জরুরি। সেখানে আপস করা হলে তা গণতন্ত্র এবং সংবিধানের জন্য সবথেকে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।

রাহুলের তোলা অভিযোগগুলি ভুল হলে নির্বাচন কমিশনের নিশ্চয়ই তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া উচিত। কেন ভুল, কোথায় ভুল, কোনটা ভুল ইত্যাদি সবিস্তারে জানানো গণতন্ত্রের স্বার্থেই জরুরি। রাহুল দেশের অন্যতম সাংবিধানিক পদাধিকারী। কাজেই তাঁর প্রশ্নগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উত্তর দেওয়া কমিশনের কর্তব্য। তাতে সাধারণ ভোটারদেরও সন্দেহের নিরসন হবে।

একদিনে ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের পর ভারতের সংবিধান তৈরি হয়েছিল। এই সংবিধান, গণতন্ত্রের ওপর আঘাত লাগার সম্ভাবনা তৈরি হলে সর্বশক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করা উচিত। নির্বাচন ব্যবস্থায় কখনও খুঁত বা ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে তার সংশোধনও দরকার।

রাহুলের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছে বিরোধী অধিকাংশ দলই। এরপর 'এসআইআর'-এর প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাওয়ের কর্মসূচিও রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিরোধীদের এই বেনজির সংঘাত দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক। এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর পথ কমিশনেরই খুঁজে নেওয়া উচিত।

নির্বাচন কমিশন দেশের শাসকদল বিজেপির বশংবদ হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠলে ভোট ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখা কঠিন। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন-বিজেপির একসুর বেরিয়ে আসায় আঁতাতের অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছেন না কেউ। ফলে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা তো বটেই, ভোট ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বল নির্বাচন কমিশনের কোর্টে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি রক্ষায় রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে দূরত্ব রাখা কমিশনের কর্তব্য।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

– শ্রীঅরবিন্দ

যে চিনকে আমরা চিনি না এখনও

আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিনে যাচ্ছেন। ভারত-চিন ভাই ভাই স্লোগান কি আর সম্ভব? বাস্তবে অনেক এগিয়ে চিন।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভারতীয়দের সম্পর্কে সাধারণ চিনাদের ধারণা কী?

চিনে বেশ কয়েক বছর কাটানো সাংবাদিক বন্ধু এখন তাইওয়ানে। তিনি যা বললেন তা শুনে অবাকই হলাম।

চিনাদের প্রাথমিক ধারণা, ভারতে কাস্ট সিস্টেম এখন মারাত্মক শক্তিশালী। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় হলেই চিনাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রশ্ন হয়, আপনি কোন জাতের মধ্যে পড়েন?

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া আরও মজার। আমরা যেমন ভাবি, গড়পড়তা চিনা মানেই আরশোলা, ব্যাং, সাপ, কেঁচো খেয়ে বেড়ান, ভারতীয়দের সম্পর্কে চিনাদেরও একটা প্রাথমিক ধারণা রয়েছে। তাঁরা ভাবেন, প্রচুর মশলা ও তেল খাবারে ব্যবহার করেন বলে ভারতীয়দের গায়ে দুর্গন্ধ। এবং শুধু তাই নয়, ওই একই কারণে ভারতীয়দের চিনে বাড়িভাড়া পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। বাড়িওয়ালা ভাবেন, ভারতীয়রা থাকলেই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরোবে মশলা আর তেলের। তখন থাকা যাবে না।

নরেন্দ্র মোদি আবার এ মাসে চিনে যাচ্ছেন বলে চিন নিয়ে লিখতে বসা। চিন এবং ভারত মানেই আজও রক্ত চলাচল আরও দ্রুত হয়ে ওঠা। তবে শুল্ক নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ভোল বদলের পর হঠাৎই যেন একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গিয়েছে তিন শক্তির। ভারত, চিন এবং রাশিয়া। প্রচলিত বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থা মিলেমিশে একাকার, সব রাজনৈতিক হিসেব গুলিয়ে দিয়ে। ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের পক্ষে যা কল্পনাও করা ছিল কঠিন।

মনে পড়তে বাধ্য, ৭১ বছর আগে জওহরলাল নেহরু চিনে যাওয়ার পরে মাও সে তুং তাঁকে বলেছিলেন, 'আমেরিকা আমাদের দুটো দেশকে বড় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। চলুন আমরা এমন কিছু করি, যাতে আমেরিকা আমাদের বড় শক্তি হিসেবে মানতে বাধ্য হয়।' এখন মোদি ও শি জিনপিংয়ের এমনই কিছু বলার সময়।

প্রশ্ন হল, হাতি এবং ড্রাগনের মেলবন্ধন আদৌ কি সম্ভব? দু'দেশ কি একে অন্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে? নেহরু-চৌ এন লাইয়ের 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' স্লোগান থেকে আমরা অনেক দূর সরে এসেছি।

দু'বছর আগে চিনের সিনগুয়া বিশ্ববিদ্যালয় এক সমীক্ষা চালিয়েছিল পড়ুয়াদের নিয়ে। তাতে ৫০.৬ শতাংশ পড়ুয়া বলেছিল, ভারতকে তাদের পছন্দ নয়। মাত্র ৮ শতাংশ বলেছিল, ভারতকে তাদের পছন্দ। ৪১.৫ শতাংশ ছিল নিরপেক্ষ। মোদি যে বছর ক্ষমতায় এলেন, তখন বিবিসি এমন এক সমীক্ষা দুটো দেশে করেছিল। ৪৭ শতাংশ ভারতীয় বলেছিল, চিন তাদের নাপসন্দ। ৩৫ শতাংশ চিনা বলেছিল, ভারতকে পছন্দ নয় তাদের।

এই পরিস্থিতির মধ্যে মোদির চিন সফরে সে দেশে কতটা প্রভাব পড়বে, খুব সন্দেহ। সত্তর-আশির দশকে কোনও রাষ্ট্রপ্রধান বিদেশ সফরে গেলে সাধারণ মানুষের কৌতূহল থাকত অনেক। আগ্রহ বাড়ত সে দেশ নিয়ে। এখন ইন্টারনেট-ফেসবুকের যুগে সেই কৌতূহলটুকুও কার্যত মৃত। এই তো চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একবার মহাবলীপুরমে এসে সেখানকার বিখ্যাত ঝুলন্ত পাথরের নীচে দাঁড়িয়ে, একবার আহমেদাবাদে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির আশ্রমে খাদির জ্যাকেট পরে পোজ দিলেন। তাতে কি চিন সম্পর্কে আম-ভারতীয়র তিক্ত মনোভাব কমেছে?

নরেন্দ্র মোদি যখন চিনা প্রেসিডেন্ট ও চিনের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে।

শি জিনপিং মোদির রাজ্য থেকে একটা চরকা নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা কোথায় পড়ে রয়েছে, কেউ জানে না। শুধু জানি তারপরেও সিকিমের দিকে, ডোকালামে চিন-ভারত সেনার ঝামেলা হয়েছে। ২০২০ সালের পরে অরুণাচল সহ সব ভারত-চিন সীমান্তে গুলি বিনিময় চলেছে। লাদাখের কাছে গালওয়ান উপত্যকায় ২০ ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছেন। তার পরেও অনেকে বলছেন, গত অক্টোবরে মোদি-জিনপিং দেখা হওয়ার পর থেকে দুটো দেশের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ওই সময় আসলে অনেকগুলো বৈঠক হয়। দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক, বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক।

প্রশ্ন হল, চিনকে কতটা বিশ্বাস করা যায়? বিশেষত, আমাদের দুই প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যখন ভারত বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছে। এবং দুটো দেশই চিনের ঘনিষ্ঠ। গত জুলাইয়েই ভারতে ফক্সকনের আইফোন অ্যাসেম্বলের কারখানা থেকে তাদের ৩০০ ইঞ্জিনিয়ারকে হঠাৎ ফেরত নিয়ে চলে গিয়েছে চিন।

খোঁজখবর নিয়ে দেখছি, এই চিনকে মোটেই আমরা আর চিনি না। এই চিন মাওয়ের আমল থেকেই যে নীতি নিয়েছে, তা শুনলে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরা অবাক হবেন।

আমাদের ভারতে হিন্দি ভাষাটা সব রাজ্যের লোকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে আমরা সরব। চিন কিন্তু গোটা দেশে এক ভাষা চালুর জন্য কড়া মনোভাব নিয়েছে বহুদিন হল। সে দেশে ভারতের মতোই অসংখ্য ভাষা, অসংখ্য ডায়ালেক্ট। অথচ মান্দারিন চিনের বাইরে অন্য ভাষাগুলোকে কার্যত খুনই করে ফেলা হয়েছে সরকারি তরফে। এমনকি হংকংয়ে, তিব্বতেও চালু হয়েছে মান্দারিন চিনা ভাষা।

আরও একটা নিয়ম চিনে চালু, যা আমাদের দেশে হলে হইচই পড়ে যেত। এটা অনেকটা পাসপোর্টের মধ্যে পাসপোর্ট থাকার মতো গল্প। প্রতি রাজ্যে এবং শহরে এই নিয়ম চালু। আপনি বোলপুরের ছেলে হলে, সাধারণভাবে আপনাকে বীরভূম জেলাতেই চাকরি করতে হবে, পড়তে হবে। কলকাতায় বা শিলিগুড়ি পড়তে গেলে, চাকরি করতে গেলে অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

চিনা সরকারই চায় না, এক জেলার কেউ অন্য জায়গায় যাক। অন্য শহর থেকে কেউ বেজিং বা সাংহাইতে শিক্ষা বা চাকরির জন্য গেলে খুব সমস্যা। অনেক চিনা মেয়ে বেজিং বা সাংহাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে একটাই কারণে। পরের প্রজন্ম অন্তত বেজিং বা সাংহাইয়ে শিক্ষায় সুযোগ পাবে। চাকরিতেও।

এই চিনকে কি আমরা চিনি? চিনে এখন বহু গ্রাম প্রায় অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলছে! রাতারাতি তাদের গ্রাম গুঁড়িয়ে একেবারে আকাশ প্রমাণ আবাসনের মধ্যে রেখে দেওয়া হচ্ছে সব মানুষকে! হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম। প্রতিবাদ নেই।

প্রতিবাদ করে কিছু হবে না। ভারতে অন্তত উচ্ছেদের প্রতিবাদে আপনি আদালতে যেতে পারেন, সেখানে চিনে আদালতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। কোনও উপায় নেই। সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই মেনে নিতে হবে। যেমন সরকারের সিদ্ধান্ত, হাজারখানেক 'তাওবাও' গ্রাম হবে, যেখানে সব কাজ হবে অনলাইনে। ২০০ শহর হবে, সর্বত্র থাকবে ১০ লক্ষ করে লোক।

তাইওয়ানবাসী বন্ধুর কাছে শুনলাম আরও এক চমকপ্রদ তথ্য। একে তো চিন বহুদিনই ফেসবুক-গুগলকে ঢুকতে না দিয়ে নিজস্ব বিকল্প বানিয়ে ফেলেছে, তারপরে চিন বিরোধী খবর আপনি সেখানে বসে দেখতে পাবেন না।

হয়তো ঘরে বসে বিবিসি বা সিএনএন দেখছেন। হঠাৎ দেখলেন, খবর চলতে চলতে একটা সময় গোটা পর্দা কালো হয়ে গেল। তখনই বুঝবেন, আসলে সেই চ্যানেলে এমন কোনও খবর দেখানো হচ্ছে, যেখানে চিন ভিলেন। সে খবর চিনের পক্ষে খুব নেতিবাচক। সরকার এমন এক সিস্টেম তৈরি করেছে, যাতে চিন বিরোধী খবর হলেই এভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। ভারত এবং ভারতীয়রা কী ভাবছেন চিনকে নিয়ে, তা বোঝার উপায় নেই চিনাদের।

এটা বাস্তব, পড়াশোনার ক্ষেত্রে চিনারা অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছেন এখন। আমেরিকার আটালান্টায় আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু বলছিলেন, 'অঙ্ক আর স্ট্যাটিসটিক্সের আমার ৯০ ভাগ ছাত্র এখন চিনের। দারুণ উন্নতি করেছে তারা। অভাবনীয়।' এখনও অনেক ভারতীয়র ধারণা, সস্তার জিনিস মানেই চিনের। বাজারে গিয়ে সস্তার জিনিস মনে হলেই অনেকে সক্ষোভে বলেন, 'সস্তার চিনা মাল গছাচ্ছিস। কী ভেবেছিস আমাদের?' বাস্তবে সেই সস্তা মাল তৈরির ফর্মুলা থেকে অনেকদিনই সরে গিয়েছে চিন। তার একটা কারণ, মানুষের হাতে অর্থ অনেক বেড়েছে। সস্তার শ্রমিক পাওয়া কঠিন। চিনারা বরং ওইসব কাজ পাঠিয়ে দিচ্ছে ভিয়েতনাম বা ফিলিপাইন্সে। যেখানে শ্রমিকের মজুরি কম।

চিনা জিনিসপত্র কি ভারতে বিক্রি বন্ধ? এই প্রশ্নটা আসলে অনন্ত ধাঁধার মতোই। সরকার চিনা পণ্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির পরেও অনেক শহরে চিনা পণ্যের রমরমা ছিল। এবং আরও কৌতুকের, ওই জিনিসগুলো কীভাবে চিন থেকে ভারতে আসে, তার সাফ উত্তর কেউ দিতে পারে না।

দুটো দেশের এত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরেও মে মাসে খবর এসেছে, চিনের সস্তা ইলেক্ট্রিক্যাল জিনিস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আনছে ভারত। সেটা নাকি কার্যকর হবে পরের মার্চ থেকে। ততদিনে কী হবে, কেউ জানে না। বয়কট? ভুলে যাবেন না, বাণিজ্যের বিচারে চিন আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

চিনা জিনিস বয়কটের পিছনে বলা হচ্ছে, সব সস্তার জিনিস। আবার ওই জিনিসগুলোর কারিগরিগত বিস্ময়কর দিক আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। ২০২৩-'২৪ সালের হিসেব বলছে, চিনে আমরা রপ্তানি করেছি ১৬.৬৬ বিলিয়ন ডলার, আমদানি সেখানে ১০১.৭৫ বিলিয়ন ডলারের। আমেরিকায় সেখানে রপ্তানি ৮৮.০২ বিলিয়ন ডলারের, আমদানি ৪৩.০১ বিলিয়ন ডলারের। চিন ভারত থেকে কত লাভ করে ভেবে দেখুন একবার। রাশিয়া, আমিরশাহি, সৌদি এখানে অনেকটা পিছনে। জনতাকে উত্তেজিত করতে 'চিনকে বয়কট করুন' বলে তো আর লাভ নেই।

পুরোনো সব ঐতিহাসিক জায়গা ছেড়েই দিলাম। গত ২৫ বছরে পৃথিবীতে মনুষ্যসৃষ্ট বিস্ময় প্রযুক্তি যা হয়েছে, তার অধিকাংশই চিনে। দীর্ঘকায়, অতিকায়, বিপুল বিস্ময়। ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া যাওয়ার সিল্ক রুট। নিউ ইয়র্ক বা সিঙ্গাপুরের দ্বিগুণ সাইজের শহর হচ্ছে বেজিংয়ের চাপ কমাতে।

চিন মানে শুধুই সস্তা তা হলে কী করে হয়? সস্তার পাশাপাশি এসব দেখলে মাথা ঘুরে যায়। ড্রাগন দুর্দমনীয়। চিনকে আজও চেনা যায় না।

আজ

১৯৭৫

দক্ষিণী অভিনেতা মহেশ বাবুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন জিমনাস্ট দীপা কর্মকার।

আলোচিত

এক পক্ষ শর্ত চাপাবে, আরেক পক্ষ বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে, সেই দিন ফুরিয়েছে। ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পর আমরা আর কাউকে এমন ব্যবহার করতে দেব না। বলা হচ্ছে, ভারতের টাকায় রাশিয়া যুদ্ধ করছে। আমেরিকাও তো রাশিয়ার পণ্য কিনে ডলার দিচ্ছে।

- শশী থারুর

ভাইরাল/১

পোষ্য অসুস্থ গোরুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাই এক বৃদ্ধ ও তাঁর ভাই ২০০ কেজির পশুটিকে নিজেদের পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেন। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ভাইরাল/২

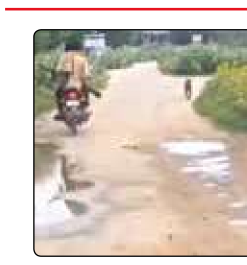

রাজস্থানে এক ব্যক্তি বন্দুক হাতে ঘুরছেন। সামনে কুকুর দেখলেই গুলি করছেন। কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে চেপে সারমেয় নিধন করছেন তিনি। ২৫টি কুকুরকে খুন করেছেন। পথকুকুরদের খুনের ভিডিওয় তোলপাড় সামাজিক মাধ্যম। নিন্দায় নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

তপসিখাতায় আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজ দাবি

বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় আলিপুরদুয়ার জেলা-১ ব্লকের তপসিখাতায় ৬৭.৪০ একর জমিতে ২০০১ সালে আয়ুষ হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০১২ সালে হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয় এবং ২০১৭ সালে সেই হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং কোভিডকালে অন্তর্বিভাগ চালু হয়। জেলার একমাত্র কোভিড হাসপাতাল হিসাবে আয়ুষ হাসপাতাল কোভিড আক্রান্ত রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়ে জেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাসংঘের তরফে ২০২২ সালে ই-মেল মারফত তপসিখাতার আয়ুষ হাসপাতাল সংলগ্ন জমিতে উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। দীর্ঘদিনের দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য এবছর ৭ জুলাই ই-মেল মারফত মুখ্যমন্ত্রীকে ফের চিঠি পাঠানো হয়। তপসিখাতায় আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজটি স্থাপিত হলে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় উপকৃত হবেন। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার মানুষের কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হবে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সরকারি আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজটি কলকাতায় থাকার দরুন উত্তরবঙ্গের বহু ছাত্রছাত্রী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সংক্রান্ত পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত।

পাশাপাশি অবিলম্বে কালজানি নদীর উপর বিকল্প সেতু স্থাপন প্রয়োজন। আলিপুরদুয়ার জেলার সঙ্গে কোচবিহার ও ফালাকাটার একমাত্র সংযোগ এই সেতুটি বেশ পুরোনো হয়ে গিয়েছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুটি বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের কাছে আবেদন রাখছি।

কবিরাজ তপন ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ার।

ঘরে ফেরা শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা চাই

৭ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় কঠিন হলেও বাস্তব খবর তুলে ধরেছেন রায়গঞ্জের সাংবাদিক বিশ্বজিৎ সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরে ফেরার পরবর্তী ঘটনা বর্তমান আধুনিক সমাজে একেবারে মেনে নেওয়ার মতো নয়। ভিনরাজ্যের কাজ ছেড়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসা আজিবুল হক একমুঠো খাবার তুলে দিতে পারেননি তাঁর দুই সন্তান সহ স্ত্রীর মুখে। ছোট ছেলে সহ স্ত্রীকে চাল আনতে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে চারদিন অভুক্ত আজিবুল চার বছরের সন্তানকে খুন করে নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। যাঁরা বলেন অন্য রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফিরলে কাজের ব্যবস্থা করবেন, খাবারের ব্যবস্থা করবেন, তাঁরা কেন খোঁজ রাখলেন না ঘরে ফেরা শ্রমিকের? কেন আজিবুলের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারলেন না?

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫১৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩১৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রবীণ নাগরিকরা আমাদের বোঝা নন

ভারতে এই মুহূর্তে নিঃসঙ্গ প্রবীণ ১৪.৩ শতাংশ। তাঁদের ভালো রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই।

শৌভিক রায়

পার্কে বসে থাকা শ্বেতাঙ্গ বয়স্ক মানুষটিকে সকালের শুভেচ্ছা জানাতেই তিনি কেঁদে উঠেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতেই জানিয়েছিলেন যে, বিগত তিন মাসের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। অথচ তাঁর পুত্র-কন্যা সবই রয়েছে। কিন্তু তাঁদের সমাজের নিয়ম অনুসারে তাঁরা সবাই দূরে থাকেন। বিপত্নীক মানুষটির সর্বক্ষণের সঙ্গী এখন একটি গোল্ডেন রিট্রিভার প্রজাতির কুকুর। তার সঙ্গে আর যা হোক, কথা বলা যায় না। ঘটনাটি শুনেছিলাম আমেরিকা প্রবাসী এক বন্ধুর কাছে।

আমাদের দেশে এখনও এতটা না হলেও, প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থা কিন্তু খুব কিছু ভালো নয়। এজওয়েল ফাউন্ডেশনের ২০২৪ সালের একটি রিপোর্ট বলছে, ভারতে এই মুহূর্তে নিঃসঙ্গ প্রবীণ ১৪.৩ শতাংশ। তাঁদের মধ্যে আবার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হলেন বয়স্ক মহিলা। অনেকে অবশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য একক নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই পরিবারের মধ্যেই থাকতে চান। কিন্তু নানা কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। ফলে ক্ষীণদৃষ্টি ও অশক্ত শরীরের এই প্রবীণ নাগরিকরা একা থাকতেই বাধ্য হচ্ছেন। বয়সজনিত রোগব্যাধি, মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগকে সঙ্গী করে যেন দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছেন।

এমনিতেই আমাদের দেশে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা পৌঁছোবে ১৯২ মিলিয়নে। বিপুল সংখ্যক এই প্রবীণ নাগরিকরা ইতিমধ্যেই পরিবার তো বটেই, সম্ভবত রাষ্ট্রেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে 'ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স অন কোভিড ১৯'-এর এক নির্দেশ স্পষ্ট বলা হয়েছিল, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্ত হলে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন তরুণরা। তাদের চিকিৎসার পর যদি ওষুধ বা পরিষেবা উদ্বৃত্ত হয়, তবেই বয়স্কদের চিকিৎসা করা হবে। এই নির্দেশ প্রমাণ করে, রাষ্ট্র বয়স্ক নাগরিকদের কী চোখে দেখে।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও বা প্রবীণদের প্রতি আমরা কতটা যত্নশীল? আমরা কতজন বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলি? কতটা ধৈর্য নিয়ে তাঁদের কথা শুনি? তাঁদের চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা কতটা আন্তরিক হই? তাঁদের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য আমরা কতটা সচেষ্ট! অথচ আমরা নিজেরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের পাওনাগন্ডা বুঝে নিয়েছি। কোনও রেয়াত করিনি! আর আজ যখন তাঁদের আমাদের কিছু দেওয়ার সময় হয়েছে, তখন আমরা তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখছি অথবা নমো-নমো করে কর্তব্য সারছি।

প্রবীণদের প্রতি আমাদের এই মনোভাব কিন্তু নতুন নয়। সব দেশে, সব কালে চিত্রটি বোধহয় কমবেশি এক। কবি ইয়েটস এই জন্যই বৃদ্ধদের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা ছেঁড়া কোটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমরা একবারও ভাবি না, অশীতিপর এই মানুষগুলো যাবেন কোথায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁরা যদি আমাদের কাছে সামান্য যত্ন না পান, তবে তার দায়ভার আমাদের। কথায় বলে, শেষ ভালো যার সব ভালো। আর সেই শেষটাকে ভালো করবার দায়িত্বটাও আমাদের। আজ ওরা প্রবীণ বলে যদি তাঁদের গুরুত্ব না দিই, যদি তাঁদের পেছনে ফেলে রাখি, তবে সেটা চরম অমানবিকতা। কেননা গোবর হয়ে ঘুঁটে পুড়তে দেখেও যদি শিক্ষা না নিই তবে দোষ কার?

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২১৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সন্ন্যাসীদের কৌপিনের ওপরে পরার বস্ত্র ৩। মোটা তসরের কাপড় ৫। ঘরের লাগোয়া ঘেরা বারান্দা ৭। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গা ৯। গাছের ছাল ১১। অপ্রত্যাশিতভাবে ১৪। যা স্বীকৃতি পেয়েছে ১৫। হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন।

উপর-নীচ : ১। অন্যের হয়ে সই করা ২। বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৩। আটার চেয়ে মিহি গমের চূর্ণ ৪। পুরাণ সংখ্যার একক মোট ১২৮০টি ৬। যে মিশতে লজ্জা পায় ৮। বনের হিংস্র প্রাণী, বাঘ ১০। সিদ্ধিদাতা গণেশের আর এক নাম ১১। আয়েশ, আনন্দ বা সুখ ১২। হোঁচট বা ঠোকর খাওয়া ১৩। এই অস্ত্র দিয়ে গোলা ছোড়া হয়।

সমাধান ■ ৪২১৩

পাশাপাশি : ১। চৌখুপি ৩। নত ৫। নাতি ৬। পানসি ৮। নালিশ ১০। পঞ্জর ১২। মাতন ১৪। মাকু ১৫। খাজা ১৬। লঙ্ঘন।

উপর-নীচ: ১। চৌমোহানা ২। পিনাকেশ ৪। তর্জন ৭। সিম ৯। লামা ১০। পর্যাকুল ১১। রণাঙ্গন ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

‘সময় আসবে, আপনাদের ধরব’

নির্বাচন কমিশনকে ফের নিন্দা রাহুলের

বেঙ্গালুরু, ৮ অগাস্ট : ভোট গিয়েছে চুরি। নির্বাচন কমিশনকে এই ইস্যুতে একটানা আক্রমণ করেই চলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক এবং রাতে নিজ বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নেতা-নেত্রীদের সামনে ভোট চুরির বিষয়টি খোলসা করেন তিনি। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে ভোট অধিকার র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

তার আগে এদিন নিজের ইউটিউবে ভোট চুরির সঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তোলেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি আঁতাত করে ভোট চুরি করছে। কমিশন জানে আমরা ওদের চুরি ধরে ফেলেছি। তাই এসআইআর আনা হয়েছে।’ রাহুলের অভিযোগ, ‘ভোট চুরিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই এসআইআর আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চুরি করছে। এসআইআর হল গরিবদের ভোটাধিকার চুরি করা।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘আমি নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের সাফ বলে দিচ্ছি, আপনারা যেটা করছেন সেটা ভুল। এটা রাজদ্রোহ, দেশবিরোধিতা। মনে রাখবেন, সময় আসবে। আমরা

> ভোট চুরিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই এসআইআর আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চুরি করছে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

আপনাদের ধরব। বাঁচার কোনও রাস্তা নেই।’

এদিনও বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল আসনের মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট চুরির তথ্যপ্রমাণ হাজির করেন রাহুল। নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি তাঁর অভিযোগ খারিজ করে দিলেও তাতে কর্ণপাতে নারাজ রাহুল। কমিশনের উদ্দেশে পাঁচটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন কেন আমাদের ডিজিটাল ভোটার তালিকা দিচ্ছে না? আপনারা ভিডিও ফুটেজের প্রমাণ কেন নষ্ট করে দিচ্ছেন?’ ভোটার তালিকায় সারা দেশে ব্যাপক হারে প্রতারণা করা হচ্ছে কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে নির্বাচন কমিশন বিরোধীদের লাগাতার হুমকি দিচ্ছে কেন? প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির তির্যক মন্তব্য, ‘নির্বাচন কমিশন আমার থেকে শপথবাক্য পাঠ করাতে চায়। আমি সংবিধানের শপথ নিয়েছি। দেশের আওয়াজ তুলব।’

এদিকে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনকে নিশানা করেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি জানিয়েছেন, ভোটে রিগিং নিয়ে রাহুল গান্ধি যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন, সেগুলি গুরুতর। নির্বাচন কমিশনের উচিত অবিলম্বে সেগুলির সমাধান করা। কমিশন অবশ্য রাহুলের ভুয়ো ভোটের দাবি নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছে। যে ভোটার তালিকা বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটিকে ব্যবহার করে কর্ণাটক সরকার জাতি গণনা করেছিল বলে পালটা অভিযোগ তোলে কমিশন।

হুমকিতে অনড় ট্রাম্প ■ ব্রিকসে মেরুকরণের আভাস

মোদি-পুতিন কথায় সম্পর্কে জোর

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : চাপের কূটনীতিতে অনড় ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেনজির সংকটে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। শুল্ক অস্ত্রে তিনি যে ভারতকে কাবু করতে বদ্ধপরিকর শুক্রবার তা ফের বুঝিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন, শুল্ক জট না কাটলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসবে না আমেরিকা। তাঁর কথায়, ‘যতক্ষণ না আমরা এর (শুল্ক সমস্যার) সমাধান করছি ততক্ষণ বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।’

চলতি মাসের শেষে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ভারতে আসার কথা মার্কিন প্রতিনিধিদলের। ট্রাম্পের এদিনের মন্তব্য সেই সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বুধবার ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছে ট্রাম্প সরকার। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করায় এই বাড়তি শুল্ক বলে হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে। মার্কিন পদক্ষেপের সমালোচনা করলেও পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটেনি ভারত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে কড়া অবস্থান বজায় রেখেছেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনাচক্রে এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে মোদি-পুতিনের আলোচনা হয়েছে। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেন সম্পর্কিত সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ চলতি বছরের শেষে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার সঙ্গে টানাপোড়েনের আবহে মোদিকে পুতিনের ফোন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

> প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেন সম্পর্কিত সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বাণিজ্য শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের যে কৌশল ট্রাম্প নিয়েছেন তা আমেরিকার পক্ষে বুমেরাং হতে পারে। তাঁর চাপের রাজনীতি শুধু যে কানাডা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো পরীক্ষিত বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করেছে তা নয়, ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলিকে কার্যত এক ছাতার নীচে নিয়ে এসেছে। ব্রিকসের সদস্য হিসাবে ভারত, চিন, রাশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিদেশনীতি, ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের কারণে সেই লক্ষ্যপূরণ হয়নি।

গত কয়েক মাসে ব্রিকসের প্রায় সবকটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে শুল্ক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা। ফলে পুরোনো দ্বন্দ্ব ভুলে ভারত, রাশিয়া, চিন, ব্রাজিলের মতো দেশের আরও কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা বেড়েছে। যার প্রভাব বাণিজ্যের গণ্ডি পার করে বিশ্বের কূটনৈতিক এবং সামরিক ভারসাম্য বদলে দিতে পারে। ভারতের সমর্থনে মুখ খুলেছে চিন, রাশিয়া সহ একাধিক দেশ। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা। ট্রাম্পের শুল্ক নীতির প্রেক্ষিতে ব্রিকসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি নিয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য সহ বহুমুখী আদানপ্রদান বৃদ্ধি নিয়ে মোদি ও লুলার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মোদির পর চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকেও ফোন করেছিলেন লুলা।

এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে চলতি মাসের শেষে চিন সফর করবেন মোদি। ভারতকে নৈতিক সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন এদেশে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেউহং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘কোনও দেশের অন্য দেশকে কোণঠাসা করতে শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের নিন্দা করে চিন।’ পোস্টে কারও নাম না করলেও ইঙ্গিত স্পষ্ট।

হুমা কুরেশির ভাইকে কুপিয়ে খুন

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে কুপিয়ে খুন করা হল বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির তুতো ভাই আসিফ কুরেশিকে (৪২)। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায়। বুকে গুরুতর আঘাত পাওয়া আসিফকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আসিফ মুরগির ব্যবসা করতেন। তাঁর স্ত্রী শাহিন পুলিশকে জানিয়েছেন, রাত ১০টা নাগাদ এক প্রতিবেশী তাঁদের বাড়ির গেটের সামনে স্কুটার রেখেছিলেন। আসিফ তাঁকে স্কুটারটি অন্য জায়গায় সরানোর অনুরোধ করেন। এতে রেগে গিয়ে ওই ব্যক্তি আসিফকে গালিগালাজ করে চলে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর ভাইকে নিয়ে ফিরে এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আসিফকে কোপাতে শুরু করেন।

অভিযুক্ত দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন উজ্জ্বল (১৯) এবং গৌতম (১৮)। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) এবং ৩(৫) ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন হুমার বাবা সেলিম কুরেশি।

বাজারে ধস

মুম্বই, ৮ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যে ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধি ছায়া ফেলল ভারতের শেয়ার বাজারে। ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন ও রপ্তানি ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে কতটা প্রভাব ফেলেছে, শুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বোঝা গিয়েছে। শেয়ার বিক্রির হিড়িকের জেরে এদিন দিনের শুরু থেকে পড়তে থাকে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি এবং সেনসেক্স। বাজার বন্ধের সময়েও যা বজায় ছিল। সেনসেক্সের দৌড় শেষ হয়েছে ৭৯,৮৫৭ পয়েন্টে। বৃহস্পতিবারের চেয়ে ৭৬৫ পয়েন্ট নীচে। ২৩২ পয়েন্ট কমে নিফটি স্থিতিশীল হয়েছে ২৪,৩৬৩ পয়েন্টে।

গ্রামবাসীকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে সেনা। উত্তরকাশীতে।

জলরাশি যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত

দেরাদুন, ৮ অগাস্ট : পাহাড় থেকে ভয়ংকর গতিতে ধেয়ে আসছে বিপুল জলরাশি। তা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো আওয়াজ। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু হাজির। প্রাণ বাঁচাতে দিশেহারা মানুষ। তাঁরা ছুটছেন। কেউ বাঁচলেন। কেউ তলিয়ে গেলেন। ডুবে গেল ঘরবাড়ি, হোটেল, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ। আস্ত গ্রাম। মঙ্গলবারের সেই মেঘভাঙা বৃষ্টির বীভৎসতা, কাদা স্রোতের তোড়ের কথা মনে করলে এখনও ভয়ে সিঁটিয়ে উঠছেন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর মানুষজন। সরকারি হিসেবে বলছে, চারজন মারা গিয়েছেন। অসমর্থিত রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২০০। নিখোঁজ রয়েছেন ৬০ জনের বেশি।

উত্তরকাশীর ধারালি, মুখবা, হর্ষিল গ্রামে আটকে পড়া পুণ্যার্থীদের উদ্ধার চলছে। ৫৬৬ জন উদ্ধার হয়েছেন। ৩০০ জনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তল্লাশিতে নামানো হয়েছে কপ্টার, ড্রোন ও প্রশিক্ষিত কুকুরদের। ব্যবহার করা হচ্ছে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং র‍্যাডার।

মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি উদ্ধারকাজে নজর রেখেছেন। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গঙ্গোত্রী জাতীয় মহাসড়ক ও একাধিক সড়কপথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধার, ত্রাণ সরবরাহ চলছে। ধ্বংসস্তূপের তলায় অনেকে চাপ পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিপর্যয় কারোর স্বজন কেড়ে নিয়েছে। কেউ খুইয়েছেন সম্পত্তি। উত্তরকাশীর এক হোটেল মালিকের আক্ষেপ, ‘আমার ৪০ ঘরের হোটেলটা ঠিক কাগজের নৌকোর মতো ভেসে গেল। মন্দিরে ছিলাম। বেঁচে গিয়েছি। এখন ভাইয়ের কাছে। সবকিছু ঠিক হলে মুখবায় ফিরব।’

রাক্ষুসে বিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত সেনা জওয়ানরাও। কারোর ফুসফুসে কাদা ঢুকে গিয়েছে। কারোর ভেঙেছে পাঁজরার হাড়, গলায় ঢুকে পড়েছে নুড়ি-পাথর। স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ কুমারের কথায়, একজনের অবস্থা মারাত্মক।

রান্নার গ্যাসে প্রচুর ভরতুকি

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়া ঠেকাতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। রান্নার গ্যাসের দাম স্থিতিশীল রাখতে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। সূত্রের খবর, শুক্রবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে। তবে এই টাকা সরাসরি গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে না। বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করতে গিয়ে তেল সংস্থাগুলির যে ক্ষতি হচ্ছে, তার ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দ অর্থ বণ্টন করা হবে। এলপিজির দাম স্থিতিশীল রাখতে ২০২৪-’২৫-এ তেল সংস্থাগুলির প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। বরাদ্দ অর্থ সেই ক্ষতিপূরণে আংশিক সাহায্য করবে বলে তেল সংস্থা সূত্রে খবর।

আয়কর বিল প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : লোকসভা থেকে আয়কর বিল ফিরিয়ে নিল কেন্দ্র। ফেব্রুয়ারিতে বিলটি সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন সেই বিলটি প্রত্যাহার করা হয়। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিলটি সংশোধন করে আগামী ১১ অগাস্ট ফের লোকসভায় পেশ করা হবে। সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারিতে বিলটি পেশ করার পর সেটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডা। আলোচনার পর কমিটির তরফে একটি সাড়ে ৪ হাজার পাতার রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। ওই রিপোর্টে মোট ২৮৫টি সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। সেইমতো বিলে বেশ কিছু পরিবর্তন এবং সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেগুলি যুক্ত করে সোমবার পেশ করা হবে সংশোধিত আয়কর বিল।

দুর্ঘটনায় মৃত ৫

সিমলা, ৮ অগাস্ট : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা হিমাচলপ্রদেশের চামবা জেলায়। পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়েছিল চলন্ত গাড়ির ওপর। এর জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০০ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ে যাত্রীবোঝাই গাড়িটি। গাড়িতে ছ’জন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। তাঁরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। গুরুতর আহত এক তরুণ হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা।

ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদ

দেশজুড়ে আন্দোলন, উদ্যোগ অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন আসলে পরিকল্পিতভাবে ভোট চুরি করছে। এই মর্মেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে ঘুঁটি সাজানোর ভোকাল টনিক দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার রাতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নৈশভোজের অনুষ্ঠানে অভিষেক এসআইআর বিরোধী আন্দোলন নিয়ে রায়বেরেলির সাংসদকে তিনটি পরামর্শ দেন বলে সূত্রের খবর। এসআইআরকে সাইলেন্স ইনভিজিবল রিগিং বলে আগেই কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক। এবার রাহুল এবং ইন্ডিয়া জোটকে তাঁর টোটকা, এসআইআর বিরোধী আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে এবং অন্যান্য রাজ্যেও যে ভোট চুরি হয়েছে সেই অভিযোগও সামনে আনতে হবে। সূত্রের দাবি, অভিষেকের পরামর্শে সহমত জানিয়েছে বিরোধী জোট।

শুক্রবার কলকাতায় ফিরে বিমানবন্দরে অভিষেক সাংবাদিকদের বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় ও ইশারায় যেভাবে কাজ করছে ইন্ডিয়া জোট তার নিন্দা করেছে। ভোটে কীভাবে কারচুপি করা হয়েছে সেটা গতকাল রাহুল গান্ধি সবাইকে জানিয়েছেন। উনি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান জানিয়েছি। ১১ তারিখ সংসদ থেকে মিছিল করে ইন্ডিয়ার একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যাবে। তাতে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা থাকবেন।’ এসআইআর কীভাবে এক-দু’মাসে হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘ভোটার তালিকায় যদি গরমিল থেকে থাকে তাহলে এর ভিত্তিতেই তো ২০২৪ সালে কেন্দ্রে সরকার নির্বাচিত হয়েছে। তাহলে সেই সরকার অবৈধ, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবৈধ। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার কৌশল হল এসআইআর। চুপিচুপি ভোটের কারচুপি আমরা বাংলায় হতে দেব না।’

ভোট চুরির অভিযোগে সংসদের বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

শুক্রবার সংসদের বাইরে এসআইআর বিরোধী পোস্টার, ব্যানার নিয়েও বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। তাতে যোগ দেন অভিষেকও। পাশাপাশি বাংলা ভাষা নিয়েও প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা। প্রত্যেকের বুকে লাগানো ছিল রবীন্দ্রনাথ, নেতাজির মতো বাঙালি মনীষীদের ছবি সংবলিত ব্যাজ। তার ওপরে লেখা জয় হিন্দ, নীচে লেখা জয় বাংলা। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, ওই ব্যাজ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে রাজ্যসভায়। অভিষেক বলেন, ‘বাংলাকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া নোংরা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে যারাই আমাদের পাশে থাকবে আমরাও তাদের সঙ্গে থাকব।’ ইতিমধ্যে ডিএমকে এবং কংগ্রেস এই বিষয়ে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ফের চড়া সুর আমেরিকার

ট্রাম্পের চাপে ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি

ওয়াশিংটন, ৮ অগাস্ট : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মধ্যস্থতা’র ফলেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার আবার একই দাবি করল আমেরিকা। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর দাবি, ট্রাম্পের সরাসরি হস্তক্ষেপের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধতে দেখেছি। ওই ঘটনায় আমেরিকাকে সক্রিয় হতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্যই সংঘাত বন্ধ হয়েছে।’ থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া এবং রোয়ান্ডা-কঙ্গো যুদ্ধও ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়েছে বলে দাবি করেছেন রুবিও। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রেসিডেন্ট সফল হবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন বিদেশসচিব।

তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত রাখার কথা একাধিকবার খারিজ করে দিয়েছে ভারত। তারপরেও আমেরিকার তরফে এই ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে কৃতিত্ব দাবি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহ মার্কিন সরকারের একাধিক শীর্ষকর্তা ভারত-পাক সংঘাতে হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন। গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রতি মাসে একটি করে যুদ্ধ থামিয়েছেন ট্রাম্প। দাবির সমর্থনে যে তালিকা তিনি পেশ করেন, সেখানেও ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের উল্লেখ ছিল।

রবি-ভিটেয় হামলা, প্রশ্ন সংসদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : বাংলাদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত কাছারিবাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে লোকসভায় লিখিত প্রশ্ন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি জানতে চান, এই ঘটনায় ভারত সরকার কূটনৈতিক স্তরে কী পদক্ষেপ করেছে? সেই প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং জানান, ১২ জুনের ঘটনায় বাংলাদেশের কাছে কূটনৈতিকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি করে।

বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাছারিবাড়ির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির আওতায় হেরিটেজ সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি রয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণে উভয় দেশ সহযোগিতা করে।

অশীতিপর খোয়ালেন ৮ কোটি

মুম্বই, ৮ অগাস্ট : সমাজমাধ্যমে চার মহিলা প্রতারকের ফাঁদে পড়ে মুম্বইয়ের এক অশীতিপর খোয়ালেন আট কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, এমন অভিযোগ উঠেছে। সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের হয় ২২ জুলাই। পুলিশের সন্দেহ, চারজন মহিলা সম্ভবত একই ব্যক্তি। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সমাজমাধ্যমে প্রেম, যৌনতা ও সন্তানদের চিকিৎসার সাহায্য চেয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করে তাঁর অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় দু’ বছর ধরে। সাইবার অপরাধ বিভাগের এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, ওই প্রবীণ নাগরিক একাই থাকেন। তাঁর ছেলে ও বৌমা বিদেশে। ভুক্তভোগী তাঁর ছেলের কাছে অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া শুরু করাতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ছেলে জানেন, তাঁর বাবার অ্যাকাউন্টে আট কোটিরও বেশি টাকা আছে। কিন্তু তারপরেও বাবা টাকা চাইছেন কেন। তিনি প্রশ্ন করায় বাবা ছেলেকে সব কথা খুলে বলে জানান, মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি কয়েকজন মহিলাকে টাকা দিয়েছেন। ছেলে জালিয়াতির সন্দেহ করে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাতে বেরিয়ে আসে বৃদ্ধ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে এই দুরবস্থা।

দ্বি-ভাষা শিক্ষার নীতি স্ট্যালিনের

পৃথক পথে হাঁটছে তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ৮ অগাস্ট : হিন্দি ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বরাবর সুর চড়িয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে শুক্রবার তামিলনাড়ুর নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্ট্যালিন সরকার দ্বি-ভাষার শিক্ষানীতিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে বিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ইংরেজিকে। সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ড সহ বিদ্যালয় পর্যায়ে চলবে তামিল ও ইংরেজি ভাষা। শিক্ষামন্ত্রী অনবিল মহেশ বলেছেন, ‘আমরা ত্রি-ভাষার কঠোর বিরোধী।’ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীরা স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে পারবেন। সেজন্য তাঁদের কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে না।

তামিল সরকারের স্টেট এডুকেশন পলিসি (এসইপি) বা রাজ্য শিক্ষানীতির খসড়াটি তৈরি করেছে প্রাক্তন বিচারপতি মুরুগেশনের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের এক কমিটি। কমিটি গড়া হয় ২০২২ সালে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খসড়াটি পেশ হয় গত বছর জুলাইয়ে।

এদিন তা প্রকাশিত হল। বিষয়টি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ বিজেপি নেত্রী ও তেলেঙ্গানার প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজন জানিয়েছেন, তামিল সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে দিয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়েছে।

অ্যামাজনের পণ্য আমদানি বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৭ অগাস্ট থেকে সেই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই ভারতীয় পণ্য আমদানিতে রাশ টানতে শুরু করেছে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি। এই তালিকায় রয়েছে অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, গ্যাপ, টার্গেটের মতো ই-কমার্স এবং রিটেল সংস্থা। ওইসব সংস্থা ভারতীয় সংস্থাগুলিকে দেওয়া সিংহভাগ অর্ডার বাতিল করে দিয়েছে। নতুন অর্ডার দেওয়ার বিষয়টিও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখেছে।

বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে পোশাক ভারত থেকে কেনে মার্কিন বহুজাতিকগুলি। ওয়েলস্পান লিভিং, গোকালদাস এক্সপোর্টস, ইন্দো কাউন্ট, ট্রিডেন্ট সহ অগণিত ভারতীয় রপ্তানিকারী সংস্থা তাদের পণ্যের ৪০-৮০ ভাগ আমেরিকায় রপ্তানি করে। কিন্তু ট্রাম্প সরকার শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ায় আমেরিকার বাজারে ভারতীয় জিনিসের দাম ৪০-৫০ শতাংশ বাড়তে চলেছে। ফলে ক্রেতারা বেশি দাম দিয়ে ওই পণ্যগুলি আদৌ কিনবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই অনিশ্চয়তা থেকেই অর্ডার বাতিলের পথে হাঁটছে আমেরিকার সংস্থাগুলি।

আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি ৪০ শতাংশ কমলে ভারতীয় সংস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের বড় অংশের মতে, আমেরিকার শুল্ক প্রাচীরের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতের বস্ত্রশিল্প। সেমিকন্ডাক্টর, ওষুধ, গাড়ি, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাঠ, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের ওপরেও এর গভীর প্রভাব পড়বে। আমেরিকার বাজার সংকুচিত হলে ভারতীয় রপ্তানিকারীদের দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন বাজার খুঁজতে হবে।

বিদেশমন্ত্রকের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সচিব দাম্মু রবি বলেন, ‘আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত নয়। এটি অস্থায়ী সমস্যা যার মধ্যে দিয়ে দেশকে যেতে হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সময়ের সঙ্গে এর সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।’ ভারত যে ব্রিকস দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর পথে হাঁটবে সেই ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। রাশিয়ায় গিয়ে দিল্লি-মস্কো সহযোগিতা জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

বর্ষাবরণ

হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট অফ কোচবিহার-এর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কলা আরাধনা প্রেক্ষাগৃহে মনোরম ঘরোয়া পরিবেশে কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কবিতার প্রেক্ষাপটে বর্ষাকে বরণ করে নেওয়া হল। অনুষ্ঠানের শীর্ষকেই (শ্রাবণ খেয়ার তরী) ছিল বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ। বিশিষ্ট নাট্যজন পূর্বাচল দাশগুপ্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে এ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেতারে রাগ মল্হার বাজিয়ে শোনান রেখা প্রসাদ। এর পরেই আলেখ্য পাঠ সহযোগে গিটারে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান বেজে ওঠে। অংশ নেন দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শীলা চক্রবর্তী, সন্দীপা ঈশোর, রুমা সাহা ও রুমা রায়। আমন্ত্রিত দল কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ পূর্বাচল দাশগুপ্তের রচনা ও নির্দেশনায় শ্রুতি নাটক 'ভাগের মা' পরিবেশন করে। অভিনয়ে ছিলেন রাজীব রায় ও অনামিকা দেব। রবীন্দ্রগানে বৃষ্টিসিক্ত অনুভূতি উপহার দেন ডাঃ শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায়, শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুমা চক্রবর্তী। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন সন্দীপন ভট্ট। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতার সঙ্গে অনবদ্য গিটারের সুর তুলে দর্শকদের মাতান দেবকুমার চক্রবর্তী।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

সমবেত উদ্যোগে

জলপাইগুড়ি উজান নাট্যদলের ১৫তম জন্মবার্ষিকীতে কিছুদিন আগে আয়োজিত হয় একটি অণুনাটক উৎসব। বান্ধব নাট্য সমাজ-এর মঞ্চে মোট ৭টি নাট্যদল তাদের নাটক প্রদর্শন করে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে নাট্যসন্ধ্যার উদ্বোধন হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও গুণীজনদের উজান সম্মাননা দেওয়া হয়। উজান সম্মাননা প্রাপকরা ছিলেন নাট্যাভিনেত্রী রত্না রায়, নাট্যকার নির্দেশক প্রসূন দাশগুপ্ত ও নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা শেখর মজুমদার। বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উজান নাট্যদলকে শুভেচ্ছা জানান। উজানের সম্পাদক ডালিয়া চৌধুরী তাদের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে তুলে ধরেন এবং সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এদিন উজানের শিশু-কিশোরের নাটকের মধ্যে দিয়ে অণুনাটক উৎসব শুরু হয়। একে একে মঞ্চস্থ হয় মাড়োয়ারি গার্লস স্কুল, দর্পণ নাট্য সংস্থা, অনামী থিয়েটার সেন্টার, উদীচী নাট্যসংস্থা, জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠী ও হলদিবাড়ি কোলাজ নাট্যদলের নানা স্বাদের নাটক। যা দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে।

–অনসূয়া চৌধুরী

বৈঠকি আড্ডা

ইসলামপুরের ইচ্ছেডানা শিশু সাহিত্য পত্রিকা ও কালিনী সাহিত্য পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় আয়োজিত হল সাংস্কৃতিক আবহে এক অনন্য বৈঠকি আড্ডা। ওপার বাংলার কবি ও ছড়াকার বিধান দত্তের সম্মানে আয়োজিত হয় এই বৈঠকি পর্ব। শুরুতেই প্রাণগোপাল বালার বাঁশির সুরের আবহে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিউটি চক্রবর্তী। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন দীপ সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠে বৈঠকি আড্ডার মেজাজে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন লেখক দ্বিজেন পোদ্দার, অন্তিম গুহ, ভবেশ দাস, শিপ্রা রায়, অমল রায়, সম্পা শেঠ, সংগীতা সেন, নিশিকান্ত সিনহা। হাস্যরসাত্মক নাট্য সংলাপ তুলে ধরেন নাট্যকার উত্তম সরকার, মণিশংকর দাস। হুইসল সং পরিবেশন করেন সুদীপ্ত ভৌমিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক আলোচনা করেন বাসুদেব রায়। স্বরচিত ছড়া পাঠ করেন সুশান্ত নন্দী, নীলাঞ্জন ভৌমিক। মুক্তগদ্য পাঠ করে শোনান মৌসুমী নন্দী। দুই বাংলার সাহিত্য সেতুবন্ধনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন ওপার বাংলার দিনাজপুর জেলার কবি বিধান দত্ত। শোনান স্বরচিত কবিতাও।

–সুরমা রানি

অণুনাটকের অনন্য সন্ধ্যা

শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির আয়োজনে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে অণুনাটকের এক অভিনব সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে পাঁচটি অণুনাটক জীবনের নানা ক্ষেত্রকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরল। উত্তরবঙ্গে নাট্যচর্চা যে সঠিক পথে চলছে সেই বার্তা দিল। উপস্থিত ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমি এক সন্ধ্যায় পাঁচটি অণুনাটক মঞ্চস্থ করে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ সৃষ্টি করল। এ যেন পাঁচটি অ্যাটম বোমা। এর মধ্যে চারটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন নট, নাট্যকার, পরিচালক, সংগীতশিল্পী এবং সর্বকর্মে নিপুণ নেপথ্য নাট্যকর্মী কুন্তল ঘোষ এবং একটির নবীন আরজু রায়। পাঁচটি নানা বিষয়ের অণুনাটকে দলের অনেক শিল্পীকেই নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার জায়গায় দেখা গেল। থিয়েটার অ্যাকাডেমির এই নতুন উদ্যোগ সেদিক থেকে অনেক বার্তাবহ।

এদিনের সন্ধ্যার প্রথম নাটক ছিল 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র'। নাটক সমীর দাশগুপ্তের। চিরকালীন শোষক ও শোষিতের অবস্থান বিশ্লেষণে রাহুল সিনহা, অরূপরতন রায়, শুভদীপ রায় এবং সঞ্জয় কর্মকার অনবদ্য অভিনয় করেছেন। দ্বিতীয় একক নাটক অসম যুদ্ধ। রচনা কুন্তল ঘোষ। ২২ মিনিটের অভিনয়ে এক নারীর, সংসার স্বামী আর মেয়েকে বড় করে তুলতে সারা জীবনের সুদীর্ঘ লড়াই দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন অর্পিতা দাশগুপ্ত।

তৃতীয় নাটক বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে মৈনাক সেনগুপ্তের রচনায় 'আইন'। এক রোগীকে একজন ডাক্তারের মেডিকেল সার্টিফিকেট দেওয়াকে কেন্দ্র করে এ গল্পের বিস্তার। শেষপর্যন্ত দেখা যায় ওই তরুণটি একজন খুনি। নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্মশানচিত্রের আলো আবহ ও চরিত্রের অভিনয় এ নাটককে এক অন্য মাত্রা দেয়। আরজু রায় এবং দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর অভিনয়ে এই সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অনেক দর্শক অভিমত প্রকাশ করেন।

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি থিয়েটার অ্যাকাডেমির অণুনাটক সন্ধ্যায় 'আবিল' অণুনাটকের একটি দৃশ্য।*

চতুর্থ নাটক শেষ অঙ্কে এসে। রচনা কুন্তল ঘোষ। এটিও একক অভিনয়ের নাটক। অভিনয়ে ছিলেন সাগরিকা চট্টোপাধ্যায়। গাঁয়ের মেয়ে পিয়ালি অভিনয়কে ভালোবেসে বড় হতে হতে শেষপর্যন্ত রাজ্য সরকারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মনোনীত হয়ে পরিবার নিয়ে পুরস্কার আনতে কলকাতা যাওয়ার সময় ঘটে যায় এক ভয়ংকর ঘটনা। বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে একক অভিনয়ে সাগরিকা ২২ মিনিট ধরে তাঁর অভিনয়ের মাধুর্যে জীবন্ত করে তোলেন পারিবারিক বন্ধন।

পঞ্চম তথা শেষ নাটক 'আবিল'। রচনা পূর্বাচল দাশগুপ্ত। তিন তরুণ একটি মেয়েকে ধর্ষণ করতে চায়। কিন্তু আচমকা মেয়েটির আহত হওয়াকে মৃত্যু বলে ভেবে নিয়ে এক মাছের ভেড়িতে তাকে ফেলে দিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় অনুশোচনা ও ভয়। হঠাৎ লোডশেডিং-এ বিবেকের মুখোমুখি হয় তরুণের দল, তবুও শেষরক্ষা হয় না। পুলিশের হাত ধরে মেয়েটি আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায়। মঞ্চে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আরজু রায়, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, রাহুল সিনহা, শুভদীপ রায়, সাগরিকা চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা দাশগুপ্ত। সব নাটকেই আলো মায়াজাল সৃষ্টি করেন বিমান দাশগুপ্ত। আর থিয়েটার অ্যাকাডেমির এই অণুনাটকের সন্ধ্যায় আরজু রায় এবারই প্রথম পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

প্রদর্শনীতে জীবন-বার্তা

ভাস্কর্যে, ছবিতে ছবিতে লেপ্টে ছিল আমাদের অপুষ্ট জন্মের কথকতা। সেটা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল শুধু মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম একাই নন, আমরাও সময়ের শরশয্যায় শুয়ে আছি। শিলিগুড়ির 'উত্তরের পট' তাদের পঁচিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে 'ন্যাশনাল আর্ট মিট ২০২৫' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। আর তাতেই ছিল বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়ের আঁকা ছবি শরশয্যা। প্রদর্শনীতে শিল্পী সদীপ্ত রায় ছাড়াও মানস মজুমদার, বিপদভঞ্জন শিকদার, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন ঘোষ, শুভেন্দু চক্রবর্তী, নির্মল চন্দ, গোবিন্দ রায়, মৌসুমী দে, স্বাতী মজুমদার, অর্পিতা রায় দাসের চিত্রশিল্প এবং মৈনাক ভট্টাচার্যের ফাইবার গ্লাসের ভাস্কর্যের কাজ ছিল।

শিলিগুড়ি 'উত্তরের পট' চিত্রভাস্কর্যের মহলে পরিচিত সংস্থা। কর্ণধার চিত্রশিল্পী সুভাষ চট্টোপাধ্যায় প্রতি বছরই কিছু না কিছু নতুন ভাবনা নিয়ে শিল্পমনস্ক মানুষের কাছে হাজির হন। এর আগে তাঁকে বাইরের শিল্পীদের নিয়ে আউটডোরে নেচার ওয়ার্কশপ করতে, পাহাড়ের গায়ে চিত্রশিল্প এঁকে রাখতে এবং শিল্পের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। এবারের তিন দিনের প্রদর্শনীতে বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী স্বাতী মজুমদারকে 'কলারত্ন' সম্মান জানানো হয়। এছাড়াও উত্তরের সেরা চিত্রশিল্পী ও সেরা ভাস্কর হিসেবে সম্মানিত করা হয় যথাক্রমে চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায় এবং ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্যকে। অন্যদের মধ্যে নানা পুরস্কারে সম্মানিত হন অমরজিৎ শাহ, বিপদভঞ্জন শিকদার, মানস মজুমদার, দীপায়ন ঘোষ, অর্পিতা রায় দাস, জোনাকি পাল ও নির্মল চন্দ।

- ছন্দা দে মাহাতো

সনাতনী উপস্থাপনা

ওডিশি নৃত্য আঙ্গিকে পল্লবী মানে ফোটা। যেভাবে সকালের সূর্যের আলোয় পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, যেভাবে বন্ধ আঁখিপল্লব আস্তে আস্তে খুলে যায়, ঠিক সেইভাবে। এ হল সৌন্দর্যের সেই বিশুদ্ধ রূপ যেখানে চোখের চাহনি দিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন রাগের ভাব প্রকাশ করা হয়। আর তার সঙ্গে থাকে জটিল পায়ের কাজ। নৃত্য মন্দিরমের ২৯তম সমাবর্তন উৎসবের নিবেদনে ওডিশি আঙ্গিকে শংকর বর্ণম পল্লবী সকলের মন কেড়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ওডিশি আঙ্গিকে গণেশ ও সরস্বতীবন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, নৃত্যগুরু রুনু ভট্টাচার্য, গুরু সংগীতা চাকি। শহরের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহেলী বসু ঠাকুর, দিলীপ দাশগুপ্ত, শ্রাবণী চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা ভৌমিক, গার্গী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শিলিগুড়ির যে গুটিকয়েক শিল্পী বিদেশের মাটিতে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন নৃত্য মন্দিরমের কর্ণধার সঞ্চিতা চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শাস্ত্রীয় নৃত্যকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক করার কৌশল সঞ্চিতা ভালোই করায়ত্ত করেছেন। সেজন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বা বিনোদন মাধ্যমে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার্থীদের সাফল্যের হার বেশি। সমাবর্তনে তাঁর যেসব শিক্ষার্থী সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের স্মারক সম্মান দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। এই শিক্ষাথীরা হলেন স্নেহা মুন্সী, প্রিয়দর্শিনী দত্ত, সুচিত্রা বর্মন, সুস্মিতা রায়, দেবদৃতা দেবনাথ, মল্লি রায়, সোলাঙ্কি সাহা, সোহাগ নাগ, গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা সেন, আরাধ্যা ঘোষ, দেবদৃতা উপাধ্যায়, গার্গী চক্রবর্তী, কৃতিদীপা কর্মকার, বিদিপ্তা কর, তানভি ঘোষ, আরাধ্যা কর্মকার, স্বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, তৃণাঞ্জনা দাস, আরোহী রায়, অলিভিয়া সূত্রধর, জ্ঞানাঞ্জনা পাল, অজেয়তা চন্দ্র।

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে নৃত্য মন্দিরমের সমাবর্তন উৎসবের একটি মুহূর্ত।*

কত্থক আঙ্গিকে ত্রিতাল, ধামার, চারতাল কি সওয়ারি এবং বিভিন্ন তালের ওপর ঠাট, লয়কারী, আমোদ, চক্রদার বোলের পরিবেশনে সঞ্চিতা তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীদের যে আত্মমগ্নতার পাঠ শিখিয়েছেন তাতে গুরু অমিতা দত্তের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের এই প্রাণঢালা অনুষ্ঠানকে সফল করতে তবলায় ছিলেন বিশিষ্ট তবলিয়া সুবীর অধিকারী, সেতারে পণ্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণ্ঠসংগীতে সৌভিক স্যান্যাল এবং বোলবাণীতে সঞ্চিতা নিজে। তাঁর শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজমন নৃত্য পরিবেশন দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে।

ভরতনাট্যম শৈলীতে শিক্ষার্থী শিল্পীদের রামবন্দনা, আলারিপু, কৃষ্ণবন্দনা, তিল্লানা, পুষ্পাঞ্জলির নিবেদনেও দক্ষতার ছাপ ছিল। নজর কেড়েছে অঝরা কর্মকার ও সুচিত্রা বর্মনের পরিচালনায় মায়েদের নাচের অনুষ্ঠানও। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ ও জুঁই ভট্টাচার্য।

-ছন্দা দে মাহাতো

সাহিত্যসভা

কিছুদিন আগে আজকের অনুভব উত্তরবঙ্গ শাখার ১৫২তম মাসিক সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ির প্রধাননগরে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিহারের পূর্ণিয়ার বিশিষ্ট কবি ও লেখক অজয় সান্যাল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের বিশিষ্ট কবি ও লেখক ভবেশ দাস।

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' যৌথভাবে গেয়ে শোনান বনশ্রী সাহা ও মন্দিরা ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্দিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বাসুদেব রায়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দ্বিজেন পোদ্দার, নির্মলেন্দু দাস, গোপা দাস, অন্তিম গুহ, সন্তোষ বিশ্বাস, অতুলচন্দ্র রায়, গণেশ বিশ্বাস, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, মাল্যবান মিত্র, রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার কার্যনির্বাহী সদস্য রঞ্জন সাহা।

–সম্পা পাল

আরও মনোগ্রাহী

শিলিগুড়িতে প্রতি মাসের 'কৃষ্টিকল্প' অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নৃত্যমঞ্জিলের আঙিনা চতুর্থ মাসেও ছিল দর্শক ঠাসা। পয়স্তি ও রাইমার সুন্দর একটি নাচ দিয়ে এবারের অনুষ্ঠান শুরু হয়। একে একে নৃত্যাঙ্গন, অনুরণের খুদেরা মনোগ্রাহী নাচে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ করে। সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় দুটি গানে তাঁর জাত চেনান। সুশ্রাব্য সমবেত সংগীত নিবেদন করেন 'আমরা অপরাজিতা'র মহিলা শিল্পীরা। পরিচালনায় ছিলেন সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়। কিবোর্ডে ছিলেন জয়ন্ত বসাক। আবৃত্তি নিয়ে উপস্থিত ছিল অমিতাভ ঘোষের 'কথকতা'র ছোটরা। 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা ও নন্দিনীর অংশ পরিবেশিত হয় পার্থ চৌধুরী ও সুমিতা দত্তর কণ্ঠাভিনয়ে। ওইদিনের সর্বশেষ নিবেদন ছিল বিশ্বজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'বনমালা'-র নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুক্ষ্মবিচার'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিল বাচিক শিল্পী অমিতাভ ঘোষ। কৃষ্টিকল্প'র সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন শ্রাবণী চক্রবর্তী ও বিমান দাশগুপ্ত।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

বইটই

তোমারে সেলাম

সোমশঙ্কর সিংহ ছিলেন মোথাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ। কিন্তু একটা সময় 'শিক্ষক' শব্দটি কতটা ওজনদার ছিল তা পরিষ্কার হয় সাদ্দাম হোসেন সম্পাদিত **কলমে কালিয়াচক** পত্রিকার **দ্বিতীয় সংখ্যা**-টি হাতে নিলে। সোমশঙ্কর অনেকের কাছেই ভগবানতুল্য ছিলেন। পড়ুয়াদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, বিপদে-আপদে সবার পাশে দাঁড়াতেও একটি মুহূর্ত ভাবতেন না। সেই সমস্ত স্মৃতি পত্রিকার এই সংখ্যায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন বহু লেখক। বহু টুকরো ছবি পাঠকের বাড়তি পাওনা। সোমশঙ্কর আজ নেই। কিন্তু পত্রিকার এই সংখ্যা তাঁকে আরও বহুদিন আমাদের সবার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে। ভালোভাবেই।

আজও প্রাসঙ্গিক

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের অঙ্গনে পবিত্রভূষণ সরকারের অবদান সবারই জানা। প্রচুর পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিও করেছেন। যে সমস্ত নাটক ও গীতি আলেখ্যগুলি লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে ১৯৫৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১২টিকে বেছে নিয়ে পাঠকদরবারে পৌঁছেছে **মঞ্চ সফল নাটক ও গীতি আলেখ্য**। বিষয়বস্তু ছুঁয়ে গিয়েছে সময়ের সংলাপ থেকে শুরু করে অরাজকতা, শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দ, নভেম্বর বিপ্লব ইত্যাদিকে। লেখাগুলি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠার জো নেই। এসব নাটক ও গীতি আলেখ্যর বেশিরভাগই মঞ্চস্থ হয়েছে। লেখকের আশা, 'ভবিষ্যতেও যদি এগুলি মঞ্চস্থ হয় তবেই এসবের বার্তা আরও বেশি করে সবার কাছে পৌঁছাবে।'

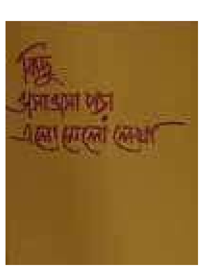

সযত্নে লেখা

আমাদের বেশিরভাগই কিছু পড়ি আর নিজেরা কিছু লেখার চেষ্টা করি। জলপাইগুড়ির সুভাষ কর্মকারও করেছেন। তাঁর সেই সমস্ত লেখা কয়েকটি জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। ওই সমস্ত লেখা থেকেই বাছাই করা কয়েকটিকে নিয়ে তাঁর সংকলন **কিছু ভাসা পড়া এলোমেলো লেখা**। বইয়ের নাম যাই হোক না কেন লেখাগুলি যে বেশ সযত্নে লেখা তা এটি হাতে নিলেই বেশ বোঝা যায়। বিষয় ছুঁয়ে গিয়েছে গোরা থেকে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প, শামসুর রহমানের কবিতা থেকে শুরু করে পার্সি শববাহকদের জীবনকথা, আরও অনেককিছুকেই। দেবাশিস সরকার ও নচিকেতা দেবের উদ্যোগে বইটির ছিমছাম প্রচ্ছদটি চোখ টানে।

সাতে পদার্পণ

কোচবিহার থেকে অভিজিৎ দাশের সম্পাদিত **গোড়ো আসবেই** ছয় পেরিয়ে সপ্তম বর্ষে পা দিল। পত্রিকার **সপ্তম সংখ্যা**টি অধ্যাপক ডঃ সুশান্তকুমার চক্রবর্তীর স্মৃতিতে নিবেদিত। তাঁর লেখা একটি পূর্ব প্রকাশিত গল্প পত্রিকার এই সংখ্যায় ঠাঁই পেয়েছে। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের লেখা 'পাকিস্তানের শেষ চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও রাজমাতা বিনিতা রায়' পাঠকমনকে সমৃদ্ধ করে। সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষে খোদ সম্পাদকের শ্রদ্ধার্ঘ্য পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পদ। গৃহশিক্ষকতাকে কেন্দ্র করে দীপালোক ভট্টাচার্য যে লেখাটি লিখেছেন সেটি পাঠকমনকে ভরাবেই। বাংলা উপন্যাসে বিশ্বায়ন নিয়ে চিরঞ্জিত মান্ডির লেখাটি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণেন্দুকুমার নাগের সৃষ্ট প্রচ্ছদটি বেশ।

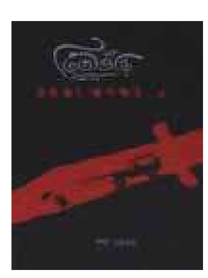

রহস্যে মোড়া

বর্ষা নেমে গিয়েছে। জানলার ধারে বসে হাতে একবাটি চানাচুর নিয়ে ডিটেকটিভ গল্প পড়ার সেই স্মৃতিতে ডুব দিতে অনেকেরই ইচ্ছে করে। সেই সুখস্মৃতি ফেরাতেই হাজির **তিস্তাগুড়ি**-র **রহস্য সংখ্যা ১**। মূল বিষয়ের ওপর লেখা মাল্যবান মিত্র, বিশ্বজিৎ লায়েক, শুভশ্রী দাসের লেখা প্রবন্ধ পাঠকমনে বহু অজানা তথ্যের জোগান দেয়। আর্নল্ড বেনেটের লেখা 'মার্ডার' গল্পটি সৌম্য ঘোষ অনুবাদ করেছেন। পড়তে বেশ। এছাড়া সুপর্ণা সরকার ও সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী সম্পাদিত এই পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যায় যেমন থাকে এটিতেও সার দিয়ে গল্প, অণুগল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, কবিতারা হাজির। রয়েছে কবি উৎপলকুমার বসুর একটি সাক্ষাৎকার। অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

আন্দোলন থিতিয়ে গিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ঘৃণার আগুন এখনও জ্বলছে। বিচারে সন্তুষ্ট নয় সবাই। এক বছর পর সেই অসন্তোষের আগুন খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

প্রতিবাদের ১ বছর

উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ প্রয়োজন

অপর্ণা বাগচী
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, জলপাইগুড়ি

এ রাজ্য এবং রাজ্যবাসী ভালো নেই। বিষণ্ণ মন যেমন শরীরের সুস্থতার পথে বাধা সৃষ্টি করে তেমনই রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিও রাজ্যবাসীকে ভালো থাকতে দিচ্ছে না। আরোগ্য কীভাবে, তা নিয়ে প্রশাসনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

৯ অগাস্ট ২০২৪। আরজি কর হাসপাতালে ৩৬ ঘণ্টা কাজের শেষে বিশ্রামরত স্নাতকোত্তর পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার ঘটনায় রাজ্যবাসী এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যে এই ঘটনার প্রতিবাদ এক বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়। একটি নির্ভীক প্রাণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কর্তৃপক্ষের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলে আঘাতে আঘাতে আক্ষরিক অর্থেই দুমড়েমুচড়ে দেওয়া হয়েছিল তার বিশ্বাস ও শরীর। তাতেও রেহাই নেই। জীবিত থাকবার অধিকার হারাতে হয় মেয়েটিকে। শুধু তাই নয়, হত্যা পরবর্তী সময়ে যে অসীম দ্রুততায় কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে নামমাত্র পোস্ট মর্টেমের পর মেয়েটির অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হয়েছিল তাতে সাধারণ মানুষের বুঝতে বাকি থাকে না প্রবল প্রতাপশালী স্বাস্থ্য আমলাতন্ত্র ও রাজ্য প্রশাসন একে 'একটি ঘটনামাত্র' বলে দাগিয়ে দিতে তৎপর। মানুষ বুঝতে পারে থ্রেট কালচারের ঘুণপোকা কীভাবে কিছু মানুষের মেরুদণ্ডকে বন্ধক রাখতে বাধ্য করছে। বুঝতে পারে শাসকের কুকর্মের বিরোধিতার শাস্তি কী ভয়ংকর হতে পারে।

তাই গর্জে ওঠে মানুষ। জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিবাদ দিয়ে যে আন্দোলনের শুরু তা আপামোর জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে উত্তাল গণজাগরণের সূচনা করল। মহানগর ছাড়িয়ে জেলা শহর মফফসলেও আছড়ে পড়ল এই আন্দোলনের ঢেউ।

আমাদের শহর জলপাইগুড়িতেও আন্দোলন চলল তীব্রভাবে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ১৪ অগাস্ট, ২০২৪ রাত দখল করল মেয়েরা। মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিয়ে সুসংহত আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করা এবং আন্দোলন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দলমতনির্বিশেষে সহমর্মী মানুষজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদ। নাগরিক সংসদের আহ্বানে ২৫ অগাস্ট প্রায় ৫৬টি সংগঠন এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ পা মিলিয়ে ছিল এক প্রতিবাদ মিছিলে। ইতিহাস সৃষ্টি হয় এই জেলায়। নাগরিক সংসদ, সাধারণ মানুষ সহ বিভিন্ন নাট্য গোষ্ঠী, সংগীতশিল্পীরা একেক রকমভাবে নিজেদের প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরেন। আওয়াজ তোলেন অভয়ার বিচার চেয়ে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী পরিষেবা ব্যাহত না করে প্রতিবাদ করেন এধরনের ঘৃণ্য ঘটনার। জুনিয়ার চিকিৎসকরা বসেছিলেন অনশনে। পথনাটিকার মধ্যে দিয়ে অভয়ার সঙ্গে ঘটে যাওয়া পৈশাচিক ঘটনা সহ কীভাবে সমস্ত স্বপ্ন নিমেষে শেষ হল, তা তুলে ধরেছিলেন শিল্পীরা। অভয়ার প্রতীকী ছবির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে সকলেই চাইছিলেন অন্যায়-অত্যাচারের অন্ধকার দূর হোক।

এখানেই শেষ ছিল না। সে বছর অনেকেই নতুন পোশাক কেনেননি, যাননি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর মণ্ডপে। এমনকি নাগরিক সংসদের সদস্য সহ সাধারণ মানুষ পুজো প্যান্ডেলের পাশে মঞ্চ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিচার চেয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা সহ শহরের বেশ কিছু পুজোমণ্ডপের থিম ভাবনায় ফুটে উঠেছিল নারীদের কথা

অভয়ার বিচারের দাবিতে যে আন্দোলন গত একবছর ধরে চলছে তা মানুষের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত। তাই এতে সততা ও স্বচ্ছতা রয়েছে। আর তাই সমাজের সব স্তরের সব বয়সের মানুষ এতে শামিল হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এমন আর কোনও ঘটনা বোধহয় নেই, যা কিনা আবালবৃদ্ধবনিতাকে পথে নামিয়েছে। সকলের এই অংশগ্রহণ বার্তা দেয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হতাশা এবং প্রতিবাদস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ। জুনিয়ার চিকিৎসকদের পাশে থেকে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষ চুপ থাকবে না। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'- এর দাবি থেকে সরবে না। মাননীয়ার অনুরোধে মানুষ উৎসবে ফিরলেও উৎসবকে ঘিরেও হয়েছে প্রতীকী প্রতিবাদ।

জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের পক্ষ থেকে অভয়া এক বছর হলেও পরিপূর্ণ বিচার না পাওয়ায় ৯ অগাস্ট আবার মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। ১৪ অগাস্ট ফের হবে রাতদখল। ন্যায়ালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা চলতে থাক, প্রশাসন এ সুযোগে নতুন নতুন ঘুঁটি সাজাক। মানুষ সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

অভয়ার ঘটনার পর বিগত একবছরেই অসংখ্য ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটেছে। কসবা ল' কলেজের ঘটনা সাম্প্রতিক উদাহরণ। মানুষ থ্রেট কালচারের ভয় কাটিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ না করলে, এধরনের ঘটনা বেড়েই চলবে। আমাদের রাজ্য তো বটেই, দেশেও মেয়েরা একেবারেই নিরাপদ নয়। আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা সহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার স্বার্থে এক সুস্থ সমাজ গড়তেই হবে। এই অঙ্গীকার নিয়েই এবারেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হোক।

ভেদাভেদ নয়, মানুষ বলে গণ্য হতে চাই

চন্দ্রাণী ঘোষাল
নাট্যব্যক্তিত্ব, কোচবিহার

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল বলেছেন,
'আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'

কিন্তু কোথায় সেই নারীর মর্যাদা? কোথায় নারীর সুরক্ষা? গত বছর ৯ অগাস্ট মধ্যরাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত জুনিয়ার চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তারপর গঙ্গা কিংবা তোর্ষা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়াতে বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কী হল? কোচবিহারের মেয়েরা এখনও নিজেদের সুরক্ষিত বলে মনে করতে পারে না। প্রশাসন শুধুমাত্র না বোঝার ভান করে।

অভয়ার ঘটনা ঘটার পর রাতের সাথী প্রকল্প চালু হয়েছে। বলা হল, মেয়েরা দিনে ডিউটি করুক, রাতে নয়। তাহলে এবার প্রশ্ন, অভয়াকে প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান যোগ্যতা নিয়েই ডাক্তারি পাশ করতে হয়েছিল। সেসময় কি তাকে বলা হয়েছিল, সে রাতে ডিউটি করতে পারবে না? প্রশাসন কেন নিজেদের প্রশ্ন করছে না, তারা কর্মস্থল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সুরক্ষা দিতে পারছে না কেন?

কোচবিহারে ডাওয়াগুড়ি থেকে পুণ্ডিবাড়ি সহ বহু জায়গায় একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ফালাকাটায় শিশুকে ধর্ষণ করে মেরে বস্তায় ভরে ফেলে দিয়েছে। জয়গাঁয় ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। কোচবিহারে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে নিকট আত্মীয়র দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়েছে। ধর্ষণের সংখ্যা বলে শেষ করা যাবে না।

যে কোচবিহারে রাত্রি দশটায় অনায়াসেই মেয়েরা ঘুরে বেড়াত, আজ কোচবিহারে আমাদের রাত্রি দশটার সময় বাড়ি থেকে বের হতে দশবার ভাবতে হয়। ছোট ছোট মেয়ে যখন প্রাইভেট টিউশন পড়ে বাড়িতে ফেরে, হয় তাদের মায়েদের সঙ্গে যেতে হয়, নাহলে রাস্তার মোড়ে মায়েদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

অফিস থেকে মেয়ের বাড়িতে ফিরতে দেরি হলে মা ফোন করে জানতে চান কেন দেরি হচ্ছে? রাত দশটার পর মদ্যপ টোটোচালকের পাল্লায় পড়তে হয় কোচবিহারে। নিঝুম রাস্তায় বেশি রাতের দিকে মোড়ের মাথায় যখন কিছু ছেলেপুলে মদ্যপ অবস্থায় আড্ডা দেয়, তখন পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে সত্যিই গা ছমছম করে।

প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, আমরা নিরাপত্তা চাই। পুরুষ-নারীর কোনও ভেদাভেদ চাই না। আমরা মেয়েরা মানুষ বলে গণ্য হতে চাই। আর যতদিন না পর্যন্ত অভয়ার ন্যায়বিচার পাব, যতদিন না নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা মেয়েরা পথেই থাকব।

অভয়া কাঁদছে, সে বিচারহীন

তিতীর্ষা জোয়ারদার
কবি, শিলিগুড়ি

নারী সুরক্ষার প্রশ্নটি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা অবহেলিত এবং অবদমিত। আমরা সমকালীন হচ্ছি, তবে আধুনিক হচ্ছি কই?

একবিংশ শতাব্দীর মাঝে দাঁড়িয়ে কৃষ্টি ও তথাকথিত প্রগতিশীলতা দিয়ে ঘেরা কলকাতা শহরের বুকে ঘটে গেল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট, আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হল এক তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষিত, ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা তথা গোটা বাংলায় প্রতিবাদ আন্দোলন চলেছে দীর্ঘদিন। চিকিৎসক সমাজ, মহিলাদের পাশাপাশি দেশের মানবিক মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। আওয়াজ উঠল, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস!'

কেউ কেউ প্রশ্ন করে বসলেন, 'ফর হোয়াট?' কেউ বললেন লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কেউ বললেন নিপীড়নের বিরুদ্ধে, কেউবা আওয়াজ তুললেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত কাঠামো এবং নিরাপত্তার অভাবের বিরুদ্ধে, নারীদের ওপর নিরন্তর হিংস্রতার অবসান ঘটাতে সচেতনতার ডাক দিলেন অনেকে। নারীরা রাত দখলের ডাক দিয়েছিলেন। ১৪ এবং ১৫ অগাস্টের সন্ধিক্ষণে রাত দখলে নেমেছিলেন কলকাতা সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা, গ্রাম-শহরের মেয়েরা। ভারতবর্ষ দেখেছিল এক নতুন গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। একটি তিন বছরের কন্যা মায়ের কোলে মিছিলে শামিল হয়ে স্লোগান দিয়েছিল, 'আমরা নারী নির্যাতনের বিচার চাই'। পুরুষরা দিয়েছিলেন নীরব অথচ দৃঢ় সমর্থন।

এরপর সাধারণ মানুষ-ডাক্তার-অধ্যাপক-সমাজকর্মীদের লাগাতার মিছিল, লালবাজারে অবস্থান, এত মানুষের চোখের জল, ক্ষোভ... অথচ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে অভয়া কাঁদছে, সে বিচারহীন। বিচারহীনতার এক বছর। কতটা ব্যর্থ আমরা? একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের একটি কথা মনে পড়ে যায়, যুদ্ধ কেবল জয়ের জন্যই লড়া হয় না, মানুষ লড়ছে- এটা জানানোও প্রয়োজন।

সংহতি ও প্রতিবাদের ভাষা কেবল একটি মায়ের সন্তানের জন্য নয়, রাজ্য এবং দেশে ঘটে চলা সমস্ত অসাম্যের বিরুদ্ধে একটি আওয়াজ। নিপীড়ক যত মারবে, লড়াই ততই বাড়বে। নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদার লড়াই।

লিঙ্গের ভিত্তিতে শোষক এবং শোষিত দ্বিবিভাজন যে সমাজে রয়েছে, প্রতিবাদ সেখানে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক। এই রাজনীতি কোনও নির্দিষ্ট দলের পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়া না হলেও ভীষণভাবে লিঙ্গ-রাজনৈতিক একটি লড়াই। মিছিলে অনেকসময় অনেকেই বলেছিলেন, ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি জড়াবেন না। কোথাও গিয়ে এই অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ প্রতিবাদ, বিচারকে স্থগিত করল কী? প্রশ্ন থেকে যায়। যে কোনও প্রতিবাদ মানেই কিন্তু আসলে পক্ষ নেওয়া। রাষ্ট্র যেখানে উদাসীন, সেখানে মানুষকে ন্যায়ের পক্ষ তো বেছে নিতেই হবে।

অভয়ার আর্তি, আসলে দেশের প্রতিটি মেয়ের ব্যথার সুর। একটি বড় ঘটনা সামনে এলে আমরা নড়েচড়ে উঠি, অথচ গ্রামাঞ্চলের রাবেয়া থেকে শহরের ছোট্ট মেয়েটি, আরজি করের ডাক্তার থেকে লোকাল ট্রেনে সন্ধ্যার পথে বাড়ি ফেরা ক্লান্ত নারীর চোখের জল জানে তারা সুরক্ষিত নয়। হ্যাঁ, সমাজকে শোষণমুক্ত করতে আমরা খানিকটা ব্যর্থ। মানুষ নীতি ব্যবস্থা, আইনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। তবুও সমাজের ওপর আস্থা হারানো পাপ। রাষ্ট্র যত শোষণযন্ত্র হয়ে উঠবে, নারীরা তত হয়ে উঠুক দ্রোহী। হয়তো একটু বড় ভাবনার সময় এসেছে, সময় এসেছে একটি ছোট ঘটনা থেকে পুরো সমাজের মনন, সমাজে নারীর অবস্থান এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার।

আত্মাভিমানের দাম কি সত্যিই নগণ্য

প্রদীপ্তা সরকার
শিক্ষিকা, বালুরঘাট

প্রাণের শহর বালুরঘাট। ছোট থেকে এখানেই বেড়ে ওঠা। স্কুল জীবন, কলেজ জীবন এমনকি কর্মজীবনও এখানেই। বয়স যত বেড়ে চলেছে আগেকার বালুরঘাটের সঙ্গে এখনকার বালুরঘাটের একটা পার্থক্য নজরে আসে। শহরের জমজমাট জায়গায় বাড়ি হওয়ার কারণে অনেক বিষয়ই না দেখে থাকতে পারি না। আমাদের সময় ছিল অন্যরকম। মেয়েরা ৯টার পর বাইরে প্রায় কেউ থাকতই না। এখন যখন দেখি রাত্রি দশটাতেও দু'-চারটি মেয়ে স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছে, কোথাও একটা খুব শান্তি বোধ হয় জানেন! মনে হয়, এই তো একটু সুস্থ পরিবেশ আমরা দিতে পারছি। যেখানে মেয়েদের কোনও আলাদা শ্রেণি নয়, নিছক মানুষ হিসেবেই সবরকম আনন্দ করার অধিকার আছে। ভাবতে ভালো লাগে, এখনকার মেয়েরা কোনও অংশেই নিজেদের পিছিয়ে পড়া, ঘোমটার আড়ালে থাকা জীব বলে ভাবে না। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই সুখ দু'চোখ ভরে দেখার পরই মনে পড়ে, বাসে অল্পবয়সি মেয়েটার কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকার স্মৃতি, 'বুড়ো কাকু'-টি তাকে অবলা প্রমাণ করতে সচেষ্ট। পিছন থেকেই সরে দাঁড়াতে বলি চিৎকার করে। বাসের অন্য লোকজনও দু-চার কথা বলে। কিন্তু ঠিক আর কোন কোন জায়গায় পাহারা দেওয়া সম্ভব! সবসময়ই কি কেউ না কেউ প্রতিবাদ করে মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য তার পাশে থাকবে? আনন্দটা মাটি হয়ে যায়! আমার মেয়ে সবে সেভেনে পড়ে, ওকে সাবধানে চলাফেরা করতে বললেই ও অবাক হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করে 'কেন মা?' তখন মাথাটা নীচু হয়ে যায়। বলতে পারি না, এ সমাজ এখনও তোদের বেড়ে ওঠার পক্ষে নিরাপদ নয়। কেন হয় বলুন তো এমনটা? শহরের মাঝখান থেকে টাকার ব্যাগ চুরি হয়ে যায়। সেদিনই দেখছিলাম বাড়ির সামনে একজন মেয়েকে সবাই মিলে আটকাচ্ছে। কারণ, তার স্বামী নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করায় আর সে যেতে চায় না তার বাড়ি। চলে যাবে সে যেখানে দু'চোখ যায়। কিন্তু সেটা কোথায়? সেইখানে কি সে নিরাপদ? পিছন পাড়ার একটি বৌ-কে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে কাঁদছে আর অপেক্ষা করছে কখন তার বাড়ির লোক ফিরবে। বুঝি, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েরা চট করে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সেই কবেকার অন্দরমহলের মেয়েরাই এখনও আমার বালুরঘাটে আছে ভেবে কষ্ট হয়। স্বপ্ন দেখি সুস্থ বালুরঘাটের, যেখানে একটাও কালো দাগ নেই। টুকটাক নাটক করার সুবাদে যখন রাতে একা রিহার্সাল করে বাড়ি ফিরি কেমন একটা অস্বস্তি কাজ করে। টোটোর দাদা থেকে শুরু করে পাশের সিটে বসা ভাইটিকেও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকি। কিন্তু দীর্ঘদিন নিরাপদেই বাড়ি ফিরছি। ক্ষমা চাই মনে মনে তাদের কাছে। কিন্তু মনের মধ্যেকার এই 'সন্দেহ' কে ঢোকাল বলুন তো?

অবাক করা একটা বছর! দিন বসে থাকেনি। বিদ্রোহ করেছি, রাত দখলও করেছি। আবার বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েও পড়েছি। এখনও ফোনের রিংটোনটা বদলানো হয়নি। যখন ভিড় বাসে অথবা রাস্তাঘাটে, ভরা মজলিসে ফোন বেজে ওঠে, সবাই তাকায়। 'আর কবে? আর কবে?'

একজন মহিলা নয়, একজন মানুষ হিসাবে প্রশ্ন 'আত্মাভিমানের দাম কি সত্যিই খুব নগণ্য?'

আমরা এখনও বিচার চাই

সঞ্চিতা দাশ
কবি, আলিপুরদুয়ার

এক বছর হয়ে গেল অভয়া কাণ্ডের কোনও কূলকিনারা হল না। তরুণী চিকিৎসকের ওপর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক নির্যাতন এবং খুনের ঘটনার সুবিচার পেলাম না আমরা। বিচারের আশায় অভয়ার বাবা-মা আজও কোর্টের দরজায় দরজায় ছুটে চলেছেন। মানুষ কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি ৮ অগাস্ট গভীর রাতে ঘটে যাওয়া সেই বীভৎস ঘটনার কথা। প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষের অন্তঃস্থলে তা তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে।

এই বাংলায় যে কোনও বয়সের মেয়েদের ধর্ষকদের হাত থেকে যেন নিস্তার নেই। পকসো সহ অসংখ্য ধর্ষণ ও খুনের মামলা ঝুলছে বিভিন্ন আদালতে। দু'-একটি মামলা বিচার পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচারের নামে প্রহসন চলছে। এসবের মধ্যেও আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরটি নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা সমাজকে। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সবাই। প্রকৃতপক্ষেই এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এটা কোনও প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ বা অলিগলির ঘটনা নয়। ঘটনাস্থল আরজি কর পশ্চিমবঙ্গের একটি নামী মেডিকেল কলেজ। সেখানেই মেয়েটির কর্মক্ষেত্র। নিজের কর্মক্ষেত্রে, এত লোকের ভিড়ের মধ্যে তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হল। যে কোনও মেয়ে ধর্ষিত হলে, এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সেই নিগৃহীতা মেয়েটির পোশাক, রাতবিরেতে একা বাইরে চলাচল করা, এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এক্ষেত্রে তো তেমন কোনও অভিযোগের জায়গাই নেই। তাহলে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়?

অভয়ার ওপর আক্রমণ হয়েছিল গভীর রাতে। তবে কি রাতে মেয়েরা নিরাপদ নয়? প্রতিবাদে তাই মেয়েরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, রাতটা সবার। আমাদেরও। চলো রাতের দখল নিই। শুধু শহরের সচেতন মহিলারাই নয় গ্রামগঞ্জের মেয়েরাও তাতে সাড়া দিল। একটাই দাবি, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস!'

অভয়ার ঘটনায় আমরাও ধাক্কা খেয়েছিলাম প্রচণ্ড। অনবরত কথা হত শিক্ষক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সহ নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে। হঠাৎই এই রাত দখলের কর্মসূচিতে একটা প্রকাশ্য প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেলাম। তৎক্ষণাৎ কবি মধুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কথা হল। আমি, মধুমিতাদি এবং সংগীতশিল্পী মৌসুমি ভট্টাচার্য ঠিক করলাম, আমরাও রাত দখল করব আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্টে। গান, আবৃত্তি আর স্লোগান হবে প্রতিবাদের ভাষা। পুলিশ মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিল না। কুছ পরোয়া নেহি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করার পর অনেকের ফোন আসতে লাগল। তারা আমাদের সঙ্গে শামিল হতে চায়। এ ছাড়াও শহরের গণ্যমান্য অনেক পুরুষমানুষও আমাদের পাশে আছেন বলে জানালেন। মানবিক মুখ, বিয়ন্ড হরাইজন পাবলিকেশন সহ বিভিন্ন সংস্থা ও নাট্যদলগুলি ফোন করে জানাল, তারা পাশে আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার পোস্ট দেখে শামুকতলা থেকে আবৃত্তিকার সুপ্রিয়া দেবনাথ, শিউলি পাল, শিক্ষিকা সুপ্রিয়া দাশ আমায় ফোন করে জানালেন, সঙ্গী হতে চান তাঁরাও। যশোডাঙ্গা থেকে কলেজে পড়া মেয়ে পূজা দাস, অনুরিমা বিশ্বাস, কামাখ্যাগুড়ি থেকে শিক্ষিকা ও বাচিকশিল্পী সঞ্চয়িতা নাগও একই কথা বললেন। সবাই প্রস্তুত হল রাত দখল করতে।

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলে এল মেয়েরা। যাঁরা কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাঁরাও এসেছিলেন। অনেক বয়স্ক মহিলা, ঠিকমতো চলতে পারেন না, তাঁরাও এসেছিলেন। সবার মুখেই প্রতিবাদের ভাষা। এ ছিল সকলের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান।

আমাদের এই জমায়েত ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। ভেবেছিলাম, সরকারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভায় অনেকেই উপস্থিত হতে চাইবে না। সব ভুল প্রমাণিত করে লাখো মেয়ের কণ্ঠস্বর সেদিন আলিপুরদুয়ারের রাতের আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তারপরেও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাট্যদল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শহরে এবং গ্রামে জমায়েতের ডাক দিয়ে খোলা আকাশের নীচে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কিন্তু এতকিছুর পরেও আজও বিচার পেল না অভয়া। অভয়ার মা-বাবা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। নতুন করে মোড় নিচ্ছে মামলা। আবার আন্দোলন গড়ে তোলার সময় এসেছে। প্রয়োজনে আবার পথে নামব। আন্দোলন গড়ে তুলব। মধুমিতাদি এবং আরও অনেকের সঙ্গেই কথা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, অভয়া বিচার পাবেই।

৩ অগাস্ট ছিল ‘ফ্রেন্ডশিপ ডে’। বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক, যা উদযাপন করা যায় বছরভর। তাই এ সপ্তাহের প্রচ্ছদ ‘বন্ধুত্ব’ নিয়েই। সেই সম্পর্কের নানা রং ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে দুটো ভিন্ন স্বাদের লেখার মাধ্যমে।

ফালাকাটা

প্লাস্টিকে ‘না’, কাপড়ের ব্যাগে কল্পনা

ভাস্কর শর্মা

রঙিন কাগজ, পুরোনো বা ছেঁড়া কাপড় ও চাদর দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাগ। পড়ুয়াদের রংতুলির আঁচড়ে সেই ব্যাগের ওপর ফুটে উঠছে পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা এবং দৃশ্যপট। গ্রামবাংলার পরিচিত ছবি থেকে বনজঙ্গল, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত। প্লাস্টিকের বদলে সেই ব্যাগ এখন ব্যবহার করছে ওরা। কর্মসূচির পোশাকি নাম ‘শিশুমন’। প্লাস্টিক ব্যবহারের অভ্যাস বদলাতে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের তরফে এমন উদ্যোগ।

ফালাকাটার প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকস্তরের বিভিন্ন স্কুলে সপ্তাহে একদিন করে শিবির হয়। সেখানে পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজন কিংবা নিজেদের বাড়ি থেকে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, বোতল ইত্যাদি এনে জমা দেয় ছোটরা। আনেন অভিভাবকরাও। তারপর নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে সংগ্রহ করা হয় সেগুলো। পৌঁছে যায় ব্লকের কাদম্বিনী চা বাগান এলাকার প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে। বিডিও অনীক রায়ের কথায়, ‘বাজার থেকে একদিন প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করে দীর্ঘমেয়াদি লাভ হয় না। তাঁদের বিকল্প তৈরি করে দিতে হবে। তাই কাগজ এবং কাপড়ের ব্যাগের ভাবনা।’

রঙিন কাগজ দিয়ে মিনিটকয়েকের মধ্যে ব্যাগ তৈরি করা শেখানো হচ্ছে খুদেদের। কেউ কেউ সেই ব্যাগের ওপরে আঁকছে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। যে সমস্ত জামাকাপড়, বিছানার চাদর আর ব্যবহার করা হয় না- সেগুলো সেলাই করে ব্যাগ বানিয়ে দেন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মহিলারা। এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজ্যের উৎকর্ষ বাংলার প্রশিক্ষণ শিবির। তারপর কাপড়ের ব্যাগগুলো আসে স্কুলে। পড়ুয়ারা তার ওপর নিজের মনমতো ছবি আঁকে, নকশা করে। আকাশ পাল নামে এক পড়ুয়ার কথায়, ‘স্কুলে ফাঁকা সময়ে কাপড়ের ব্যাগের ওপর ছবি আঁকতে বলেছেন স্যার-ম্যামরা। নতুন কিছু করতে পেরে ভালো লাগছে।’ একই কথা শাবানা ইয়াসমিন, ঋত্বিকা পালদের।

এভাবে হাতের কাজ শেখার পাশাপাশি শিশুমনে জাগে কল্পনাশক্তি, নান্দনিকতা। বিকাশ হয় শিল্পীসত্তার। জটেশ্বরের একটি স্কুলের শিক্ষক অরিজিৎ চন্দর কথায়, ‘প্লাস্টিকের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করতে হবে। ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে শামিল হয়েছে আমাদের স্কুলের বাচ্চারাও।’

এসবের পাশাপাশি গান, ছড়ার মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সচেতনতামূলক বার্তা। একটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা দলবেঁধে পাশের তিনটি স্কুলে গিয়ে সেখানকার পড়ুয়াদের সচেতন করছে। পুরো কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে রয়েছেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়। বললেন, ‘এখন থেকেই প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝাতে হবে। ওরা দেশের ভবিষ্যৎ। ছোটরা নিজে থেকেই প্লাস্টিকের ব্যবহারে না করছে দেখলে, স্বস্তি পাই।’

ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয়

লোভে পাপ আর পাপে পাচার, প্রতারণা

শতাব্দী সাহা

ধরো একজন অচেনা লোক এসে বলল, সে তোমার বাবার বন্ধু। তারপর তোমাকে একটি চকোলেট দিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল। তখন তুমি কী করবে?

প্রশ্নটি শুনে সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটি মেয়ে হাত উঁচিয়ে বলল, ‘মা আমাকে বলেছে, অপরিচিত লোককে সহজে বিশ্বাস করতে নেই। কোথাও যাব না। চকোলেটও খাব না।’

খুদের উত্তর শুনে হাসি খেলে গেল পুলিশ আধিকারিকের মুখে। এটাই তো চাই। সীমান্ত এলাকায় নানাধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ হচ্ছে। তাই সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। পড়ুয়ারা যেন ভুল পথে পা না দেয়, সেজন্য ঠিক আর ভুলের পার্থক্য বোঝানো দরকার তাদের। স্কুল থেকে শিখে গিয়ে ওরা বাড়িতে বলবে। ক্লাসে কী বোঝালেন ‘পুলিশকাকুরা’, সেই গল্প শোনাবে পাড়ার কাকু-কাকিমা, দাদা-ভাই আর দিদি-বোনদের। এই উদ্দেশ্যে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটবাড়ি সীতানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির হল। সিআই ভাস্কর প্রধান, ওসি মেখলিগঞ্জ মণিভূষণ সরকার ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন অন্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা।

কী নিয়ে আলোচনা? ওসি’র ব্যাখ্যায়, ‘কৈশোর মন ভীষণ চঞ্চল। সহজে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ওরা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। তাই বাল্যবিবাহের কুফল, মানব পাচার, পকসো আইন, সাইবার ক্রাইম, ডিজিটাল অ্যারেস্ট ও ট্রাফিক রুলস ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হল। ছোটদের মধ্যে ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি তৈরি করতে হবে।’

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিবস রায়চৌধুরী জানালেন, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় দুশোরও বেশি পড়ুয়া শিবিরে অংশ নিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁর কথায়, ‘বাচ্চাদের সঙ্গে ওদের মতো করে মিশতে হয়। তাই গল্পের ছলে আলোচনা করেছেন অফিসাররা। পুলিশের তরফে পড়ুয়াদের একটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে।’

অভিজ্ঞতা কেমন হল খুদেদের? নবম শ্রেণির কল্যাণ রায় বলল, ‘পুলিশকাকুরা সাবধানে থাকতে বলেছেন। যে কোনও সমস্যায় পড়লে একটি নম্বরে ফোন করতে বলেছেন। এখানে যা জানলাম, বাড়িতে গিয়ে মা’কে সব বলব।’ দ্বাদশ শ্রেণির রুমানা পারভীনের কথায়, ‘এখন ডিজিটাল যুগ। মোবাইল, ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি। সেই সুযোগ নেয় দুষ্টু লোকরা। প্রতারণা করে। মানুষের কষ্ট করে জমানো টাকা চুরি করে। তাই আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে।’

অপর এক পড়ুয়ার উপলব্ধি, ‘লোভ ভালো জিনিস নয়। লটারির টাকা জেতানোর নামে প্রতারণা, বড় চাকরি দেওয়ার নামে পাচার চলছে। তাই লোভ করা যাবে না। মন দিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে বলেছেন অফিসাররা।’

বন্ধুত্বের শামিয়ানা যেন আকাশছোঁয়া

প্রদীপ্তা চক্রবর্তী

রামধনু, ঝালমুড়ি
হাফ টিকিট, আব্বুলিশ
বিটনুন আর চুরমুরের
গল্প বল, বন্ধু চল...।

বন্ধুত্বের বিরাট শামিয়ানাটা যেন ধরা পড়ে অনুপম রায়ের গানে। ‘বন্ধু’ একটা ছোট্ট শব্দ। কিন্তু গভীরতার থই পাওয়া ভার। অর্থ বুঝতে প্রায় একটা জীবন লেগে যায়। বাবা-মা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন সবই তো ঠিক করে দেওয়া। কিন্তু বন্ধুত্বের সূচনা তো আমাদের হাতে। তিল তিল করে যার ইমারত গড়ে ওঠে। পাশের বাড়ির সমবয়সি কেউ বা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে স্কুলের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে সেই যে শুরু, তার রেশ তো অনেকসময়ই থেকে যায় জীবনভর।

ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সঙ্গে জুড়ে যায় দুই বা তার বেশি জীবন। মনে মনে বিপদে-আপদে, ভালোমন্দয় পাশে থাকার অঙ্গীকার আপনা থেকেই তৈরি হয়। অল্পবয়সের নিষ্পাপ বোধ কাটতে শুরু হওয়ার পর যদি বন্ধনটা শক্ত অনুভূত হয়, তার চেয়ে বড় সম্পর্ক আর কীই বা হতে পারে। সে এক আত্মিক বন্ধন। একসঙ্গে চলতে থাকে দুই বা তার বেশি প্রাণ। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু সম্পর্ক কখনও অজান্তে হারিয়ে যায়। তখন বোঝা যায়, সম্পর্কটা আসলে বন্ধুত্বের ছিল না। দিনকয়েক কিংবা কয়েক বছরের সহ যাপন মাত্র ছিল।

পরীক্ষায় কেউ কারও চেয়ে নম্বর পাওয়ার ঈর্ষা বা হীনম্মন্যতা কিংবা কারও গায়ের রং, কারও জাত ইত্যাদির জন্য তাচ্ছিল্য সম্পর্কে ইতি টানে। কেউ কেউ স্কুল পেরিয়ে অন্য কোথাও পড়তে গিয়ে আরও অনেকের ভিড়ে ফেলে আসা সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। তবে কখনো-কখনো পুরোনো একটা-দুটো ঘটনা স্মৃতিকাতর করে তোলে। আবার তৃতীয় কারও প্ররোচনায় ভুল বুঝে দূরে সরে যাওয়া কিংবা অন্যের কিছু কথা, কাজে আঘাত পেয়ে নিঃশব্দে দূরে সরে যাওয়াটাও বাস্তব।

তখন কেউ কেউ নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ঘরের কোণে হয়তো কোনও জড় বস্তুকেই মনের কথা বলে কিছুটা নিজেকে হালকা করে।

অনেকে পাবলিক প্লেসে, বন্ধুবৃত্তের মাঝখানে অবলীলায় কুরুচিকর, আক্রমণাত্মক ট্রোল করে যায়, মজা নেয় বা কাউকে হাসির খোরাক করে তুললে সেই সম্পর্কের নাম আর বন্ধুত্ব থাকে না। সৌজন্যের কারণে বন্ধুত্ব তখন শুধুই মুখোশ। বিপদের দিনে পালিয়ে যাওয়াও বন্ধুত্বের লক্ষণ নয়।

ছোটবেলার ‘দুই বন্ধু ও ভাল্লুক’ গল্প আমাদের শেখায়, বিপদে বন্ধুর পাশে থাকতে। এমন বন্ধুও দেখেছি, যিনি নিজের প্রিয় জিনিস অবলীলায় বন্ধুকে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, বিপদে-আপদে ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছেন, এমনকি বন্ধুর ভুলও ক্ষমা করে গিয়েছেন বহুবার। কখনও ঠকে গেলেও বন্ধুত্বে দায়বদ্ধ থেকেছেন।

বন্ধুত্বের অনন্য উদাহরণ আছে কনান ডয়েলের ‘দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল’ উপন্যাসে। শার্লক হোমস অপরাধস্থলে যেতে না পারায় বন্ধু ওয়াটসনকে পাঠান। কিন্তু ওয়াটসনের ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগোতে শুরু করলে হোমস চোখের কোণে জল নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন যতক্ষণ না ট্রেন অদৃশ্য হয়। বিপদের মুখে বন্ধুকে ঠেলে দেওয়ার কষ্টে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন।

তারপর সেই অপরাধস্থলে এক পূর্ণিমা রাতে পাহাড়ের চূড়ায় কালো ছায়া দেখে ওয়াটসন কৌতূহলবশত সেখানে গিয়ে দেখেন, স্বয়ং হোমস একটি গুহায় ছদ্মবেশে রয়েছেন। এই তো বন্ধুত্বের আসল রূপ, যার সঙ্গে আত্মার যোগ রয়েছে, সে বিপদে আছে শুনলে অস্থিরবোধ হতে বাধ্য, সেখানে পৌঁছাতে বাধ্য।

‘থ্রি ইডিয়টস’-এ রাজুর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় বাইকে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে র‍্যাঞ্চো তার বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছে। আবার রাজুকে ডিরেক্টর যখন শর্ত দিলেন, হয় নিজেকে অথবা র‍্যাঞ্চোকে কলেজ থেকে বের করে দিতে হবে, তখন সে একমুহূর্ত না ভেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব তো এমনই। নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ।

এপিজে আব্দুল কালামের সেই বিখ্যাত উক্তি বন্ধুত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা, ‘একটি বই দশটি বন্ধুর সমান, আর একজন ভালো বন্ধু একটি লাইব্রেরির সমান।’

হৃদয়হরণ, কিং খান এবং ‘ফ্রেন্ডজোন’

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

শাহরুখ খান নামক ভদ্রলোকটিকে যতই সকলে ভালোবেসে ‘কিং অফ রোমান্স’ বলুক না কেন, আসলে কিন্তু বেশ খতরনাক। এটা আর কেউ বুঝুক না বুঝুক হৃদয়হরণ বেশ বুঝতে পেরেছিল। নাহলে কেউ ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-তে ওরকমভাবে কলেজ দেখায়! হৃদয়হরণের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা তাঁকে দেবতারূপে পুজো করে, তাঁদের যে এতে ভুলভাল এক্সপেক্টেশন তৈরি হয়- সেটা কি একবার ভেবে দেখবে না?

মফসসলের ছেলে হৃদয় শহরের কলেজে পা রাখার প্রথমদিনটিকে নিয়ে মনের মধ্যে কতই না স্বপ্ন বুনেছিল। মালহোত্রার মতো একটা প্রিন্সিপাল থাকবে, মিস ব্রিগাঞ্জার মতো কেউ এসে রোমিও-জুলিয়েট পড়াবে, অঞ্জলির মতো একটা বেস্টফ্রেন্ড হবে আর অবশ্যই থাকবে টিনার মতো কেউ।

বাস্তবে হল কী? এক বাঘের মতো প্রিন্সিপাল, এক অত্যন্ত কাঠখোট্টা প্রফেসর...

এত অবধি দেখে সে আর অঞ্জলি বা টিনার জন্য আশা রাখল না মনে। একরাশ দুঃখ নিয়ে নিজের আরাধ্য দেবতাকে মনে মনে বলেছিল, ‘গুরু তুমি কিনা আমাকে এভাবে বোকা বানালে!’ যাকগে সেসব পুরোনো কথা। করোনাপর্ব কাটিয়ে দু’বছর পর আবার কলেজ খুলেছে। সেদিনের হৃদয় আজকাল শুধু শাহরুখের সিনেমা দেখে না, বরং ওটিটি’তে দেশ-বিদেশের অনেক ওয়েব সিরিজ, সিনেমার পোকা হয়ে উঠেছে। লকডাউনে সময় কাটানোর জন্য এই অভ্যেস তৈরি হলেও, এখন রীতিমতো নেশায় পরিণত।

স্নান সেরে তৈরি হতে হতে ভাবছিল, ‘আজ তো নতুন একটা ব্যাচ কলেজে আসছে। না জানি কে আবার আমারমতো সিনেমা দেখে আকাশকুসুম কল্পনা করে রেখেছে।’ কলেজে গিয়ে দেখে, চারদিকে সাজোসাজো রব। এই জায়গাটি মাঝের দু’বছর খাঁখাঁ করত। অনেকদিন পর পুরোনো মেজাজ দেখে মন ভালো হয়ে গেল হৃদয়ের। ক্লাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে নীচে একজনের দিকে চোখ গেল আটকে। একটি মেয়ে ক্যাম্পাসের সবচেয়ে পুরোনো কাঠগোলাপ গাছটিতে তড়তড় করে উঠে পড়ছে।

পাশে দাঁড়ানো এক বন্ধুর থেকে জানতে পারল, তাহার নামটি সাগরিকা। ওভাবে গাছে চড়তে দেখে অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ঘাবড়েও গিয়েছিল হৃদয়। নামতে গিয়ে ব্যালেন্স রাখতে না পেরে হঠাৎ যেভাবে পড়ল, আর একটু হলেই পা ভাঙত। দোতলা থেকে নামতে নামতে সে যখন ভাবছে সাগরিকাকে আচ্ছা করে বকে দেবে, তখনই ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মেয়েটির খিলখিলিয়ে হাসা দেখে সব রাগ উবে গেল নিমিষে।

তারপর ভেতরে কিছু যে একটা হল, তা বেশ ভালোই বুঝতে পারল। নামে যতই হৃদয় থাকুক, কবেই বা সে আর হৃদয়ের কথা শুনতে পেয়েছে সহজে- যে আজ পারবে। তবে যেটা কোনওদিন করেনি, আজ সেটা করে ফেলল। প্রথমে আলাপ, তারপর ফোন নম্বরটি চেয়ে নেওয়া।

কয়েকমাসে দুজনের কথা আর সেই থেকে ‘বন্ধুত্ব’ জমে ওঠা। কথা যত বেড়েছে, হৃদয়ের বারবার মনে হয়েছে সাগরিকার নামটা সিমরান হলে মন্দ হত না। সাগরিকাও মনে মনে ভাবতে শুরু করল, হৃদয়ের নাম যে কেন কৃষ্ণেন্দু হল না। এই খবর অবশ্য হৃদয়ের জানার কথা নয়, এক্ষেত্রে কৃতিত্ব সাগরিকার বেস্টফ্রেন্ড বৃষ্টির। কিন্তু হৃদয় আর সাগরিকা দুজনেই যখন একে অন্যের মুখোমুখি হয়, কিছুই আর বলে উঠতে পারে না। দুজনে বেশ বুঝতে পারে, না বলা কথার পাহাড় আস্তে আস্তে এভারেস্টের আকার নিচ্ছে।

অবশেষে এল ফ্রেন্ডশিপ ডে। বৃষ্টির কাছ থেকে হৃদয় জানতে পেরেছে, সাগরিকা তার হাবভাবে বিরক্ত হয়ে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে ঠিক করেছে, আজ হৃদয়কে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড বেঁধে পাকাপাকি ফ্রেন্ডজোন করে দেবে। পঞ্চু দা’র চায়ের দোকানে বসে এই কথা শুনে সে হাসবে না কাঁদবে ভাবছে, হঠাৎ সিমরান থুড়ি সাগরিকা হাজির।

‘হৃদয়দা হাতটা দেখি’, বেচারা কাঁচুমাচু মুখ করে হাত বাড়িয়ে নিজের বরবাদি দেখতে লাগল। সাগরিকা যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, আবার সেভাবেই চলে গেল। মনমরা হয়ে বসে রইল হৃদয়। এমন সময় হঠাৎই ‘গুরু’র সংলাপ মনে পড়ল, ‘প্যায়ার দোস্তি হ্যায়’। ব্যাস, ঠোঁটের কোণে হালকা হাসিও খেলল। মনে মনে বলে উঠল, ‘না এবার পুজোর আগে জিমে ভর্তি হওয়ার বদলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোপন কথাটি বলা প্র্যাকটিস করতে হবে। নয়তো সামনের বছর এই ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড নির্ঘাত রাখিতে বদলে যাবে...’

ক্লাসে নয় দুষ্টুমি...

বকে দেবে ‘প্রধানমন্ত্রী’

কৌশিক দাস

জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের যোগেশচন্দ্র টিজি অ্যাডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়। চা বাগান এলাকার প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের অন্যতম ঠিকানা। ২০১৮ সালে ‘নির্মল বিদ্যালয়’ পুরস্কার এসেছে ঝুলিতে। জেলা থেকে সার্কেল স্তরে ‘মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়’ তকমাও পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলো থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেওয়া হয় খুদেদের। পড়ুয়াদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং গণতন্ত্রের ধারণা তৈরি করতে গঠিত হয়েছে ‘শিশু সংসদ’। সেই সংসদের নির্বাচন হল বুধবার। মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল প্রতিটি পড়ুয়ার কাছে।

যোগেশচন্দ্র টিজি অ্যাডিশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয়

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদে বেছে নেওয়া হয়েছে তানিসা ওরাওঁ-কে, শিক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রী হিসেবে মিরাজ আলি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহম্মদ জনাব আলি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী রাজবীর ওরাওঁ এবং খাদ্যমন্ত্রী পদে অনুষ্কা মাহালি। রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকায় ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তানিসা ওরাওঁ বলল, ‘আমাদের বিদ্যালয়কে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে। ক্লাসে সবাই যাতে মন দিয়ে লেখাপড়া করে, সেটা দেখব। অনেকে দুষ্টুমি করে, বেঞ্চের ওপর উঠে মাঝেমধ্যে লাফালাফি করে, চিৎকার করে- তাদের বারণ করব।’

খাদ্যমন্ত্রী অনুষ্কা মাহালির পরামর্শ, ‘শরীর সুস্থ রাখতে হাত-মুখ ধুয়ে মিড-ডে মিল খেতে হবে। সবাই যাতে খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়, সেদিকে নজর রাখব।’ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহম্মদ জনাব আলির পরিকল্পনা, ‘বিদ্যালয় চত্বরে প্লাস্টিক, প্যাকেট বা আবর্জনা ফেলা যাবে না। এতে মশামাছির উৎপাত বাড়বে। ক্লাসের সবাইকে বলব, চারপাশ পরিষ্কার রাখতে।’ শিক্ষা ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মিরাজ আলির সিদ্ধান্ত, ‘আমি আরও ফুলের গাছ লাগাব স্কুলে। সবাই মিলে সেসবের দেখভাল করব। পাশাপাশি বন্ধুদের বলব যেন রোজ হোমওয়ার্ক করে আসে।’ খেলাধুলো নিয়ে অনেক ভাবনা আছে ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী রাজবীর ওরাওঁয়ের।

অনুষ্কা, মিরাজদের কথা শুনে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন প্রধান শিক্ষক দেবরাজ ওরাওঁ। পরে বললেন, ‘শিশু সংসদ গঠনের উদ্দেশ্য হল, ছোটদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের গুণ তৈরি করা। পরিচ্ছন্নতা, উপস্থিতির হার, সহপাঠে সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। আরও দিতে চাই। শিক্ষকদের সাহায্যে শিশু সংসদ পরিচালিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে।’

ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া অনুশ্রী ওরাওঁ। বলছিল, ‘এতদিন বাড়ির বড়দের দেখেছি ভোট দিতে যেতে। এবার আমিও দিলাম স্কুলে। ভালো লাগছে।’

সহকারী শিক্ষক গৌরাঙ্গ শর্মার ব্যাখ্যায়, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিশুরা খুব বেশি জানে না। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামো সহ প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে পড়ুয়াদের অবগত করতেই শিশু সংসদ গঠন।’

পায়ে পায়ে ৭৫

গৌতম দাস

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলটি পা দিল ৭৫ বছরে। ১৯৫০ সাল থেকে পথচলা শুরু। বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনকে স্মরণীয় করে তুলতে আয়োজিত হয়েছিল দু’দিনের জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথমদিন শোভাযাত্রার পর শুরু হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রাকপ্রাথমিকের রিয়া বর্মন, প্রথম শ্রেণির ঋত্বিকা দাস, তৃষান বর্মন, দ্বিতীয় শ্রেণির দেবা দাস, তৃতীয়র পারমিতা অধিকারী, চতুর্থর সায়নী শীল ও পঞ্চম শ্রেণির তুলসী দাসের আঁকা নজর কাড়ে সকলের। এরপর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশ নেয় কুইজ প্রতিযোগিতায়। অনুশ্রী বর্মন, শিবম শীল, বিষ্ণু দাস, শেফালি শীলদের কোচবিহারের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক প্রশ্ন করেন প্রধান শিক্ষক মৃদুলচন্দ্র দাস।

সেদিন বিকেলে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূলপর্ব। কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মাকে বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করে নেন প্রাক্তন পড়ুয়ারা। মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর ‘সৃষ্টি’ নামক স্মারক স্মৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে প্রিয়াংশু দত্ত।

কোয়েল রায়, জয়ন্তী বর্মন, মনীষা দাস, সাগরিকা সরকার, অম্বিকা দাস, স্নেহা বর্মন, সুমনা বর্মন ও রেশমা খাতুনদের পরিবেশিত ভাওয়াইয়া নৃত্য প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় সকলের। দেবল দাসের গলায় ‘ওরে গৃহবাসী’ গানটি শ্রোতাদের মন জয় করে। মঞ্চে উঠে সামনে এত দর্শক দেখে একটুও ঘাবড়ায়নি দ্বিতীয় শ্রেণির নন্দিতা দাস। মাইকের সামনে খুব সুন্দরভাবে সে ‘টুইঙ্কল টুইঙ্কল’ ও ‘হাট্টি মাটিম টিম’ কবিতা পাঠ করে হাসিমুখে। হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেন উপস্থিত সকলে। পরে অনুষ্ঠিত হয় ‘ব্রতচারী’। সবশেষে ‘দি মেলোডি মিউজিক্যাল কলেজ’ একঝাঁক শিল্পীকে নিয়ে হাজির হয় মঞ্চে। তাঁদের পরিবেশিত লোকনৃত্য ছিল বেশ প্রশংসনীয়।

নবনির্মিত প্রবেশদ্বারের দ্বারোদঘাটন হয় দ্বিতীয়দিন। সেদিন রবীন্দ্র ও রাভা নৃত্য পরিবেশন করেন প্রাক্তন পড়ুয়ারা। প্রাক্তনী নন্দিতা শীল ‘আমার প্রাণের স্কুল’ কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্কুলজীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন। সবশেষে ভাওয়াইয়া এবং দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন বহিরাগত শিল্পীরা। প্রধান শিক্ষকের কথায়, ‘আমরা রোজ ছোটদের নতুন কিছু শেখানোর কথা ভাবি, চেষ্টা করি। ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, এটা আমাদের কাছে গর্বের। সকলের সহযোগিতায় এত বড় একটি অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হল।’

ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল

ছেলেরা নয়, বাঁচাচ্ছেন মহিলারা

দর্জিদের হাপিত্যেশ

যাঁরা ছেলেদের জামাকাপড় তৈরি করেন রেডিমেড কাপড়ের জনপ্রিয়তায় তাঁদের রুজিতে কোপ পড়েছে। তাঁরা গল্পগুজব করে সময় কাটাচ্ছেন। এর একেবারেই উলটো ছবি মেয়েদের পোশাক তৈরির দোকানগুলিতে। পুজোর মাস দেড়েক বাকি থাকলেও এখন থেকেই বুকিং নেওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকেই, আলোকপাত করলেন **দেবদর্শন চন্দ**

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : ছেলেদের পোশাক আর মেয়েদের পোশাক যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে এখন দুস্তর ফারাক হয়ে গিয়েছে। একই পেশায় আজ দু'ধরনের ছবি। পুজোর মরশুম এলেও এখন আর আগের মতো পসার নেই ছেলেদের জামা-প্যান্ট তৈরি করা দর্জিদের। কিছু দোকানে অর্ডার এলেও তা হাতেগোনা। তাঁদের আক্ষেপ, রেডিমেড কাপড়ের জনপ্রিয়তায় রুজিতে কোপ পড়েছে। এদিকে, একেবারেই উলটো ছবি মেয়েদের পোশাক তৈরির দর্জির দোকানগুলিতে। পুজোর মাস দেড়েক বাকি থাকলেও এখন থেকেই বুকিং নেওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকেই। মেয়েদের শাড়ি কিংবা চুড়িদার পিস অনলাইনে পাওয়া গেলেও শাড়ির ফলস পিকো করতে কিংবা লেহেঙ্গা, চুড়িদার তৈরি করতে অনেককেই ছুটতে হচ্ছে দর্জির দোকানে। অনলাইনের যুগেও ব্যবসা একইভাবে ধরে রেখেছেন মেয়েদের পোশাক তৈরি করা দর্জিরা।

এদিন বিশ্বসিংহ রোড এবং বাজারের মহিলাদের টেইলার্সের দোকানগুলিতে গিয়ে দেখা গেল, কারও দম ফেলবার ফুসরত নেই। বাজারের সঞ্জয় সাহার দোকানে ১৬ জন দর্জি সারাবছর কাজ করেন। সঞ্জয় জানালেন, 'প্রতিবারের মতোই এবারেও পুজোর আগে কাজের খুব চাপ। সকাল ১১টা থেকে এখনও রাত ১২টা কিংবা ১টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। কাজের চাপ থাকায় এই মাসের পর থেকে আর পুজোর পোশাকের অর্ডার নেওয়া হবে না।' শুধু দোকানেই নয়, বাড়িতে বসেও অনেকে অবসর সময় কাটাতে শাড়ির ফলস পিকো করছেন। শহরের বাসিন্দা সুস্মিতা দে দাস বাড়িতে বসেই মেয়েদের পোশাক তৈরির কাজ করে থাকেন। সুস্মিতা বললেন, 'পুজোর আগে প্রতিবারই শাড়ির ফলস লাগাতে কিংবা ব্লাউজ তৈরি করতে ক্রেতাদের ভিড় হয়। এবারেও এখন পর্যন্ত প্রচুর অর্ডার চলে এসেছে।'

এদিন ভবানীগঞ্জ বাজারে গিয়ে দেখা গেল ছেলেদের পোশাক তৈরির দোকানগুলিতে ক্রেতাদের সমাগম নেই বললেই চলে। খুব বেশি অর্ডার না মেলায় কর্মীসংখ্যাও কমেছে দোকানগুলিতে। দর্জি অভিজিৎ দাস জানালেন, 'নতুন প্রজন্মের ছেলেরা বেশিরভাগই ঝুঁকছে জিনসে। কাপড় কিনে প্যান্ট-শার্ট বানাতে অনীহা তাদের। অনেকেই আবার অনলাইনে কিংবা রেডিমেড পোশাকে ভরসা রাখছেন।' এদিকে, ছেলেদের দর্জির দোকানগুলিতে কাজের চাপ সেভাবে না থাকায় দোকানে বসেই গল্প করছিলেন বিষ্ণুপদ বণিক। তাঁর দোকানে একসময় তিন থেকে চারজন দর্জি কাজ করলেও বর্তমানে মাত্র একজন রয়েছেন। আক্ষেপের সুরেই বিষ্ণুপদ বললেন, 'অনলাইন এবং রেডিমেড পোশাকে নির্ভরতায় পুজোর মরশুমে খদ্দের নেই বললেই চলে। এমনও সময় গিয়েছে যে পুজোর আগে অনেক রাত অবধি কাজ হত।'

দর্জিদের অনেকেই বলছেন, জামা-প্যান্ট থেকে শুরু করে কুর্তা, পাঞ্জাবি সবকিছুই এখন রেডিমেড পাওয়া যায়। কাপড় কিনে বানাবার ঝক্কি এখন নিতে চান না সাধারণ মানুষ। আগে সরকারি স্কুল পড়ুয়াদের ইউনিফর্মও স্থানীয় দর্জিরা তৈরি করলেও পরবর্তীতে সেই দায়িত্বও নিয়েছে সরকার। সেগুলি এখন টেন্ডার করে তৈরি করানো হয়।

সবমিলিয়ে মেয়েদের দর্জিদের কদর থাকলেও আগের চেয়ে অনেকটাই কাজ কমেছে ছেলেদের পোশাক তৈরি করা দর্জিদের।

দুই ছবি

ভবানীগঞ্জ বাজারে ছেলেদের পোশাক তৈরির দোকানে ক্রেতা নেই বললেই চলে

পুজোর আগে বেশি অর্ডার না মেলায় কর্মীসংখ্যাও কমেছে দোকানগুলিতে

মহিলাদের টেইলার্সের দোকানগুলিতে এখন কারও দম ফেলার ফুরসত নেই

এবারেও পুজোর আগে কাজের খুব চাপ, রাত ১২টা-১টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে

ভবানীগঞ্জ বাজারে দর্জির দোকানে পুজোর আগে কাজের দুই চিত্র। শুক্রবার। জয়দেব দাসের ক্যামেরায়।

প্রয়াণ দিবসে একটি ফুলের মালাও পড়ল না কবিগুরুর মূর্তিতে।

এসপি অফিসের সামনে ব্রাত্য কবির প্রতিকৃতি

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : প্রয়াণ দিবসে অবহেলায়, অলক্ষে পড়ে রইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি। কোচবিহার শহরের পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে বিশ্বকবির একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি থাকলেও শুক্রবার, ২২শে শ্রাবণ সেখানে একটি মালাও পড়ল না। এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনাকে ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রয়াণ দিবসে রবি ঠাকুরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা না জানানোর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তিনি বলেন, 'এখন আমরা স্মরণ করি সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রকৃতপক্ষে যেখানে শ্রদ্ধা জানানো উচিত, সেখানে আর জানানো হয়ে ওঠে না। কোচবিহারের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চে উপস্থিত থাকেন। সেই জন্য তাঁদের আমি সম্মান করি। কিন্তু আজ দুঃখ পেলাম, ওঁদের দোরগোড়ায় থাকা রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতির অবহেলার ছবি দেখে।'

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'সব মহাপুরুষের জন্মদিনই পালন করা হয়। তবে, এদিন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে কবিগুরু স্মরণ অনুষ্ঠান হয় উৎসব অডিটোরিয়ামে।'

প্রতিবছরই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মনীষীদের মূর্তি পরিষ্কার করেন সমাজসেবী শংকর রায়। এদিন তিনি রবীন্দ্র ভবনে থাকা রবি ঠাকুরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান। পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে থাকা মূর্তিতে শ্রদ্ধা না জানানোয় দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনিও। তাঁর কথায়, 'পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলায় এত জনপ্রতিনিধি আছেন, বিষয়টি কারও নজরে এল না? অনেকেই সন্ধ্যায় আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছে। প্রশাসনের তৎপর থাকা উচিত ছিল।'

অপরদিকে, জেলার ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্স স্কুলে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস পালন করা হলেও জুতো পরে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেল একাধিক শিক্ষককে।

পাড়ায় পাড়ায়

হলদিবাড়ি

রাস্তা যেন মরণফাঁদ

হলদিবাড়ি, ৮ অগাস্ট : হলদিবাড়ি শহরের মধ্যে অবস্থিত রাজ্য সড়কের রুগ্নদশা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে নাগরিকরা। শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গোবরা মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে হুজুরের মাজার পর্যন্ত সড়কটিতে সংস্কারের অভাবে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ আর বড় বড় গর্ত। ফলে রাস্তা যেন এককথায় মরণফাঁদ। দ্রুত সড়কটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

পূর্ত দপ্তরের তরফে সড়কটি সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানস মিত্রের কথায়, 'বর্তমানে রাস্তায় বিভিন্ন অংশে পিচের চাদর উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে এসেছে। যত্রতত্র গর্ত, খানাখন্দ দেখা যাচ্ছে।' ওই পথে চলতে গিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছেন মোটর সাইকেল, বিদ্যুৎচালিত অটোরিকশা, ভ্যান, ছোট ট্রলির চালকরা। বাধ্য হয়ে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে তাঁদের। এতে সময় এবং খরচ বাড়ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, 'বিষয়টি পূর্ত দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।' হলদিবাড়ি পূর্ত দপ্তরের জনৈক আধিকারিক বলেন, 'ইতিমধ্যে সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।'

তুফানগঞ্জ

উদাসীনতায় বেহাল রাস্তা

তুফানগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : জলের পাইপলাইন বসাতে গিয়ে ভাঙা হয়েছে রাস্তা। তাতেই রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় ভোগান্তি বাড়ছে পথচারীদের। তুফানগঞ্জ শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল সরণিতে দুর্দশার এই ছবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিন তিনেক আগে জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য তোলা হয়েছিল পেভার্স ব্লক। পাইপলাইনের কাজ শেষ হলেও ব্লকগুলি আর সঠিক জায়গায় বসানো হয়নি। দ্রুত পদক্ষেপ করুক পুরসভা, চাইছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা দেবব্রত দে-র কথায়, 'রাস্তার ৩ জায়গায় গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই অংশগুলি আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এমনিতেই রাস্তাটির প্রস্থ কম। এখনকার পরিস্থিতিতে দুটি গাড়ি মুখোমুখি এলে বিপদে পড়ছেন স্থানীয় মানুষজন।' এ ব্যাপারে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'পুরসভাকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই সংস্কার হবে।'

তথ্য : অমিতকুমার রায় ও বাবাই দাস

২২শে শ্রাবণে কবিগুরু স্মরণ দুই শহরে

মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের সভাগৃহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস পালন করা হয়। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মালা ও ফুল অর্পণের পর আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন রাজর্ষি বিশ্বাস ও অনুভব সরকার।

উপস্থিত ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, ডিএমডিসি অমিত ঘোষ ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনির্বাণ সাঁই। একইদিনে মাথাভাঙ্গা কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে মালিবাগানে রবীন্দ্র-নজরুল মূর্তির পাদদেশে বাইশে শ্রাবণ পালন করা হয়।

অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জে পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার মেখলিগঞ্জ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অফিসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ। পাশাপাশি ২২ শ্রাবণকে স্মরণীয় রাখতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয় বলে জানান মেখলিগঞ্জ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রজ্ঞা সাহা।

আলোচনা সভা

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও তথা প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। শুক্রবার বিকালে কোচবিহারের ক্ষুদিরাম স্কোয়ার এলাকায় ওই সভা হয়। সভায় স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ এসব নিয়ে মূলত আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি অয়নাংশু সরকার, সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় প্রমুখ।

উৎসবের আগের দিন রাখি কিনতে ভিড় কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

রাখি পরিয়ে পথ সচেতনতা

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : রাখিপূর্ণিমার দুপুরে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের রাখি পরিয়ে সচেতনতার বার্তা দিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আস্থা ফাউন্ডেশন'। পাশাপাশি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ভগবদ্গীতা এবং ফল গাছের চারা। করানো হয় মিষ্টিমুখও। এই কর্মসূচির সঙ্গে শুক্রবার কোচবিহার-দিনহাটা রোডে থাকা তল্লী গাছের গায়ে রাখি বাঁধেন সংগঠনের সদস্যরা। গাছ বাঁচাবার বার্তা দিতে তাদের এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়। সংগঠনের অভিনব এই দুই কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সমাজসচেতন নাগরিকরা।

হেলমেট নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে জেলা পুলিশ তৎপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে বাইক আরোহী হেলমেট ছাড়া দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন শহরজুড়ে। তাদের সচেতন করতে অভিনব 'গান্ধিগিরি'র পন্থা নিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল, সমাজসেবী অশোকতরু তালুকদার সহ অন্যরা। কর্মসূচিতে অংশ নেয় বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকার খুদেরা। হেলমেট নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এদিন পথে নেমেছিল তারাও। সংগঠনের তরফে পিংকি রায় বলেন, 'পথ নিরাপত্তা নিয়ে সকলের সচেতন হওয়া উচিত। তাই রাখি পরিয়ে, চারাগাছ উপহার দিয়ে বেপরোয়া বাইক সওয়ারদের সচেতন করা হল।'

আইসি তপন বলেন, 'সংগঠনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তল্লী গাছে রাখি পরাবার পাশাপাশি এদিন বাইক আরোহীদের সচেতন করা হয়।' সংগঠনের সদস্যরা রাস্তার মধ্যে হঠাৎ বাইক দাঁড় করানোয় প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে খানিকটা লজ্জায় পড়ে একগাল হেসে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বাইকচালকরা।

অন্যদিকে, গাছের থেকে পরম বন্ধু কেউ নেই। সেকথা মাথায় রেখে রাখিবন্ধন দিবস উপলক্ষ্যে ১০১টি গাছকে রাখি পরাল তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের ইকো ক্লাব। স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুক্রবার স্কুল ও স্কুলের আশপাশে ১০১টি গাছকে রাখি পরান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, 'অক্সিজেন উৎপাদন, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ সহ মানবকল্যাণে গাছের উপকারিতা অপরিসীম। তাই বৃক্ষরোপণের সঙ্গে সঙ্গে গাছের পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করতে এবং গাছের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ১০১টি গাছকে রাখি পরিয়েছি।'

এদিকে, তুফানগঞ্জ পুরসভার হরিরধাম বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার রাখি উৎসব উপলক্ষ্যে আইসক্রিম, লাড্ডু ও মিড-ডে মিলে স্পেশাল মেনু হিসেবে চিকেন খাওয়ানো হয়। প্রায় ১৯০ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিপু পাল বলেন, 'আজকে রাখি উৎসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। আগামীকাল বালাভূত এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হবে বিএসএফ জওয়ানদের রাখি পরাতে।'

বৈঠক

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার পুরসভায়। বৈঠকে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা ভালোভাবে সংগ্রহ, বাড়ির আবর্জনা যাতে কেউ রাস্তায় বা অন্য কোথাও না ফেলেন এবিষয়ে কী করণীয় তা বৈঠকে আলোচনা হয়।

যদিও এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বেশ কয়েকজন নির্মল সাথী অনুপস্থিত ছিলেন বলে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নোডাল অফিসার জানিয়েছেন। বৈঠকে পুরসভার ইনফরমেশন টেকনলজি কোঅর্ডিনেটর দেবজিৎ দে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নোডাল অফিসার বাদল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জন্মদিবস পালন

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : সেন্ট্রাল ব্যাংকের ১৪৪তম জন্ম দিবস পালিত হল কোচবিহারে। দিনটি উপলক্ষ্যে ব্যাংকের তরফে কোচবিহার শহর লাগোয়া বাবুরহাটের মাদার টেরেজা চ্যারিটেবল ট্রাস্টে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদেরকে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর পাশাপাশি নতুন বস্ত্র ও বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি কোচবিহার শহরের তেরঙ্গি মোড়ে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অফিসটিকেও বেলুন দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার কৃষ্ণা মাধব সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভা

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : আগামী ২২ অগাস্ট কোচবিহারে আসবেন তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। শুক্রবার দলের জেলা কার্যালয়ে ওই সভা হয়। সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প মানুষের সামনে বেশি করে তুলে ধরার আহ্বান জানান। এছাড়াও তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক সংগীতা রায়, আমিনা আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রংদার রোববার

স্বাধীনতা

অগাস্ট মানে স্বাধীনতার মাস। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই আবার পাইওনি। ছোট থেকে বেড়ে ওঠার পর্বে পদে পদে আজও নানা বাধা। অন্যায় দেখলে সোচ্চার হওয়ার জো নেই। স্বাধীনতা এখন 'পণ্য'ও বটে। দেশাত্মবোধক সিনেমা দেখে গর্বে আমাদের বুক ফোলে। সাহায্য প্রয়োজন এমন কাউকে দেখলে অবশ্য সেই বুকই চুপসে একশেষ। অবাধে মেলা স্বাধীনতাকে আমরা অপব্যবহারও করি। দেখে স্বাধীনতা নিজেই কাঁদে।

প্রচ্ছদ কাহিনি অরুণাভ রাহা রায়, অজিত ঘোষ, রুবাইয়া জুঁই ও স্বস্তিক সরকার

ছোটগল্প মৌমিতা আলম

ট্রাভেল ব্লগ সানিয়া ধর

কবিতা সুবীর সরকার, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, শর্মিষ্ঠা (শেলী) চক্রবর্তী, তাপসী লাহা, প্রিয়া মজুমদার, মৌ চট্টোপাধ্যায় ও রাজু রায়

উদয়নকে গালিগালাজ

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে ফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হল বলে অভিযোগ। গত ৫ অগাস্ট কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি এলাকায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় উদয়নের নাম জড়ায়। শুভেন্দুর আইনজীবী থানায় যে অভিযোগ জানিয়েছেন তাতে উদয়নের নামও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রীকে ফোন করে ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ উঠেছে।

ফোনের অপর প্রান্তে মন্ত্রী রয়েছেন কি না বলে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে উদয়ন 'হ্যাঁ' বলতেই কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রীকে গালিগালাজ শুরু করা হয়। উদয়ন বললেন, 'গোটা বিষয়টি আমি পুলিশের সমস্ত স্তরে জানিয়েছি।' পুলিশ সূত্রে খবর, যে ব্যক্তি গালিগালাজ করেছে সে মেদিনীপুরের বাপন এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সবই খতিয়ে দেখছে।

দাসত্ব স্বীকার করে কেন থাকব বাগানে?

প্রথম পাতার পর

সামনে থেকে আসা গাড়ির আলোও চোখে পড়ছিল না। শোনা যাচ্ছিল শুধুও ক্ষীণ হয়ে আসা হর্ন। ঠিক যেন 'দার্জিলিং চা'-এর বাগানগুলির নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। কোথাও আলোর দিশা নেই।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গেলেও চা শ্রমিকদের জীবনে অন্ধকার যে কাটেনি, অনেক আগেই তাঁর গবেষণাপত্রে সেই প্রমাণ দিয়েছেন ইফতিকার উল আওয়াল। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে বাংলার চা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে এসেছে সেই গবেষণায়। দেখা যাচ্ছে, ১৯০০ সালে দার্জিলিংয়ের চা শ্রমিকদের গড় মাসিক মজুরি ছিল, ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫ টাকা ৮ আনা আর মেয়েদের ৪ টাকা ৮ আনা। বর্তমানে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। ১২৫ বছরে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানই অনেক না বলা কথা বলে দেয়।

পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানে কাজ করা প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক, যারা বছরে প্রায় ৯৬ লক্ষ কিলোগ্রাম জিআই-ট্যাগযুক্ত 'দার্জিলিং চা' উৎপাদন করে তাদের সামান্য মজুরি এই প্রজন্মের সন্তানদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে যে ব্যর্থ সরকারি মূল্যায়নেই তা বারে বারে উঠে এসেছে। দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির মজুরিতে দুই বেলা পুষ্টিকর খাবার জোটানোই যেখানে দুষ্কর সেখানে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার গল্প বাস্তবায়িত করা যে অলীক কল্পনামাত্র তা মানছেন অনেক বাগান মালিকও। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অর্থের সংস্থানেই তাই বাগান ছাড়ছে তরুণ প্রজন্ম।

এর ফলে বাগানে বাগানে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংকট। টিংলিং বাগানেও ধীরে ধীরে কমছে শ্রমিক। পাতা তোলা থেকে বাগানের অন্য কাজে তাই কর্তৃপক্ষ শ্রমিক আনছে নকশালবাড়ি, পানিঘাটা, শিলিগুড়ি থেকে। বাগানের শ্রমিক মহল্লায় দাঁড়িয়ে দুর্দশার সাতকাহন শোনাচ্ছিলেন স্মৃতি দেওয়ান। জানালেন, তিন পুরুষ ধরে তাঁরা চা বাগানে কাজ করছেন। কিন্তু নাতিকে একটা মোটরবাইক কিনে দিতে পারেননি। তারপর নাতি রোজগার শুরু করতে বাড়ি ছাড়ে। প্রথমে শিলিগুড়িতে কিছুদিন একটা দোকানে কাজ করত। এখন কলকাতায় একটা রেস্তোরাঁয় রান্নায় সহযোগী হিসাবে কাজ করছে। নিজের টাকায় বাইকও কিনেছে। স্মৃতির কথা, 'বাগান ছেড়ে ভালোই করেছে। এখানে থাকলে হয়, না খেয়ে মরত না হয় অপকর্মে জড়িয়ে যেত।'

দার্জিলিং শহরের কাছেই হ্যাপিভ্যালি চা বাগান। বাগানের তরুণ মহেশ গুরুং দিল্লিতে একটি শপিং মলে কাজ করেন। ফাঁকা সময়ে খাবার ডেলিভারি দিয়ে বাড়তি আয় করেন। সব মিলিয়ে মাসে গড়ে ৪০ হাজার টাকা আয় তাঁর। টাকা জমিয়ে বাড়িতে হোমস্টে তৈরির পরিকল্পনা করছেন। বাগানের কাছেই মোমো খেতে খেতে ক্ষোভের সঙ্গেই মহেশ বলে চলেন তাঁর ক্ষোভের কথা, তোলেন প্রশ্ন, 'বংশপরম্পরায় আমরা যে জমিতে বসবাস করে আসছি তার উপর আমাদের কোনও অধিকার নেই। আমাদের তৈরি করা বাড়িতে থাকতে হলে, আমাদের পরিবারের অন্তত একজন সদস্যকে বাগানে কাজ করতে পাঠাতে হবে। অন্যথায়, আমরা বংশপরম্পরায় তাদের মালিকানাধীন বাড়িতে বসবাসের অধিকার হারাব। এত সবের পরেও বাগানে আমাদের আইনি অধিকার কার্যত কিছুই নেই। এই ভয়াবহ দাসত্ব স্বীকার করে কেন থাকব বাগানে?' এই প্রশ্নের উত্তর মিললেই হয়তো পাহাড়ের বাগানে ফিরবেন তরুণ, তরুণীরা। আদৌ কি কোনওদিন মিলবে উত্তর?

প্রশিক্ষণ ছাড়া লাইসেন্স দেওয়ায় প্রশ্ন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : বাস পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম হয়তো জানা নেই, তবে তাতে কী। ঘটা করে শিবির করে জেলার সমস্ত বেসরকারি বাস বা ছোট গাড়ির কনডাক্টরদের লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের কর্মী-আধিকারিকরা শুক্রবার কোচবিহার শহরের মিনি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শিবির করে ওই লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছেন। তাতে শতাধিক আবেদনও জমা পড়েছে।

এদিন ইতিমধ্যে ২৮ জনকে সেই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে একইভাবে তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা সহ জেলার অন্যান্য বাসস্ট্যান্ডগুলিতেও তাঁরা লাইসেন্স দেবেন বলে জানিয়েছেন। এটাকে পরিবহণ দপ্তর তাদের বড় সাফল্য বলে প্রচারও করছে। তবে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। পরিবহণ দপ্তর যখন বলছে গাড়ি পরিচালনায় কনডাক্টরদের সরকারি নিয়মকানুন যাতে জানা থাকে সেজন্য লাইসেন্সটা দেওয়া জরুরি।

তখন সেই বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রশিক্ষণই দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রশিক্ষণ না দিয়ে লাইসেন্স দেওয়ায় কনডাক্টররা আদৌ কিছু জানতে পারছেন না গাড়ি পরিচালনায় সরকারি নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে। এতে কার্যত তাদের কোনও উপকারও হচ্ছে না। ফলে প্রশ্ন উঠছে এই লাইসেন্স দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে।

যদিও আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক নবীন অধিকারী বলেন, 'কনডাক্টররা যাতে খুব সহজে তাঁদের লাইসেন্স পায় সেজন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও চিন্তাভাবনায় রয়েছে। শীঘ্রই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব।'

নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সরকারি বা বেসরকারি বাসের কনডাক্টরদের লাইসেন্স থাকাটা জরুরি। কিন্তু দেখা গিয়েছে কোচবিহার জেলায়

কোচবিহার শহরের মিনিবাসস্ট্যান্ডে শিবির।

বেসরকারি বাস বা ছোট গাড়ির কনডাক্টরদের প্রায় অধিকাংশেরই লাইসেন্স নেই।

বিষয়টি মাথায় রেখে এবার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ ছাড়াই লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিন কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা তথা মিনিবাসের কনডাক্টর সমীর বণিক বাসস্ট্যান্ডে ওই শিবিরে এসে লাইসেন্সের কাগজপত্র জমা দেন। তার কথায়, 'এদিন লাইসেন্সও পেয়ে যাই। পরিবহণ দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে গাড়ি পরিচালনায় সরকারি কী কী নিয়মকানুন রয়েছে তা নিয়ে আমাদের একটু প্রশিক্ষণ দিলে আরও ভালো হত।'

> কনডাক্টররা যাতে খুব সহজে তাঁদের লাইসেন্স পায় সেজন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও চিন্তাভাবনায় রয়েছে। শীঘ্রই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব।
>
> **নবীন অধিকারী** আধিকারিক, আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর

এদিকে, আরেক কনডাক্টর জানিয়েছেন, লাইসেন্স পেয়ে কী হল তা বোঝা গেল না। কারণ গাড়ি পরিচালনায় সরকারি কী কী আইন ও নিয়মকানুন রয়েছে, কোনটা করা যাবে কোনটা না- সে বিষয়ে আগের মতো এখনও কিছু জানা নেই।

মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক অনুপ অধিকারী বলেন, 'ছোট-বড় মিলিয়ে আমাদের প্রায় ৫০০ গাড়ি রয়েছে। গাড়িগুলিতে কনডাক্টরের সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৭৫০ থেকে ৮০০ জন। এদের মধ্যে অনেকের লাইসেন্স নেই। লাইসেন্সের জন্য এদিন ১২০টি আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ২৮টি লাইসেন্স এদিন দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে অঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। শীঘ্রই তারা সেই প্রশিক্ষণ দেবেন বলেছেন।'

সরকরি অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : অফিস প্লাস্টিকমুক্ত করতে উদ্যোগী কোচবিহার জেলা প্রশাসন। প্লাস্টিক বর্জন করা হবে সরকারি অনুষ্ঠানেও। এই মর্মে বিভিন্ন অফিসে চিঠিও পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। অথচ, শুক্রবার বাইশে শ্রাবণের সরকারি অনুষ্ঠানে দেখা গেল উৎসব অডিটোরিয়ামে ইতিউতি ছড়িয়ে আছে প্লাস্টিকের গ্লাস। অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অঙ্গিরা দত্ত বলেন, 'চিঠি পাওয়ার পরেই আমরা অতিথিদের জন্য কাগজের কাপপ্লেট ছাড়াও মাটির ভাঁড় আনিয়েছিলাম। জলের বোতল ছাড়াও কাগজের গ্লাস আনানো হয়েছিল। কীভাবে প্লাস্টিকের গ্লাস এল বুঝতে পারছি না। খোঁজ নিয়ে দেখব।' আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'সরকার নিজেই যদি নিজের নিয়ম ভাঙে, তবে সাধারণ মানুষ তো নিয়ম ভাঙতে আরও উৎসাহী হবে।'

বুটের শব্দে নিশ্চিন্ত

প্রথম পাতার পর

এখন হাসপাতাল চত্বরে ২৯৩ জন নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন। চিকিৎসক অনীশা লাখরি বললেন, 'আমাদের জন্য আলাদা বিশ্রামঘর রয়েছে। এখন রাতে সব জায়গায় আলো থাকছে। বাড়তি আলোর ব্যবস্থা হয়েছে।' সিসিটিভির সংখ্যা বেড়ে এখন ৫৩২। তবে কিছু জায়গায় এখনও অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা বসেনি। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো বললেন, 'হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় এখনও পর্যাপ্ত সিসিটিভি নেই। মেইন হস্টেলে একই অবস্থা। তবে প্রসূতি বিভাগ, শিশু বিভাগ সহ কিছু জায়গায় পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা রয়েছে।'

জরুরি বিভাগ যেন দুর্ভেদ্য এলাকা। সামনে গেলেই জওয়ানদের হাজারো প্রশ্ন। হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে আসা সকলের দিকে কড়া নজরদারি জওয়ানদের। মেডিকেল কলেজের ভিতর ধর্ষণ-খুনের বিচারের দাবিতে যে অস্থায়ী প্রতিবাদ মঞ্চ গড়ে উঠেছিল, যেখান থেকে সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া স্লোগান উঠত, সেখানে কাউকে দেখা গেল না। শুধু অভয়ার প্রতীকী ছবিতে মালা পরানো। সামনে রাখা থালায় কিছু ফল। অনেকে আসছেন। কিছু না কিছু উপহার ছবির সামনে রেখে যাচ্ছেন।

সেই অস্থায়ী মঞ্চের কাছে অন্তত চারজন জওয়ান দাঁড়িয়ে। ছবির সামনে কে কী রেখে যাচ্ছেন, তা-ও দেখে নিচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন পুলিশকর্মীরা। ঠিক এক বছর পরের দিনটায় শুক্রবার নিরাপত্তার ঘেরাটোপ কয়েকগুণ বেশি। যাঁরা সেসময় প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা এখন ব্যস্ত নিজস্ব জগতে।

আন্দোলন কি তাহলে ফিকে হল? প্রতিবাদী চিকিৎসকদের অন্যতম অনিকেত মাহাতো বলেন, 'যে কোনও আন্দোলনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলেই বুঝবেন, সময়ের সঙ্গে তা স্তিমিত হয়। কেউ কি কাজ ফেলে সারাদিন আন্দোলন করেন?' তাহলে প্রতিবাদের অভিমুখ কি বদলাল? অনিকেতের উত্তর, 'আমাদের দাবিই ছিল বিচার ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিকার। কিছু জায়গায় আমরা সফল। তা বলে আন্দোলন নিভে যায়নি।'

সাজছেন গণপতি।। মূর্তিতে শেষ তুলির টান মহিলা শিল্পীর। মহারাষ্ট্রের কারাদে।-পিটিআই

উদ্যোক্তা ধৃত, বাতিল হল মিছিল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ অগাস্ট : কলেজ পড়ুয়াদের কুকথা বলায় অভিযুক্ত দুই মহিলার বাড়িতে ঢুকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন মোড়। পাহাড়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়া সুরজ দার্নালকে পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার করল মালবাজার থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা রয়েছে। পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, শনিবার ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া সুরজই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলেনে জল ঢেলে দেওয়া হল।

রাতেই সুরজের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে তিনি ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে যে মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলেন।

তবে, ওই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাহাড়েও বিরোধ দানা বাঁধছে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানায় মিছিলের অনুমতি চাইতে গিয়েছিলেন সুরজ। সেখানে পুলিশ অফিসারদের জেরার মুখে তিনি দাবি করেন, মঙ্গলবার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুই স্থানীয় মহিলাকে নিগ্রহ করেছেন অজয় এডওয়ার্ডের লোকজন। ভিডিওতে কুকথা বলায় অভিযুক্ত লীলা দত্তকে ঘুসি মারতে দেখা গিয়েছিল এক তরুণীকে। সেই তরুণীও অজয়ের দলের সদস্য বলে সুরজ দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি ওই দুই মহিলার জাতিবিদ্বেষমূলক কথা বলার বিরুদ্ধে ওইদিন শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম।' অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

এদিকে, মেয়র গৌতম দেব শুক্রবার শহরের শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে ইতিমধ্যেই স্বঘোষিত দু'পক্ষকেই মিছিল না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। যদিও দু'পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়। শনিবার চেকপোস্ট থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত মিছিল করা হবে বলে জানিয়েছেন সুরজ। সেই মিছিল হলে আইনশৃঙ্খলার ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় শহরের এক বাসিন্দা সংগ্রাম ঘোষ পুলিশ কমিশনারেটে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড়-সমতলের মানুষকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। পেছন থেকে কিছু নেতার মদতে এমনটা হচ্ছে।'

> শনিবারের মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। সুরজের দেওয়া মিছিলের অনুমতি সংক্রান্ত চিঠি রিসিভ করা হয়েছে। সেটাকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা নির্দিষ্ট ধারা রুজু করে মামলা করেছি।
>
> **রাকেশ সিং** ডিসিপি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

গৌতম এদিন অবশ্য কোনও পক্ষকে ডেকে কথা বলেননি। গৌতমের বক্তব্য, 'পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলব।' রাজ্য সরকারের সঙ্গেও এব্যাপারে কোনও কথা হয়নি বলে জানিয়েছেন গৌতম। গোটা বিষয় নিয়ে চাপে রয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'শনিবারের মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। সুরজের দেওয়া মিছিলের অনুমতি সংক্রান্ত চিঠি রিসিভ করা হয়েছে। সেটাকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা নির্দিষ্ট ধারা রুজু করে মামলা করেছি। মিছিলকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শুক্রবার দিনভর সুরজই কার্যত নজরে ছিল প্রশাসনের। জাতিবিদ্বেষমূলক কথা বলার জন্য ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম থানার তরফে তাঁর বিরুদ্ধে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে চেকপোস্ট থেকে মিছিলের অনুমতির জন্য ভক্তিনগর থানায় আসেন সুরজ। এরপরই সেখানে সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সম্রাট মিত্র এসে তাঁকে নোটিশ ধরান। পুলিশকর্তারা সুরজকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করেন। সূত্রের খবর, সুরজকে মিছিল না করার কথাও পুলিশের তরফে করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, কাশ্মীরে একটি হোটেলে শেফ-এর কাজ করেন। দু'মাসের জন্য ছুটিতে এসেছেন। জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য দেখেই তিনি প্রতিবাদ করতে এসেছিলেন।

বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তাঁর ছবি প্রসঙ্গে সুরজ দাবি করেন, 'গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে দেখা করে দেওয়া চিঠির ছবিই ভাইরাল করা হচ্ছে।' যদিও পুলিশ মিছিল করার কথা না বললেও তাতে রাজি হননি সুরজ। এরপর তিনি কমিশনারেটে গিয়ে চেকপোস্ট থেকে মিছিলের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত একটি চিঠি দেন।

সুরজ বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি জানতে পেরেছি, আমার পুরোনো ভিডিও এডিটিং করে চালানো হচ্ছে। জাতিবিদ্বেষমূলক কথার প্রতিবাদে আমার মিছিল।'

তৃণমূলের রোষে পদ্ম নেতারা

প্রথম পাতার পর

অথচ তা নিয়ে বিজেপি বিধায়করা চুপ করে রয়েছেন। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না গ্রামের সাধারণ মানুষ। আর তাই বিজেপির বিধায়কদের দেখে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীর অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে মারধর প্রসঙ্গে সাফাই দিতে গিয়ে উদয়ন এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে ওই ঘটনার অনেক আগে থেকেই বাচ্চাটির মাথায় জল ছিল। তাই গতকাল অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মারধর ও শিশুটির ক্ষতির যে কথা বিজেপি বলছে, তা সঠিক নয়। বিজেপি একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে নিয়ে কীভাবে রাজনীতি করছে, তা বোঝাতেই এই সাংবাদিক সম্মেলন।'

বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভার অভিযোগ, দিনহাটায় এই সন্ত্রাসের আবহ তৈরিতে একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উদয়ন গুহ নিজে। তাঁর অভয় বাণীতেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে।

আজকেও আমাদের যেভাবে আটকে দেওয়া হয় এবং আমাদের একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তৃণমূলের এটাই কালচার।

এদিন বিজেপির প্রতিনিধিদল প্রথমে আক্রান্ত মহিলা নেত্রী মলিনা রায়ের বাড়ি যায়। সেখান থেকে দলের পঞ্চায়েত সদস্যা আক্রান্ত যূথিকা বর্মনের বাড়িতে যান নেতারা। অভিযোগ, এরপরই তাঁরা জিতেন্দ্রর মেয়ে পূরবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন।

নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা রায় সিংহ দাবি করেন, 'আদতে পূরবীর বাড়িতে হামলার কোনও ঘটনায় ঘটেনি, পুরোটাই সাজানো নাটক। বিজেপি গ্রামকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে।' এদিনের বিক্ষোভ

প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাঁরা বাংলা ভাষার বিরোধী তাঁদের গ্রামে ঢোকার কোনও অধিকার নেই। সেই কারণেই আজ মহিলাদের এই বিক্ষোভ।'

বিজেপির উত্তরবঙ্গের পর্যবেক্ষক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপকচন্দ্র বর্মন পরে কোচবিহার বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'দিনহাটায় যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদে আগামীতে উওরবঙ্গের প্রতিটি মণ্ডলে বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে।'

জলে নামিয়ে

প্রথম পাতার পর

তিনি পাচার সংক্রান্ত কাজকর্মে যুক্ত বলে অভিযোগ। যে মারধরের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেটি জিরানপুরের গোঁসাইগঞ্জে ৫ অগাস্টের বলে দাবি করেছেন নিগৃহীত তরুণ রতন দাস। তাঁর কথা, 'আমি কিছুই জানি না। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে ডেকে মারধর করা হয়। হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে রেহাই চাইলেও ওরা কথা শোনেনি। আমি ওদের কোনও জিনিস ধরিয়ে দিয়েছি সেই সন্দেহে মেরেছে।' রতনের মা বলেছেন, 'আমরা নিরীহ মানুষ। কোনও ঝামেলার মধ্যে থাকি না। ছেলে কোনও অন্যায় করলে সেটা আমাকে জানাতে পারত। সেটা না করে যেভাবে ওকে মারধর করা হয়েছে তা খুবই খারাপ।' প্রধান স্বপ্না বর্মনের কথায়, 'ওই ছেলেটিকে আগে থেকেই মারধর করা হচ্ছিল। যখন আমার দেওর শেষের দিকে মেরেছে তখন ভিডিও করা হয়েছে। দেওরকে ডাকা হয়েছিল জন্যই ও সেখানে গিয়েছিল। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত।'

অভিযুক্তকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ভিডিওতে তপনের পাশাপাশি তাঁর সঙ্গী অজয় বর্মন ও উজ্জ্বল কার্জিকেও মারধর করতে দেখা যায়। অভিযুক্তদের সঙ্গে তপনের কী নিয়ে ঝামেলা তা স্পষ্ট নয়। তবে ভিডিওতে অভিযুক্তদের বলতে শোনা গিয়েছে, '৪০টা মাল প্লাস টাকা গেল। এগুলোর দাম কত জানিস! তুই ফোটো পাঠিয়েছিস। ওয়ান শটারের কেস খেয়েছে কাকা'। রতনকে বারবার বলতে শোনা যায়, 'আমি কিছুই জানি না।' তবে এই ঘটনার পেছনে যে গাঁজা সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে তা প্রধানের কথায় স্পষ্ট। প্রধান বলেছেন, 'স্থানীয় কয়েকজন গাঁজা ধরেছিল। কিন্তু কারা গাঁজার ব্যবসা করে তা জানি না।'

আরও পুলিশি নজরদারি

প্রথম পাতার পর

এপর্যন্ত সব ঠিক বলে মনে হলেও গত এক বছরে কোচবিহারে কিন্তু বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এমজেএনের প্যাথলজিতে একজন ছাত্রীকে সিনিয়ার টেকনিসিয়ানের হাতে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল। অগাস্ট মাসেই গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি শ্লীলতাহানির ঘটনায় কোতোয়ালিতে অভিযোগ দায়ের হয়। কিছুদিন আগে কল্যাণ সংঘ ও হাজরাপাড়া মোড়ের মাঝখানে ব্যবসায়ী মোহুল কর সহ বেশ কজন হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন।

কোচবিহারে নিজের বাড়িতে এসে রাস্তায় ঈপ্সিতা দাস হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। সকলেই নিজেদের এই সমস্যার বিষয়গুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন। বাসে করে স্কুলে যেতে মাঝেমধ্যেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় রেখা মোচারি, মীনাক্ষী প্রামাণিক, বর্ণালি পালরা জানাল।

আরজি কর আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক পম্পি ভট্টাচার্যর মতে, 'কোচবিহারের সেরকম পরিবর্তন দেখা যায়নি। কারণ আজকাল সাজা না হওয়ায় মানুষের দোষ করার প্রবণতা থেকে যায়।' আরেক আন্দোলনকারী চন্দ্রাণী ঘোষালের কথায়, 'আমাদের কিন্তু রাতে বের হতে ভয়ই লাগে। কারণ রাস্তায় মদ্যপ টোটোচালক, মদ্যপ তরুণদের দেখা যায়। আমি নিজেও কিছুদিন আগে হেনস্তার শিকার হয়েছিলাম। পুলিশি টহলদারি বাড়ানো যেমন জরুরি তেমনই মেয়েদের মধ্যে আরও সচেতনতা বৃদ্ধিতে পুলিশকে উদ্যোগী হতে হবে।'

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনার বক্তব্য, 'মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ কোনও কিছুর সঙ্গে আপস করতে রাজি নয়। সেই কারণে স্কুল-কলেজের সামনে নিয়মিত আমাদের উইনার্স টিম টহল দেয়। এছাড়াও কোনওরকম সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ১০০ এবং ১১২ নম্বরে ডায়াল করতে বলা হয়। তবে ১০০ নম্বরে ডায়াল করলে ফোন তোলা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। দ্রুত এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হবে।'

ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আরও ১৭৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। রাত্রিসাথীতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে আরও ৪৬ জন নিরাপত্তারক্ষী নেওয়া হয়েছে। মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা রেস্টরুম করা হয়েছে। বর্তমানে টয়লেটের সমস্যা ছাড়া আর তেমন কোনও সমস্যা নেই।

হাসপাতাল ও হস্টেলে তাঁরা আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করেন বলে সাজারির ইন্টার্ন বর্ধমানের শ্রেয়া ভট্টাচার্য জানালেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায় বললেন, 'কলেজ এবং গার্লস হস্টেল সবখানেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। এর মধ্যে তেমন অপ্রীতিকর কোনও পরিস্থিতি ঘটেনি।'

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে গাঁজা উদ্ধার

কোচবিহার, ৮ অগাস্ট : গাঁজা পাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছে কোচবিহারে। তবে এতদিন গাঁজা পাচার মূলত সড়কপথে হলেও এখন পাচারকারীরা টার্গেট করেছে রেলপথকেও। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার ট্রেন ও রেলস্টেশন থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এবার গাঁজা উদ্ধার হল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩১৪৮ নম্বরের উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসটি বৃহস্পতিবার দিনহাটার বামনহাট থেকে নিউ কোচবিহারে স্টেশনে আসে।

এরপর ট্রেনে তল্লাশি চালাতেই গাঁজা উদ্ধার করে রেল পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জংশনের আরপিএফ ইনস্পেকটর (ক্রাইম ব্রাঞ্চ) আদিত্যকুমার মিনা বলেন, 'ট্রেনটি নিউ কোচবিহার স্টেশনে আসার পর আরপিএফের ক্রাইম ব্রাঞ্চের টিম ও নিউ কোচবিহারের টিম যৌথভাবে তল্লাশি করে।

এরপর ট্রেনের একটি স্লিপার কোচে সিটের নীচে দুটি ব্যাগ ছিল। ব্যাগ দুটিতে ১৬ কেজি গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। যদিও ব্যাগ দুটির দাবিদার পাওয়া যায়নি।'

গাঁজাগুলো বিহার বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

বড় দুঃসময়

প্রথম পাতার পর

ঘরের সঙ্গে ঘরের টক্করে কোণঠাসা হয়ে তৃণমূলের গাঙে নাও বেঁধেছেন জলপাইগুড়ি জেলার দীপেন প্রামাণিক, এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। জেলা সভাপতি হতে পারেননি বলে রাগে জেলা কমিটিতে থাকবেন না বলে নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। তাকিয়ে দেখুন, ঘরের মধ্যে ঘরের সংস্কৃতি শুধু রাজনৈতিক দলে নয়। সমাজেও আছে। হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের বাইরেও আরও কত মেরু। যাঁর যেমন দরকার, তেমন মেরুগুলি উসকে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের ঘরোয়া স্বার্থের সংঘাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন বোর্ড মিটিং থেকে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে বিতাড়িত হয়ে রাতারাতি রাজবংশী ঘর খুলে ফেললেন। অভিযোগ উঠল রাজবংশীকে অপমানের। অথচ দিলীপের সঙ্গে দলের একাংশের বিরোধ নতুন নয়। এখন সেই বিরোধে সামাজিক বিভাজনের রং। পিছনে সেই গোষ্ঠী আর স্বার্থের অঙ্ক। দিলীপের সেই বঞ্চনার তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে গৌতম দেব আবার রাজবংশী-বাঙালি সখ্য বোঝাতে তাঁর নিরাপত্তারক্ষী, বাড়ির পরিচারক সবাই রাজবংশী বলে কেস খেলেন। তাতে রাজবংশীদের চাকর করে রাখার মানসিকতা আছে বলে তিনি সমাজমাধ্যমে ঝাড় খাচ্ছেন। চিলারায়, পঞ্চানন বর্মার মূর্তি গড়ে এখন যেন পাপস্খালনের চেষ্টা করছেন গৌতম। কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর হেনস্তা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্রে সব দলের, সব নেতার প্রতিবাদের অধিকার আছে। শুভেন্দুর ওপর হামলা মানে সেই অধিকার হরণ। কিন্তু পালটা শুভেন্দুও সমাজে ঘরের মধ্যে ঘর তৈরির মরিয়া চেষ্টা করলেন। হামলার পর বললেন, উদয়ন গুহ এই হামলার প্রধান আসামি। পরোক্ষ আসামি কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এপর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় বাগডোগরায় বললেন, হামলায় যুক্ত বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গারা। সবিনয়ে বলি শুভেন্দুবাবু, কোচবিহার জেলায় একজন রোহিঙ্গা আছেন প্রমাণ করে দেখান না। মুসলমান নিশ্চয়ই কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশি বলে প্রমাণ কি দিতে পারবেন। তাছাড়া কোচবিহারের মতো জেলায় তৃণমূলের কর্মসূচিতে হিন্দু-মুসলমানের মিশে থাকায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। বিভাজনে মরিয়া বলে সত্যটাকে হজম করে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা হয় না আপনার! বড় দুঃসময় এখন। দলে, সমাজে ঘরের মধ্যে ঘর।

শিলিগুড়িতে ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকের বিরোধ হল। বিভাজনের রং চড়ানো হল যেন মহাকাশযানের গতিতে। ঘটনাচক্রে মালিক বাঙালি ও ভাড়াটিয়ারা নেপালিভাষী। ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার নিশ্চয়ই বাড়ির মালিকদের অন্যায়। যে সমস্যা সামলানোর দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু পুলিশের একতরফা পদক্ষেপে সমতলের তৃণমূল নেতাদের একাংশ নীরব থাকলেন, বিজেপি নেতারা বিরোধটা উসকে দিলেন। পাহাড়ের নেতাদের একাংশ নতুন করে আলাদা রাজ্যের দাবিটা ঝালিয়ে নিলেন। এখন অনেক সংগঠন পালটা দিতে কোমর বাঁধছে। তৃণমূল পরিচালিত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বিরোধীদের উপেক্ষা করার অভিযোগ অসত্য নয়। এই দোষ তৃণমূলের বরাবরের। মহকুমা পরিষদের বিজেপি সদস্য অজয় ওরাওঁ সেই দোষকে আদিবাসীদের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগের সঙ্গে জুড়ে হইচই বাধালেন। অ-এ অভিষেক কড়কে দিয়েও কি দলে, সমাজে ঘরের মধ্যে ঘর ভাঙতে পারবেন? জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যের জন্য যে উত্তরবঙ্গের অহংকার ছিল, সেখানে এখন পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগই থাকছে না। কেউ কি এতটুকু লজ্জিত হবেন?

রূপান্তরকামীদের নিরাপত্তায় নজর পুলিশের

প্রথম পাতার পর

করছে 'মৈত্রী সংযোগ' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের তরফে সুমি দাস কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ছোট থেকে সঠিক নিরাপত্তা ও গাইড পেলে যে একজন রূপান্তরকামী অন্যের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজে কর্মসংস্থানের পথ বেছে নিতে পারেন, তা তুলে ধরেন সুমি। সুমির বক্তব্য, 'ছোটবেলা থেকেই ট্রান্সজেন্ডারদের একটি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। যে কারণে পারিপার্শ্বিক কটূক্তি ও নিরাপত্তার অভাবের জন্য পড়াশোনা কিংবা স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে আসার উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। শুধু পুলিশই নয়, সাধারণ মানুষকেও এবিষয়ে সচেতন হতে হবে।' পুলিশকর্তাদের বক্তব্য, রূপান্তরকামীদের নিরাপত্তা ও তাঁদের অধিকারের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন সেল রয়েছে। ওই সেলে রূপান্তরকামীদের প্রতিনিধিও রয়েছেন। যৌথভাবেই কাজ করা হচ্ছে এবং হবে।

কোচবিহার জেলায় প্রায় ১৫০ জন রূপান্তরকামী রয়েছেন। তাঁদের কেউ শীতলপাটি বুনে জীবিকা নির্বাহ করেন, কেউ আবার কাগজের থালা-বাটি বানান। আবার কেউ ট্রেন বা অন্যত্র থেকে অর্থ উপার্জন করেন। তাঁদের কথায়, ছোট থেকে নিরাপত্তার মধ্যে সচেতনভাবে বেড়ে উঠলে, কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ।

একাধিক চোটেও স্বস্তি আপুইয়ার দলে ফেরা

ভারতীয় ফুটবলে পরিকল্পনার অভাবে বিরক্ত মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : সমর্থকদের কোচ তাঁর জন্মদিনে কি শনিবারের ম্যাচের জয়ই উপহার হিসাবে চাইলেন ফুটবলারদের কাছে?

এদিন ছিল কোচের জন্মদিন। অনুশীলন শুরুর আগে কেক কাটার ব্যবস্থা করা হয়। অধিনায়ক শুভাশিস বসুকে সেই কেক কেটে সামান্য মুখে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উৎসবের সুযোগই দিলেন না হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে যে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা তাঁর শরীরী ভাষাতেই পরিষ্কার। একইসঙ্গে এদেশের ফুটবল পরিকল্পনার অভাব দেখে তিনি অখুশি। বলেছেন, 'ভারতীয় ফুটবলের সবথেকে বড় সমস্যা কী জানেন, লম্বা অফ সিজন। খেলা কম হয়, বিশ্রাম বেশি।' শুক্রবার আসা দিমিত্রিস পেত্রাতোস খেলবেন না, আলবার্তো রডরিগেজ, কিয়ান নাসিরি, মনবীর সিংদের শুরুতেই চোট সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তাঁর মন্তব্য, 'আমি বললে সবাই পুরো ৯০ মিনিট খেলে দেবে। কিন্তু মাত্র সপ্তাহখানেক প্রস্তুতির পর সেটা কি উচিত? আমরা সব ফুটবলারদেরই ট্রেনিং চার্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো পুলিশ না যে, ফুটবলারদের পিছন পিছন ঘুরব, কে কী করছে দেখার জন্য। ফলে চোট হচ্ছে। আর একদিন দেখে দিমিকে তো খেলাবই না। আমাদের জিততে হবে কিন্তু চোট বাড়িয়ে নয়।' শুক্রবার ভোররাতে কলকাতায় পৌঁছে বিকেলেই অনুশীলনে সবুজ-মেরুন জনতার প্রিয় দিমি। বিমানবন্দরের পা দিতেই ফুল-মালা পরানোর সঙ্গে ছিল 'দিমি-গড' নামের স্লোগান। ভিড়ের মধ্যেই দেখা যায়, সমর্থকদের কাঁধে এই অজি তারকা। চোট পাওয়া ফুটবলাররা ছাড়াও কার্ডের জন্য নেই দীপেন্দু বিশ্বাস। তবে সুখবর হল, এদিনই ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি জানিয়েছে, আপুইয়া খেলতে পারবেন ডায়মন্ড হারবার ম্যাচে। যা নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করলেন মোলিনা, 'আপুইয়াকে হয়তো খেলাব কিন্তু ওকে নিয়ে আমি আগে পরিকল্পনা করতে পারিনি। কারণ এতদিন লাগল জানাতে যে ওকে পাওয়া যাবে।'

মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্টের নক আউটে যেতে এই জয়টা অত্যন্ত জরুরি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে। ড্র হলে গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে ডায়মন্ড। সেক্ষেত্রে মোহনবাগানকে ৬ দলের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে বাকি সব গ্রুপের খেলা শেষ হলে। মোলিনার বক্তব্য, 'আমাদের একটাই লক্ষ্য। সেটা হল জয়। জানি ডায়মন্ড হারবার খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। খুব ভালো খেলছে ওরা।' রীতিমতো যে খোঁজখবর রাখেন, তা বোঝা যায় যখন বলেন, 'ওদের কোচ তো এই ক্লাবের কিংবদন্তি। উনি মোহনবাগানকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দলটাকে গুরুত্ব তো দিতেই হবে।' দুই ম্যাচে চার গোল করা লিস্টন কোলাসো বলেন গেলেন, 'আমি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে একটাই ম্যাচ ওদের দেখেছি। খুবই সংগঠিতভাবে ফুটবল খেলছে। কিন্তু আমরা যেভাবে শুরু করেছি তাতে আশা করছি জিততে পারব। আমি নিজে গোল পাই বা না পাই, দলের জয়টা বেশি জরুরি।' জয়ের লক্ষ্যে নামার কথা ভাবলেও বাগান শিবিরে এখন বড় চিন্তা একাধিক চোট-আঘাত।

ছবি : ডি মণ্ডল

ডুরান্ড কাপে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা জন্মদিনের কেক কেটে খাইয়ে দিচ্ছেন শুভাশিস বসুকে।

জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে হালকা মেজাজে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। কলকাতায় শুক্রবার।

গিলকে নিয়ে 'গৃহযুদ্ধ' ভন-ব্রডের

ওভালে আঙুলে চিড় নিয়েই খেলেন করুণ

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ৮ অগাস্ট : মিশন ইংল্যান্ড আপাতত অতীত।

মাঝে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে। কাটাছেঁড়া যদিও চলছে। ওভাল টেস্টের শেষদিনে ৫৬ মিনিটে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের স্বপ্নের বোলিংয়ের রেশ সহজে যাওয়ারও নয়। প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দুই দলের ক্রিকেটারদের নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা টেস্ট দ্বৈরথকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

ভাঙা হাত, পা, কাঁধ নিয়ে মাঠে নেমেছেন ঋষভ পন্থ, শোয়েব বশির, ক্রিস ওকসরা। খবর, পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে করুণ নায়ার আঙুলে চিড় নিয়েই ব্যাটিং করেন। ব্যাটিং করার সময় শর্ট পিচ ডেলিভারিতে চোট। হালকা চিড় হয়েছিল। যদিও চোট নিয়েই ব্যাটিং চালিয়ে যান। যে চোটের কারণেই ২৮ অগাস্ট শুরু দলীপ ট্রফিতে নেই করুণ।

এদিকে শুভমান গিল না জো রুট, মহম্মদ সিরাজ ও বেন স্টোকসের মধ্যে সিরিজের সেরা ব্যাটার ও বোলার নিয়ে তর্জা জারি। মাইকেল ভনের পছন্দ দুই ভারতীয় শুভমান ও সিরাজকেই। এক পডকাস্ট শোয়ে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের মতে, স্টোকস দুরন্ত বল করেছে। ওভালে স্টোকস খেললে হয়তো জিতত ইংল্যান্ড। কিন্তু সেরা বোলার বাছতে বসলে পছন্দ সিরাজই (২৩টি উইকেট)।

ভনের মতে, দুই দল দুরন্ত ক্রিকেট খেলেছে। ড্র সেদিক থেকে সঠিক ফলাফল। দুরন্ত ফিনিশে সিরিজ অমীমাংসিত রাখা, ভারতের এই ফলাফল প্রাপ্য ছিল। অনভিজ্ঞ দল। কিন্তু সেই অনভিজ্ঞতা সরিয়ে পারফর্ম করেছে। একইসঙ্গে ভন অবশ্য মনে করেন, ওভালে পঞ্চম দিনের সকালে ইংল্যান্ড কার্যত ম্যাচ ছুড়ে দিয়ে এসেছে। স্টোকস থাকলে ফলাফল অন্যরকম হত।

স্টুয়ার্ট ব্রডের মতে সেরা ব্যাটার রুট। বাছাইয়ের পিছনে মজার যুক্তি। জানিয়েছেন, শুভমানকে বেছে নিলে তাঁর কপালে দুঃখ আছে। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন। বন্ধু, প্রাক্তন সতীর্থ রুটকেই তাঁর ভোট দেবেন। এক শোয়ে জস বাটলারের প্রশ্নে ব্রড বলেছেন, 'শুভমান অধিনায়ক হিসেবে একটি সিরিজে সর্বোচ্চ রানে ডন ব্র্যাডম্যানের ঠিক পরে। রুট সেখানে সর্বকালীন রানে দ্বিতীয় স্থানে (শচীন তেন্ডুলকারের পর)। একজনকে বেছে নেওয়া কঠিন। তবে রুটের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। চাই না গালাগাল খেতে। তাই রুটের পক্ষেই যাব।'

অজয় জাদেজা আবার সিরিজে ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্র জাদেজাকে সবার আগে রাখছেন। বলেছেন, 'শুভমান ৭৫৪ রান করেছে। নিজের প্রায় সেরাটা দিয়েছে। জাদেজার সেখানে সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি রান। সাত নম্বরে নেমে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছে। চারটি ইনিংসে নটআউট, যেখানে উলটোদিকে কোনও ব্যাটার ছিল না। গোটা সিরিজে মাত্র দুইবার দ্রুত আউট হয়েছে! শুভমান প্রচুর রান করলেও ধারাবাহিকতায় জাদেজাই এগিয়ে।'

> শুভমান ৭৫৪ রান করেছে। নিজের প্রায় সেরাটা দিয়েছে। জাদেজার সেখানে সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি রান। সাত নম্বরে নেমে ধারাবাহিক সাফল্য পেয়েছে। চারটি ইনিংসে নটআউট, যেখানে উলটোদিকে কোনও ব্যাটার ছিল না। গোটা সিরিজে মাত্র দুইবার দ্রুত আউট হয়েছে! শুভমান প্রচুর রান করলেও ধারাবাহিকতায় জাদেজাই এগিয়ে।
>
> **অজয় জাদেজা**

কিবুর 'মগজাস্ত্র' ভরসা ডায়মন্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অগাস্ট : মোহনবাগান নিয়ে আবেগ রয়েছে। আবার তাদেরকে হারাতেই ছক কষছেন ডায়মন্ড হারবার এফসি কোচ কিবু ভিকুনা।

ডুরান্ড কাপে টানা দুই ম্যাচ জিতে গোল পার্থক্যের নিরিখে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার। শেষ ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ড্র করলেই ডুরান্ড নকআউটের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে তারা। এই পরিস্থিতিতে নিজের পূর্বতন দলের মুখোমুখি হওয়ার আগে আবেগপ্রবণ হলেও বাস্তববাদী কিবু। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান ম্যাচ সবসময়ই আমার কাছে স্পেশাল। এই দলের সঙ্গে আমার আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ওরা এই মুহূর্তে ভারতের সেরা দল। মোহনবাগানকে বাড়তি সমীহ করতেই হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'তবে এই ম্যাচ ড্রয়ের মানসিকতা নিয়ে খেলব না। মোহনবাগানকে হারিয়ে নকআউটে উঠতে চাই।'

শুক্রবার অনুশীলনেও দেখা গেল বাড়তি সতর্কতা। নিজের পরিকল্পনা গোপন করতে এদিন ক্লোজডোর অনুশীলন করালেন কিবু। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে ডায়মন্ড হারবার। দলে লুকা মাজসেন, ক্লেইটন সিলভেইরা, হোলিচরণ নার্জারির মতো খেলোয়াড় রয়েছেন। কিন্তু তারপরেও মোহনবাগান ম্যাচে ডায়মন্ডের ভরসা কিবুর 'মগজাস্ত্র'।

মোহনবাগান ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছেন ডায়মন্ড ফুটবলাররা। বিদেশি তারকা ক্লেইটন বলেছেন, 'মোহনবাগানের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে খেলতে মুখিয়ে রয়েছি। এই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।'

মোহনবাগান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোচ কিবু ভিকুনা।

অন্য ব্যাট হাতেও অনুরাগীদের মনোরঞ্জনে মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

চোট, দলীপে অনিশ্চিত আকাশ, অভিমন্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অগাস্ট : বিলেত সফর শেষে তাঁরা দেশে ফিরেছেন। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন।

টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখন কোনও খেলা নেই। আপাতত ভারতীয় ক্রিকেটমহলের নজরে ২৮ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফি। আসন্ন দলীপে পূর্বাঞ্চল স্কোয়াডে রয়েছেন বিলেত সফরে হইচই ফেলে দেওয়া আকাশ দীপ। ইংল্যান্ডেও টেস্ট অভিষেক না হওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণও রয়েছেন দলীপের স্কোয়াডে। তিনিই পূর্বাঞ্চল দলের সহ অধিনায়ক। সূত্রের খবর, আকাশ-অভিমন্যু, দুইজনই চোট নিয়ে দেশে ফিরেছেন। এই চোটের কারণেই আকাশ-অভিমন্যুরা দলীপে প্রবলভাবে অনিশ্চিত। ওভাল টেস্টের সময়ই বোঝা গিয়েছিল, পিঠের চোট সমস্যা তৈরি করেছে আকাশের সামনে। আর অভিমন্যু ওভাল টেস্টের সময় পরিবর্ত হিসেবে ফিল্ডিং করতে নেমে চোট পেয়েছিলেন বলে খবর।

> ফিট হওয়ার পর অভিমন্যু-আকাশদের রিহ্যাব করতে হবে। ফলে দলীপ তো নয়ই, অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির শুরুতেও তাঁদের বাংলা দলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

জানা গিয়েছে, দুইজনের কারোর চোটই গুরুতর নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ ফিট হতে সময় লাগবে। তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে অভিমন্যু-আকাশকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সেখানে ফের চোটের পরীক্ষা হবে বাংলার দুই ক্রিকেটারের। চোটের পরীক্ষার ফল কী আসবে, তার উপরই নির্ভর করবে আকাশদের দলীপ খেলার বিষয়টি। রাতের দিকে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার একটি বিশেষ সূত্রের খবর, অভিমন্যু-আকাশদের দলীপে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ফিট হওয়ার পর তাঁদের দুইজনকেই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করতে হবে। ফলে দলীপ তো নয়ই, অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির শুরুতেও তাঁদের বাংলা দলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে।

লিগের পয়েন্ট টেবিলে উত্থান ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-১ (গুইতে)
কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অগাস্ট : কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে সান্ত্বনার জয়। সেই সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উঠে তিন নম্বর জায়গাটা পুনরুদ্ধার করল লাল-হলুদ বাহিনী।

কলকাতা ফুটবল লিগে জয়ের খোঁজে শুক্রবার কালীঘাট এসএলএ ম্যাচে সিনিয়ার দলের ফুটবলারদের দ্বারস্থ হন বিনো জর্জ। দেবজিৎ মজুমদার, সৌভিক চক্রবর্তী, মার্তন্ড রায়না ও এডমুন্ড লালরিনডিকা শুরু থেকে খেললেন। পরিবর্ত হিসাবে এলেন লালরামসাঙ্গা। তবুও লাল-হলুদের খেলায় মন ভরল না। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবও চোখে পড়ল।

প্রথমার্ধে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানলালপেকা গুইতেরা কালীঘাট এসএলএ বক্সের আশপাশে ঘোরাফেরা করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। প্রথম আধ ঘণ্টায় ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে এমন কোনও সুযোগ নেই যা কালীঘাটকে চাপে ফেলতে পারল। ৩৩ মিনিটে ডানদিক থেকে ভেসে আসা বল ঠিকঠাক সংযোগ করতে পারলে গোলমুখ খুলে ফেলতে পারতেন মহম্মদ আশিক এস। প্রথমার্ধে আরও একবার তন্ময় দাসের শট বাঁচিয়ে দেন স্পোর্টস লাভার্স গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। তারই ফসল ৫৫ মিনিটে গুইতের গোল। জয়সূচক গোলে অবদান এডমুন্ডের।

ম্যাচের শেষদিকে বেশ কয়েকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল কালীঘাট। সংযুক্তি সময়ে সুমন দে বক্সে স্পোর্টস লাভার্সের সুরজ মণ্ডলকে না আটকালে হয়তো গোলও করে ফেলতেন তিনি। তার জন্য অবশ্য রেফারির কাছে পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানিয়েও সাড়া মেলেনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে কালীঘাট এসএলএ ফুটবলারদের ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে রেফারির ওপর। পুলিশের হস্তক্ষেপে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, জোসেফ, মার্তন্ড, সুমন, বিক্রম, সৌভিক, তন্ময় (শ্যামল), সায়ন (বিজয়), গুইতে (আজাদ), এডমুন্ড (রামসাঙ্গা) ও আশিক এস (রোশাল)।

গোল করে ভানলালপেকা গুইতে।

ট্রেডে সঞ্জুর পরিবর্তে দুইজন!

সিএসকে ছাড়তে চাইছেন অশ্বীন

চেন্নাই, ৮ অগাস্ট : এক বছর কাটতে না কাটতে চেন্নাই সুপার কিংস-রবিচন্দ্রন অশ্বীন গাঁটছড়া ছিন্ন হতে চলেছে। নিজের শহরের আইপিএল টিম ছেড়ে ২০২৬ সালের মেগা লিগে নতুন ঠিকানার সন্ধানে অশ্বীন। ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের কাছে সেই ইচ্ছের কথাও জানিয়েছেন। অবশ্য দল ছাড়ার কারণ সম্পর্কে ধোঁয়াশা। ধোঁয়াশা অশ্বীনকে ট্রেড করা হবে, নাকি নিলামের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, তা নিয়েও। অশ্বীনের খবর সামনে আসার পর অনেকে দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে সুপার কিংসে যোগ দিতে চলেছেন সঞ্জু স্যামসন। ইতিমধ্যে রাজস্থান ছাড়ার কথা জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান যা নিয়ে দোটানায়। একাংশ চাইছে সঞ্জুকে ধরে রাখতে। আরেক পক্ষের মতে, অনিচ্ছুক ঘোড়াকে ধরে রাখার কোনও অর্থ নেই।

চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে ট্রেডে সেক্ষেত্রে সঞ্জুর বদলে দুইজন ক্রিকেটারকে নাকি চাইতে পারে রাজস্থান। তালিকায় অশ্বীন (২০২২-২০২৪ তিন মরশুমে রাজস্থানে খেলেন) থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টা আন্দাজ করেই অশ্বীন চেন্নাই সুপার কিংস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সেক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত এড়াতে সিএসকে-র ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব থেকেও পদত্যাগ করতে হবে অশ্বীনকে।

প্রায় এক দশক পর গত মেগা নিলামে ৯.৭৫ কোটিতে অশ্বীনের প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল সুপার কিংসে। প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। সাতটি ম্যাচ খেলে ৪০,৪৩ গড়ে ৯ উইকেট নেন। বিতর্ক তৈরি হয়, নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দলের খেলা নিয়ে অশ্বীনের কাটাছেঁড়া ভালোভাবে নেয়নি সুপার কিংস কর্তৃপক্ষ। বিতর্ক তৈরি হয়। চেন্নাই টিম সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়, মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে আগামীর টিম নিয়ে আলোচনায় বসেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা।

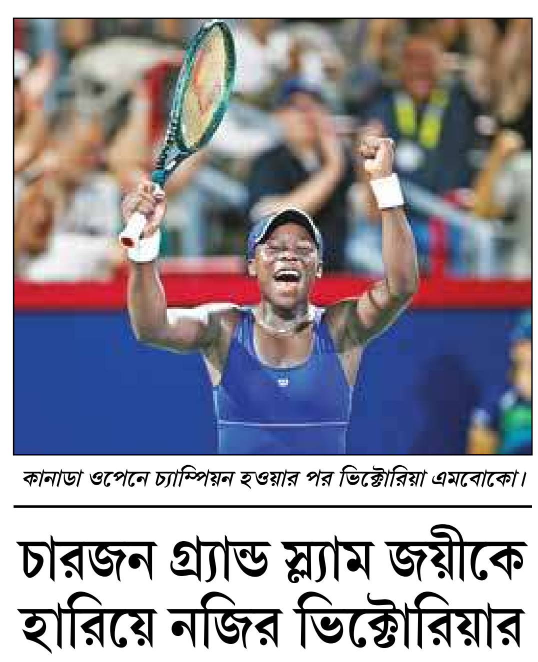

কানাডা ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভিক্টোরিয়া এমবোকো।

চারজন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীকে হারিয়ে নজির ভিক্টোরিয়ার

ওটাওয়া, ৮ অগাস্ট : কানাডা ওপেনে মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৮ বছরের কানাডিয়ান খেলোয়াড় ভিক্টোরিয়া এমবোকো। ফাইনালে তিনি ২-৬, ৬-৪, ৬-১ গেমে হারালেন জাপানের নাওমি ওসাকাকে। সেইসঙ্গে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে একই প্রতিযোগিতায় চারজন গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নকে হারানোর নজির গড়েছেন।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে এমবোকো হারিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী সোফিয়া কেনিনকে। চতুর্থ রাউন্ডে ফরাসি ওপেন জয়ী কোকো গফকে পরাজিত করেছিলেন এই কানাডিয়ান খেলোয়াড়। আবার সেমিফাইনালে তিনি হারান উইম্বলডন জয়ী এলিনা রাইবাকিনাকে। অবশেষে ফাইনালে এমবোকো হারান ওসাকাকে। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে এই বিরল কৃতিত্ব রয়েছে সেরেনা উইলিয়ামসের। ১৯৯৯ সালে ইউএস ওপেনে এই নজির গড়েছিলেন তিনি।

ইংল্যান্ডে গ্রেপ্তার পাক ক্রিকেটার

লাহোর, ৮ অগাস্ট : ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন পাকিস্তানের ক্রিকেটার হায়দার আলি। ব্রিটেনের আদালত অন্তর্বর্তী জামিন দিলেও তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হায়দারকে নির্বাসিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

ধর্ষণের অভিযোগ

পাকিস্তান শাহিনসের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন হায়দার। সেইসময়ই তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে পুলিশ। তারই ভিত্তিতে পিসিবি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'যুক্তরাজ্যের আইনি প্রক্রিয়াকে সম্মান এবং সমর্থন করে পিসিবি। হায়দারকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুই ম্যাচ নির্বাসিত রঞ্জন

কলকাতা, ৮ অগাস্ট : আইএফএ-র বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জের। শাস্তির মুখে সুরুচি সংঘের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। সম্প্রতি কলকাতা লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ জানাতে গিয়ে আইএফএ-র বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিলেন রঞ্জন। যে কারণে তাঁকে শো-কজ করা হয়। শুক্রবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে তাঁর বক্তব্য শোনার পর দুই ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়। একইসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে রঞ্জনকে। নাহলে গোটা মরশুমের জন্য নির্বাসিত করা হবে তাঁকে। রঞ্জন বলেছেন, 'চক্রান্ত শব্দটা ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত। ক্লাবের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ জানাব।'

আইএসএল ছাড়া সুপার কাপ খেলতে রাজি নয় ক্লাব-জোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অগাস্ট : ইন্ডিয়ান লিগ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনও ধারণা না দেওয়া হলে সুপার কাপ খেলবে না আইএসএল ক্লাবগুলি।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ক্লাবগুলোকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছিলেন, আইএসএল যদি কোনও কারণে নাও হয় তাহলেও দেশের সর্বোচ্চ লিগ হবেই। তবে তার আগে সুপার কাপ করার ভাবনা রয়েছে ফেডারেশনের। এবং ক্লাবগুলিকে বলা হয়েছে, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে সুপার কাপের প্রস্তুতির জন্য। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় কী তৃতীয় সপ্তাহে সুপার কাপ শুরু করার ভাবনা এআইএফএফের। কিন্তু ক্লাব-জোট পরিষ্কার জানায়, আইএসএল কবে থেকে শুরু হবে, এই বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু না বলা হলে, তারা সুপার কাপ খেলবে না। আগে জানাতে হবে, কবে থেকে আইএসএল শুরু করা সম্ভব। শুধুমাত্র সুপার কাপের জন্য পুরো দলকে নিয়ে আসা থেকে ক্লাবের যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করতে হবে। তারপর একটা টুর্নামেন্ট খেলার পর ফের দলকে বসিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আগে আইএসএলের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে জানাতে হবে।

আট-দশদিনের মধ্যে সুপার কাপের সম্ভাব্য সূচি, ভেনু সব নিয়ে আবার বসার কথা আছে দুই পক্ষের। এই বিষয়েও ক্লাব প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির পরই যেন তাঁদের ডাকা হয় বলে জানিয়ে এসেছেন। সবমিলিয়ে দুই পক্ষের এই আলোচনা আদৌ ফলপ্রসূ নয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোহলি গায়কও, দাবি মাহির

টেমসের পাড়ে প্রস্তুতিতে বিরাট

লন্ডন, ৮ অগাস্ট : ভারতীয় দলের জার্সিতে কবে মাঠে ফিরবেন বিরাট কোহলি? পরবর্তী ওডিআই বিশ্বকাপে কি আদৌ দেখা যাবে ভারতীয় রানমেশিনকে? কারও বা আশঙ্কা, টি২০, টেস্টের পর বিরাট ওডিআই ফরম্যাট থেকেও দ্রুত অবসর নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইংল্যান্ডে তরুণ ভারতীয় দলের সাফল্য, লড়াইয়ের পর বিরাট, রোহিত শর্মার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যাঁকে ঘিরে এত জল্পনা, সেই বিরাট ইতিমধ্যে প্র্যাকটিসে নেমে পড়েছেন। তাও দেশের বাইরে, ব্রিটিশ রাজধানীতে! রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে প্রথম আইপিএল খেতাব দেওয়ার পর লন্ডনে পাড়ি দেন। সপরিবারে নিজের দ্বিতীয় হোম লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছেন। তাঁর ফাঁকেই চলছে ক্রিকেট অনুশীলনও। গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচের সঙ্গে তাঁর অ্যাকাডেমিতেই ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট।

লন্ডনের বার্কশায়ারে 'মাইটি উইলো অ্যাকাডেমি' রয়েছে গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ নইম আমিনের। চলতি লন্ডনবাসে সেই অ্যাকাডেমিই আপাতত ক্রিকেটার বিরাটের অনুশীলনের মঞ্চ। আমিনের সঙ্গে নিজের ছবিও পোস্ট করেছেন কোহলি। অনুশীলনের সুযোগ এবং সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমিন গুজরাটের আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে আইপিএলে কাজ করেছেন।

এদিকে, বিরাটকে নিয়ে অজানা চাঞ্চল্যকর দাবি মহেন্দ্র সিং ধোনির। শুধু ব্যাটিং, ফিটনেস নয়, এর বাইরে বিরাটের চরিত্রে নানা রং রয়েছে। অনেকের নাকি তা জানা নেই। এদিন সেটাই তুলে ধরেছেন কোহলির সঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতীয় সাজঘরে কাটানো মাহি। এক ভিডিওয় ধোনিকে বলতে দেখা গিয়েছে, 'বিরাট খুব ভালো গান করে। দারুণ গায়ক। ভালো নাচতেও পারে। সঙ্গে দুর্দান্ত মিমিক্রি। যদি ও মুডে থাকে, সবাইকে মাতিয়ে রাখবে।'

লন্ডনে ভক্তের সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করেছেন বিরাট কোহলি। তাঁর সাদা গোঁফ-দাড়ি দেখে সামাজিক মাধ্যমে চলছে আলোচনা।

সঠিক সময়ে সুযোগ পাবেন অভিমন্যু, দাবি বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অগাস্ট : অস্ট্রেলিয়ার পর ইংল্যান্ড।

চেনা ছবি। দীর্ঘ অপেক্ষা। আর সেই অপেক্ষার শেষ হয়নি এখনও। স্কোয়াডে থাকলেও এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের। কবে হবে তাঁর টেস্ট অভিষেক?

প্রশ্নের জবাব নেই। ক্রমশ হতাশা বাড়ছে অভিমন্যুরও। ওভাল টেস্ট শুরুর দিনে অভিমন্যুকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে না দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন তাঁর বাবা রঙ্গনাথন ঈশ্বরণ। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজ শেষে অভিমন্যু দেশে ফেরার পর

আশ্বাস কোচ গম্ভীরের

আজ ফের ছেলের আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর বাবা। রঙ্গনাথন জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর অভিমন্যুকে আশ্বাস দিয়েছেন আগামীদিনে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার। তাঁর কথায়, 'কোচ গম্ভীর আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন ওভাল টেস্টের পর। জানিয়েছেন, আগামীদিনে সুযোগ আসবে ওর। অবিচারের শিকার হবে না অভিমন্যু।' প্রায় তিন বছর ধরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে রয়েছেন অভিমন্যু। কিন্তু প্রথম একাদশের সুযোগ আসেনি তাঁর কাছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই একজন ক্রিকেটার হতাশায় ডুবে যাবেন। সেটাই স্বাভাবিক। অভিমন্যুও হতাশ। তার মধ্যেই আগামীর আশ্বাস পেয়েছেন তিনি। এখন দেখার, কোচ গম্ভীরের আশ্বাস বাস্তবে কার্যকর হয় কিনা।

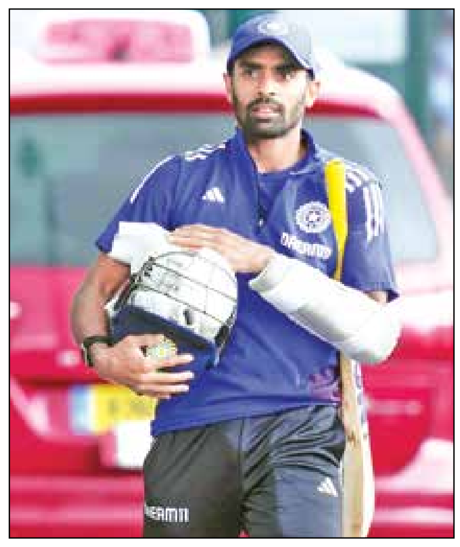

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন প্রান্তিকের সত্যজিৎ মুর্মু। -জসিমুদ্দিন আহম্মদ

প্রথম ডিভিশনে ৭ গোল প্রান্তিকের

মালদা, ৮ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার প্রান্তিক ক্লাব ৭-১ গোলে পঞ্চানন্দপুর আরএফসিসি-কে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা সত্যজিৎ মুর্মু। জোড়া গোল বিপ্লব হাঁসদার। প্রান্তিকের বাকি গোল দুইটি রাকেশ কোরা ও শুভম সোরেনের। পঞ্চানন্দপুরের গোলটি শুভজিৎ ঘোষের। ম্যাচের সেরা হয় প্রান্তিকের সত্যজিৎ মুর্মু।

ফাইনালে শিবাজি

রায়গঞ্জ, ৮ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল শিবাজি সংঘ। রবিবার ফাইনাল। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শিবাজি ১-০ গোলে বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে গোল করেন ম্যাচের সেরা সুনিরাম হাঁসদা।

ম্যাচের সেরা সুনিরাম হাঁসদা। ছবি : রাহুল দেব

কোয়ার্টারে আইহো

মালদা, ৮ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল আইহো ফাইভ স্টার ক্লাব। শুক্রবার প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মেহেরপুর স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা দেবব্রত মার্ডি।

ফাইনালে ইউনিক

হলদিবাড়ি, ৮ অগাস্ট : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের ডায়মন্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইউনিক ৩-১ গোলে গ্রিন জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে। ইউনিকের রাহুল মহম্মদ, পরিমল বর্মন ও সিদ্ধার্থ মণ্ডল গোল করেন। গ্রিনের গোলটি ওয়ার্ডসনের। ম্যাচের সেরা কাই।

পল্লি সংঘের ফুটবল শুরু

ময়নাগুড়ি, ৮ অগাস্ট : বাংলারঝাড় পল্লি সংঘের ৮ দলীয় ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জলপাইগুড়ি লোকনাথ ফুটবল অ্যাকাডেমি সাডেন ডেথে ৯-৮ গোলে বাতাবাড়ি বারুদ সংঘকে হারিয়েছে। বাসিয়া ভান্ডানি মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল।

সেরা বোল্লা

কুমারগঞ্জ, ৮ অগাস্ট : উত্তর আঝইর আদিবাসী সমাজ সুষার ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বোল্লা ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে বাদকানাই দলকে হারিয়েছে।

ট্রফি জয়ের পর বোল্লা ফুটবল দল।

ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক